উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৭৭,১৫৫.৬২ (+৩৪৭.১৪)
নিফটি : ২৪,০৮৫.৭০ (+৯৬.৫৫)

সমাজবাদী পার্টিতে ভাঙনের জল্পনা ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৩° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন

আয় বাড়াতে নয়া ফন্দি জুকেরবার্গের ৭

নির্মলার দ্বারে স্বপন
মাথায় ৮ লক্ষ কোটির দেনা ৭

৩ আষাঢ় ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 18 June 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 31

জালবন্দি দম্ভ

তোলাবাজিতে গ্রেপ্তার উদয়ন

রিমি শীল ও প্রসেনজিৎ সাহা

কলকাতা ও দিনহাটা, ১৭ জুন : হুমকি আর ধমকচমকের রাজনীতির জন্যই পরিচিত ছিলেন তিনি। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী হওয়ার পর ক্ষমতার আস্ফালনে দিনহাটা তথা কোচবিহার জেলাজুড়ে বিরোধীদের কার্যত কথা বলার সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তৃণমূলের সেই বাহুবলী নেতা উদয়ন গুহকে তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ৪ মে ভোটের ফল প্রকাশের দিনই রাতের অন্ধকারে চুপিসারে পরিবার নিয়ে দিনহাটা থেকে পালিয়েছিলেন উদয়ন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। বুধবার কলকাতার ফুলবাগানে মানিকতলা রোডের ফ্ল্যাট থেকে প্রাক্তন মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে দিনহাটা থানার পুলিশ। এদিন সকালে কলকাতা পুলিশের সাহায্যে তাঁকে পাকড়াও করা হয়। প্রথমে উদয়নকে ফুলবাগান থানায় নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে সড়কপথে তাঁকে নিয়ে দিনহাটার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় পুলিশের দলটি। বৃহস্পতিবার তাঁকে দিনহাটা আদালতে তোলা হবে।

জামিন অযোগ্য ধারায় উদয়নের বিরুদ্ধে বেশ কিছু মামলা রয়েছে। তবে দিনহাটা থানা সূত্রের খবর, শিশুমঙ্গল সমিতি নামে একটি সংগঠন খুলে দিনহাটা হাসপাতালের শিশু বিভাগের পরিকাঠামো উন্নয়নের নামে ভয় দেখিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠনের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা তুলে আত্মসাৎ করার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই উদয়নকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দিনহাটার প্রথম খণ্ড ভাংনি এলাকার বাসিন্দা রূপম সাহা শুক্রবার দিনহাটা থানায় ওই বিষয়ে উদয়ন সহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তার ভিত্তিতেই পদক্ষেপ পুলিশের। যদিও কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগের তদন্ত হচ্ছে। আইন মেনে সেসব মামলাতেও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। প্রয়োজনে গ্রেপ্তারও করা হতে পারে।' ফলে একটি মামলায় গ্রেপ্তার হলেও এখনই যে উদয়নের মুক্তি মিলবে না তা মোটামুটি স্পষ্ট। দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালীন আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেবার জন্য উপভোক্তাদের কাছ থেকে বাড়তি ২০ হাজার টাকা করে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে উদয়নের বিরুদ্ধে। তা নিয়ে হাইকোর্টে মামলাও চলছে। পুলিশ সেই মামলার ফাইল খুলে ফের তদন্ত শুরু করছে। এবার সেই মামলাতে পদক্ষেপ হবে বলেই পুলিশ সূত্রের খবর।

- বুধবার কলকাতার ফুলবাগানে মানিকতলা রোডের ফ্ল্যাট থেকে প্রাক্তন মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে দিনহাটা থানার পুলিশ
- খবর ছড়াতেই দিনহাটাজুড়ে উৎসব, মন্দিরে পুজো দিয়ে লাড্ডু বিলি
- সূত্রের খবর, শিশুমঙ্গল সমিতি নামে সংগঠন খুলে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়

গ্রেপ্তারির সময় বারবার জিজ্ঞাসা করা হলেও উদয়ন কোনও কথাই বলেননি। সেই সময় ফ্ল্যাটে ছিলেন তাঁর স্ত্রী শাশ্বতী গুহ। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলেন, 'মানুষটা অসুস্থ। তবুও ওকে নিয়ে যাচ্ছে। কেন নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ কিছুই বলেনি।' দিনহাটা রওনা হওয়ার পর কৃষ্ণনগরের একটি ধাবায় উদয়নকে নিয়ে খাওয়াদাওয়া করেন পুলিশকর্মীরা। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। উদয়নের গ্রেপ্তারির খবর ছড়াতেই দিনহাটাজুড়ে কার্যত উৎসব শুরু হয়ে যায়। দিনহাটা-২ ব্লকের সাহেবগঞ্জে ঢাকঢোল নিয়ে রাস্তায় মিছিল বের করেন বিজেপি সমর্থকরা। তাতে বহু স্থানীয় মানুষজন যোগ দেন। বামনহাট এলাকায় টোটোতে মাইক লাগিয়ে গ্রেপ্তারির খবর প্রচার করা হয় এবং হোলি খেলা শুরু হয়। আনন্দে সাহেবগঞ্জের বাসিন্দা সনাতন রায় স্থানীয় কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রসাদ বিলি করেন। তাঁর কথায়, 'যেভাবে মানুষকে অত্যাচার করেছেন উদয়ন, ভগবান ওকে সাজা দেওয়া শুরু করল।' এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত দিনহাটা শহরের মোড়ে মোড়ে উদয়নের গ্রেপ্তারিতে উৎসব হয়। কোথাও চলে হোলি খেলা কোথাও মিষ্টি বিতরণ। হাসপাতাল মোড়ের প্রবীর দাস মিষ্টি খাওয়ান পথচলতি মানুষদের। এরপর আটের পাতায়

শিশুমঙ্গলের নামে বেআইনি কারবার

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

করোনা অতিমারির চরম বিপর্যয় এবং মানুষের আতঙ্ককে ঢাল করেই তোলাবাজির ফাঁদ পাততে তৈরি করা হয়েছিল শিশুমঙ্গল সমিতি। সমিতি নিয়ে প্রতি পদে পদে উঠেছে প্রশ্ন। সমিতির নামে কোথাও রসিদ দিয়ে কোথাও রসিদ ছাড়াই তোলা হয়েছে টাকা। বেআইনিভাবে কয়েক মাস ধরে তাঁবু খাটিয়ে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে টাকা তুলেছেন উদয়ন গুহর অনুগামীরা। অভিযোগ, সমিতির তহবিলে টাকা দেওয়ার জন্য মহকুমাজুড়ে বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মীদের অলিখিত ফতোয়া দিয়েছিলেন উদয়ন গুহ এবং তাঁর অনুগামীরা। সেই ফতোয়ার জেরে ইচ্ছের বিরুদ্ধে টাকা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন বহু চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী বা সাধারণ মানুষ। মোট কত টাকা বাজার থেকে তোলা হয়েছিল তার কোনও হিসেব নেই কারও কাছেই। সবমিলিয়ে সেই টাকার পরিমাণ কয়েক কোটি হতে পারে বলেই দাবি করছেন শিক্ষক থেকে ব্যবসায়ী নানা মহলের মানুষজন।

২০২১ সালের মাঝামাঝি তৈরি হয়েছিল সমিতি। ওই বছর ২৭ জুন দিনহাটা শহরে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি সদনে মহকুমার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে প্রথম বড় বৈঠক করা হয়েছিল। সেই বৈঠক থেকেই ভয় দেখিয়ে টাকা দেওয়ার ফতোয়া দেওয়া হয় বলেই অভিযোগ তুলেছেন বহু শিক্ষক। টাকা আদায়ের জন্য যে রসিদ কিছু মানুষকে দেওয়া হয়েছিল তাতে সমিতির কোনও রেজিস্ট্রেশন নম্বরের উল্লেখ নেই। ২০২১-এর ১৩ অগাস্ট রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি ব্রিজিত সুচেতা কুজুর কোচবিহারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে একটি চিঠি পাঠান (মেমো নম্বর-এইচএফডব্লিউ-২৭০১১/১৮০/২০২১-এনএইচএম এসইসি-ডিইপিটি. অফ এইচ অ্যান্ড এফডব্লিউ/২৩৫৯)। তাতে লেখা হয়, উচ্চ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে শিশুমঙ্গল সমিতি সিএসআর (কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি) কার্যক্রম হিসাবে দিনহাটা হাসপাতালের শিশু বিভাগের উন্নয়নে কাজ করবে। তার জন্য সমিতির সম্পাদকের কাছে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা নিয়ে তা দপ্তরে পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয় মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে। সেইমতো ১৬-০৮-'২১ তারিখে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সমিতির সম্পাদককে চিঠি পাঠান (মেমো নম্বর-৪১২৮/১ (৮))। তাতেও সিএসআর-এর কথা উল্লেখ আছে। যে সংস্থার কোনও সরকারি অনুমোদন বা রেজিস্ট্রেশন নেই, সেই সংস্থাকে সরকারি নথিতে কীভাবে কর্পোরেট সংস্থা হিসাবে উল্লেখ করা হল তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। সরকারি ওই নথিকে সামনে রেখেই তোলাবাজি আরও জোরদার করা হয়েছে বলেই অভিযোগ। স্বাস্থ্য দপ্তরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদেরও তোলাবাজির মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করে পদক্ষেপ করার দাবি উঠেছে।

টাকা আদায়ের রসিদে সমিতির সহ সভাপতি হিসাবে নাম রয়েছে দিনহাটা হাসপাতালের সুপার রঞ্জিত মণ্ডলের। এদিন তিনি দাবি করেন, তাঁর অনুমতি না নিয়েই নাকি রসিদে তাঁর নাম ছাপা হয়েছে এবং টাকা তোলা বা খরচের ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। তিনি শুধুই সরকারি নির্দেশ পালন করেছেন। এরপর আটের পাতায়

গ্রেপ্তারির পর কোচবিহারে আসার পথে কৃষ্ণনগরে মধ্যাহ্নভোজ উদয়নের।

হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে পথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতায় বুধবার।

উচ্ছেদে আপাতত লাগাম

রিমি শীল ও অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ জুন : সিপিএমের আন্দোলনে আটকানো যায়নি। শেষপর্যন্ত রাজ্য সরকার ও রেলের বুলডোজার আটকে দিল হাইকোর্ট। আপাতত হকার উচ্ছেদে লাগাম টেনে দিল বুধবার। বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের নির্দেশে কোথাও জুন মাসে, কোথাও ৩১ জুলাই পর্যন্ত আর কোথাও উচ্ছেদ অভিযান করা যাবে না। উচ্ছেদের জন্য তিনি বেশ কিছু শর্ত বেঁধে দিয়েছেন রেলমন্ত্রককে। নিঃসন্দেহে রাজ্যের আনাচে-কানাচে অনেক অনেক হকার এই নির্দেশে স্বস্তি পাবেন।

তবে শিয়ালদা, হাওড়া, দমদম, যাদবপুর সহ বিভিন্ন রেলস্টেশন এলাকায় ইতিমধ্যে যাঁদের উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় থেকেই গেল। আদালত উচ্ছেদ অভিযানে রাশ টেনে দেওয়ার দিনই পথে নেমেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে হকারদের সরিয়ে দেওয়ার বিরোধিতা করে তাঁর নেতৃত্বে বুধবার কলকাতার রাজপথে মিছিল করে তৃণমূল। নির্বাচনি ভরাডুবির পর মমতা এর আগে মেট্রো চ্যানেলে ধর্নায় বসলেও মিছিল করলেন এই প্রথম।

তবে কুণাল ঘোষ, দোলা সেন, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় ছাড়া তৃণমূলের তেমন কোনও বড় নেতাকে মমতার সঙ্গে পা মেলাতে দেখা গেল না। মিছিলে লোকও ছিল হাতেগোনা। ধর্মতলার লেনিনমূর্তির পাদদেশ থেকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার পর্যন্ত মিছিলের পর পথসভা করার কথা থাকলেও সেটা হয়নি। মিছিল শেষে গাড়িতে উঠে চলে যান তৃণমূল নেত্রী। রাজ্যে পালাবদলের পর হকার উচ্ছেদের বিরোধিতায় পথে নেমেছিল বাম দলগুলি।

বুধবার হাইকোর্টেও উচ্ছেদের বিরোধিতায় জোরালো সওয়াল করেন বামপন্থী আইনজীবীরা। যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিকাশ ভট্টাচার্য ও ফিরদৌস শামিম। রেলের জমি থেকে উচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলার একসঙ্গে শুনানি হয়। অনেক হকারকে একসময় রেল বসার অনুমতি দিয়েছিল। তাঁদের সরাতে হলে রেলমন্ত্রককে আগাম নোটিশ দিয়ে জানাতে হবে বলে আদালত বুধবার নির্দেশ দেয়। এমনকি, উচ্ছেদের আগে বিকল্প জায়গার বিষয়টি বিবেচনা করে আদালতে জানানোর নির্দেশ দেন বিচারপতি ভট্টাচার্য।

পুনর্বাসনের দাবিতে পথে মমতা

শুধু তাই নয়, যেসব জায়গায় উচ্ছেদের নোটিশ ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে, সেই জমি আদৌ রেলের কি না- সেই প্রশ্নও তুলেছেন বিচারপতি। তিনি ওইসব জায়গার 'ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন' করে আদালতকে রিপোর্ট দিতে বলেন। হকারদের আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য শুনানির সময় অভিযোগ করেন, 'যেভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাতে মানুষের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে।' তাঁর কথায়, 'কেন্দ্র বা রাজ্য- কেউ এই অধিকার কেড়ে নিতে পারে না।'

আদালতকে বিকাশ বলেন, 'জীবনের অধিকার, কর্মসংস্থানের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ঠ্যালাগাড়িতে বা ঝুপড়ি দোকান করে হাজার হাজার পরিবার সংসার চালাতে বাধ্য হচ্ছে। এরপর আটের পাতায়

মনোরঞ্জনের বিরুদ্ধে পাওনা না মেটানোর নালিশ

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ১৭ জুন : এফআইআর যেন পিছু ছাড়ছে না মনোরঞ্জন দে'র। আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি হওয়ার পাশাপাশি মনোরঞ্জন তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতাও বটে। দীর্ঘদিন তিনি দাপটের সঙ্গে 'রাজত্ব' করেছেন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক সহ গোটা জেলাতেই। এবার রাজ্যে পালাবদলের পর মুখ খুলছেন স্থানীয়রা।

এবার তাঁর বিরুদ্ধে পাওনা না মেটানো ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ দায়ের হয়েছে সোনাপুর পুলিশ ফাঁড়িতে। মঙ্গলবার রাতে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম সিমলাবাড়ির বাসিন্দা নবাব আলি পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন। বুধবার প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের গ্রেপ্তারির প্রেক্ষিতে মনোরঞ্জনের নামে অভিযোগ দায়েরের বিষয়টি সামনে আসার পর এলাকায় চর্চা শুরু হয়েছে। সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি মিংমা শেরপা জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

- মনোরঞ্জন এবং তরুণ দত্ত নামে আরেক ব্যক্তি পশ্চিম শিমলাবাড়ি থেকে ডাম্পারবোঝাই করে বালি-পাথর আনাতেন
- অভিযোগ, সেই গাড়ি যাতায়াত করায় নবাবের জমির ফসল নষ্ট হয়েছে, তাঁর ক্ষতিপূরণ বাবদ ৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ছিল
- সেই টাকা দেওয়া হয়নি, বরং টাকা চাইতে গেলে উলটে হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ

নবাব আলি নামে পাতলাখাওয়ার আরেক বাসিন্দা যে অভিযোগ করেছেন, তাতে হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি পাওনা না মেটানোর অভিযোগও রয়েছে। পুলিশের কাছে জানানো হয়েছে মনোরঞ্জন এবং তরুণ দত্ত নামে আরেক ব্যক্তি পশ্চিম শিমলাবাড়ি থেকে ডাম্পারবোঝাই করে বালি-পাথর আনাতেন। সেই গাড়ি যাতায়াত করায় নবাবের জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। তাঁর ক্ষতিপূরণ বাবদ নবাবকে ৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অভিযোগ, সেই টাকা দেওয়া তো হয়ইনি, বরং টাকা চাইতে গেলে হুমকি দেওয়া হয়েছে।

তবে পুলিশের কাছে অভিযোগ করার পর নবাবের মোবাইল বন্ধ থাকায় এব্যাপারে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। অন্যদিকে, মনোরঞ্জনের দুটো ফোনই বন্ধ রয়েছে গত প্রায় দশদিন থেকে। তাঁর সঙ্গেও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।

রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হওয়ার পর বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল নেতাদের নামে মামলা হচ্ছে। এরপর আটের পাতায়

কাকতালীয় নাকি সময়ের খেলা! একদিনে মেসিকে ঘিরে দুই ঘটনা। মার্কিন মুলুকে কানসাস সিটির স্টেডিয়ামে নীল-সাদা ১০ নম্বর জার্সির জাদুকর নিজের ষষ্ঠ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে যা করলেন, তা রূপকথার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। অন্যদিকে, মেসির টিমের তরফে অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মেল এল পুলিশের কাছে।

অরূপকে দোষারোপ মেসির পরামর্শদাতার

কলকাতা, ১৭ জুন : প্রাক্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিড়ম্বনা বাড়ালেন খোদ ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি। গত ডিসেম্বরে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশৃঙ্খলার জন্য অরূপকেই দায়ী করল মেসির টিম। বিধাননগরের পুলিশ কমিশনারেটে মেল পাঠিয়ে ওই অভিযোগ করা হয়েছে। ওই ঘটনার তদন্তে পুলিশ ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রাক্তন মন্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু তিনি এখনও সাড়া দেননি। আপাতত রক্ষাকবচ দিলেও তদন্তে সহযোগিতা করার জন্য আদালতের নির্দেশকেও তিনি উপেক্ষা করেছেন।

পুলিশকে পাঠানো মেসির টিমের ই-মেল অরূপের তাই অস্বস্তি আরও বাড়াল। ওই ঘটনায় সেসময় আয়োজক শতদ্রু দত্তকে জেলে পুরেছিল রাজ্য সরকার। মেসির টিম অভিযোগ জানানোর পর শতদ্রুর বক্তব্য জোরালো হল বলে মনে করা হচ্ছে। মেলটি বিধাননগরের পুলিশ কমিশনারকে পাঠিয়েছেন মেসির টিমের একজন। যিনি গত ডিসেম্বরে মেসির ভারত সফরের সময় তাঁর অন্যতম পরামর্শদাতা ছিলেন।

ঠিক কী লিখেছেন তিনি মেলে? পুলিশ সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, গত ডিসেম্বরে অরূপ ঢোকার পরই যুবভারতীতে যাবতীয় বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হয় বলে মেসির ওই পরামর্শদাতা লিখেছেন। মাঠে নির্ধারিত সূচির বাইরে গিয়ে অরূপ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করেন বলেও ওই মেলে অভিযোগ করা হয়েছে। লেখা হয়েছে, বাংলার তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী বারবার আর্জেন্টিনার ফুটবল তারকাকে স্পর্শ করছিলেন। কখনও কাঁধে, কখনও কোমরে হাত রেখে জড়িয়ে ধরছিলেন।

অনুমতি না থাকলেও প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে অনেকে মাঠে ঢুকে গিয়েছিলেন বলেও মেসির পরামর্শদাতা মেলে উল্লেখ করেছেন। মাঠে মাত্র তিনজন ফোটোগ্রাফারের থাকার অনুমতি থাকলেও ছিলেন প্রায় ৪০ জন। এরপর আটের পাতায়

বয়সের হিসেব মুছে জাদুকরি হ্যাটট্রিক

আর্জেন্টিনা ৩ – ০ আলজিরিয়া
(লিওনেল মেসি ১৭', ৬০', ৭৬')

কানসাস সিটি, ১৭ জুন : কানসাস সিটির স্টেডিয়ামে যখন ধীরে ধীরে সূর্য ডুবছে, তখন আক্ষরিক অর্থেই একটা গোটা টুর্নামেন্টের আড়মোড়া ভাঙার শব্দ শোনা গেল। ফাঁকা গ্যালারির সারি, টিকিটের আকাশছোঁয়া দাম আর ইরানের প্রতি আয়োজকদের বৈষম্যমূলক আচরণ নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে কম কালি খরচ হয়নি। মনে হচ্ছিল, এবারের বিশ্বকাপটা যেন ফুটবলের চেয়ে বিতর্কের আখড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে বেশি। কিন্তু মঙ্গলবার বিকেলে নীল-সাদা ১০ নম্বর জার্সির সেই চেনা জাদুকর যখন সবুজ ঘাসে পা রাখলেন, সব নেতিবাচকতা যেন এক লহমায় হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ফুটবল আবার ফিরে পেল তার আসল স্পন্দন।

ম্যাচে নামার আগে একটা প্রবল মনস্তাত্ত্বিক চাপ কিন্তু ছিল। এই তো কয়েক ঘণ্টা আগে ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপে আর নরওয়ের আর্লিং হাল্যান্ড জোড়া গোল করে নিজেদের আগমনী বার্তা শুনিয়ে রেখেছেন। গত বিশ্বকাপে প্রায় সব পেয়েছির দেশে ওই এমবাপের কাছেই তো গোল্ডেন বুটটা খোয়াতে হয়েছিল লিওনেল মেসিকে। কিন্তু চাপ যত বাড়ে, এই লোকটার ভেতরের জাদুকর তত বেশি করে যেন পরশপাথর হয়ে ওঠেন। ৩৮ বছর বয়সে দাঁড়িয়ে, নিজের ষষ্ঠ বিশ্বকাপে (ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ঠিক একদিন আগে এই রেকর্ড ছুঁয়ে) এবং দেশের হয়ে ২০০তম ম্যাচে তিনি যা করলেন, তা স্রেফ রূপকথার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।

আলিজরিয়ার গোলপোস্টের নীচে এদিন দাঁড়িয়েছিলেন স্বয়ং জিনেদিন জিদানের ছেলে লুকা জিদান। ভাঙা চোয়াল নিয়ে বিশাল এক মাস্ক পরে মাঠে নেমেছিলেন তিনি। কিন্তু ১৭ মিনিটে যখন ২৫ গজ দূর থেকে মেসির সেই বাঁ পায়ের ট্রেডমার্ক কার্লিং শট লুকার হাত ছুঁয়ে জালে জড়াল, কানসাস সিটির গ্যালারি ফেটে পড়ল বাঁধভাঙা উল্লাসে। আর ঠিক তখনই দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য! প্রথম গোলটার পর মেসির চোখে জল। দু'দশক ধরে বিশ্ব শাসন করা এক কিংবদন্তি যেন এই প্রথমবার গোল করার আনন্দে কাঁদছেন। ম্যাচ শেষে এই আবেগের কারণ বোঝাতে গিয়ে তিনি নিজেই বলছিলেন, 'আমার যা স্বপ্ন ছিল, তার চেয়েও অনেক বেশি আমি পেয়েছি। এখন যা কিছু ঘটছে, সবটাই বোনাস। আমি শুধু মাঠে এই সময়টাকে, এই চমৎকার দলটাকে উপভোগ করতে চাই।' এই দর্শন যেন মনে পড়িয়ে দেয় টেনিস কোর্টের রাফায়েল নাদালকে। সব জেতার পরেও নাদাল যেমন শুধু খেলার প্রতি এক অমোঘ ভালোবাসা থেকে বারবার ফিরে আসেন, মেসিও এখন সেই একই ভালোবাসার প্রতিমূর্তি।

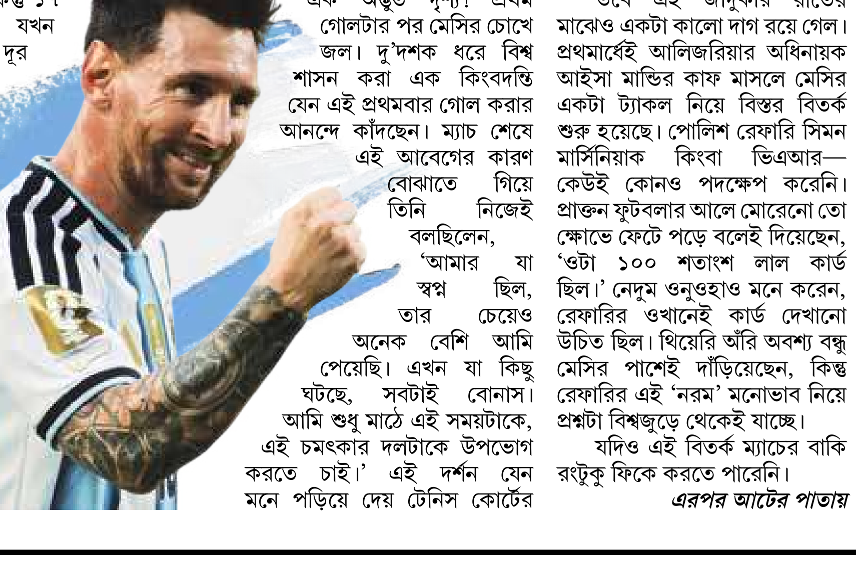

তবে এই জাদুকরি রাতের মাঝেও একটা কালো দাগ রয়ে গেল। প্রথমার্ধেই আলিজরিয়ার অধিনায়ক আইসা মান্ডির কাফ মাসলে মেসির একটা ট্যাকল নিয়ে বিস্তর বিতর্ক শুরু হয়েছে। পোলিশ রেফারি সিমন মার্সিনিয়াক কিংবা ভিএআর— কেউই কোনও পদক্ষেপ করেনি। প্রাক্তন ফুটবলার আলে মোরেনো তো ক্ষোভে ফেটে পড়ে বলেই দিয়েছেন, 'ওটা ১০০ শতাংশ লাল কার্ড ছিল।' নেদুম ওনুওহাও মনে করেন, রেফারির ওখানেই কার্ড দেখানো উচিত ছিল। থিয়েরি অঁরি অবশ্য বন্ধু মেসির পাশেই দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু রেফারির এই 'নরম' মনোভাব নিয়ে প্রশ্নটা বিশ্বজুড়ে থেকেই যাচ্ছে।

যদিও এই বিতর্ক ম্যাচের বাকি রংটুকু ফিকে করতে পারেনি। এরপর আটের পাতায়

সোহমের জামিনের আবেদন খারিজ

বালুরঘাট, ১৭ জুন : অভিনেতা তথা প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া প্রতারণা ও হুমকির মামলায় বড় ধাক্কা। বুধবার বালুরঘাট জেলা আদালতে মামলার শুনানিতে তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করেন বিচারক মানস বসু। স্বস্তিতে অভিযোগকারী প্রযোজক তরুণ দাস। তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিন টাকা ফেরত চেয়েও কোনও সাড়া পাইনি। উলটে হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে। আদালতের সিদ্ধান্তে আমি আশ্বস্ত।'

তরুণের দাবি, সোহমের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করেও কোনও সুরাহা মেলেনি। অভিযোগকারী জানান, গত ১৯ মে সোহমের ম্যানেজারের মাধ্যমে তাঁকে ডাকা হয়েছিল অভিনেতার বাড়িতে। সেখানে টাকা ফেরতের দাবি জানালে তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়।

এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। মামলার প্রেক্ষিতে বুধবার আদালতে অভিনেতার পক্ষ থেকে আগাম জামিনের আবেদন জানানো হয়। তবে উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালত সেই আবেদন খারিজ করে দেয়।

সোহমের আইনজীবী শেখর দাশগুপ্ত বলেন, 'আমরা ওই অর্ডার কপি হাতে পাওয়ার পরে আগামী পদক্ষেপ ঠিক করব।'

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice of Inviting Tender
Bid reference no. WBMSCL/NIT-536/2026, Dated-16/06/2026
Setting up the establishment of Skills Laboratory & Computer assisted Laboratory (CAL) - SITC of air conditioning system & El works at Malda Medical College & Hospital, Malda. 2nd Call. Last date of submission of bid (online) - 04.07.2026 up to 02.00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbtenders.gov.in on or after 19.06.2026 at 12.00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to info@wbmsc.gov.in Sd/- Managing Director, WBMSCL. ICA-T10382(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-N.I.T No -WBIW/EE/JID/e-NIT-04(e)/2026-27
Online e-tender for 01(One) no works under SDS (M) is hereby invited by the Executive Engineer, Jalpaiguri Irrigation Division, I & W Dte. Club Road, Jalpaiguri on behalf of the Governor of the state of West Bengal, from the eligible, bonafide, reliable, resourceful contractors having necessary similar type credential & financial Capacity for execution of Similar Nature of works of 30% of amount put to tender within last five years. **Bid submission Start date on 16.06.2026 at 12:30 Hrs. Bid submission End date on 23.06.2026 at 12:30 Hrs.** Further Details Please Visit- wbetenders.gov.in Sd/- P.MANDAL, Executive Engineer, Jalpaiguri Irrigation Division, Club Road, Jalpaiguri. ICA-T10389(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid reference no. WBMSCL/NIT-522/2026, Dated – 16/06/2026. West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for Comprehensive Maintenance Contract of the existing STP, WTP, Water Supply System (WSS), RO Plant and Borewell (including consumables, spare parts etc.) for Islampur Super Speciality Hospital under the jurisdiction of WBMSCL for a period of 1 (one) year Last date of submission of bid (online) – 29.06.2026 up to 12:00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.wbtenders.gov.in on or after 19.06.2026 at 11.00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to ee2msc.hfw-wb@gov.in Sd/-Managing Director, WBMSCL & Sr. Special Secretary, H&FWD. ICA-T10379(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W.(Roads) Directorate invites Electronic Tender Notice No.- 02 of 2026-27 of Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division. Name of Work: 1. Emergent repairing of Makdampur to Bhatol Road, from 6.85 Km to 12.00 Km (in stretches) under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur during the year 2026 -2027. Tender ID: 2026_WBPWD_5015608_1. Estimated Amount: Rs. 9,89,915.00 2. Rehabilitation of Bridge at 2nd Km of Makdampur Bhatol Road under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur during the year 2026-2027. Tender ID: 2026_WBPWD_5015608_2. Estimated Amount: Rs. 19,33,712.00 Bid Submission start date (online) on 22.06.2026 from 10.00 AM (for work Sl-1 & 2), Closing date of Bid Submission on 29.06.2026 up to 5.00 PM for Work Sl-1 and 06.07.2026 up to 5.00 PM for Work Sl-2 respectively. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details may be seen from the following website- http://etender.wb.nic.in Sd/- Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W.(Roads) Directorate. ICA-T10447(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
Tender ID- 2026_WBPWD_5015607_1. AE, PWD, Siliguri Electrical Sub-Division –II, invites Online tender for the work of Repair and renovation of Electrical works at Auditorium Stage and false ceiling i.r.o College of Nursing, NBMCH, Sushrutanagar, Darjeeling (1) Bid Submission start date):17.06.2026 at 10:00 Hrs. Bid Submission closing date 30.06.2026 at 12:30 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ/NIT documents may be downloaded from: www.wbtenders.gov.in Sd/-Assistant Engineer, PWD siliguri Electrical Sub Division-II. ICA-T10451(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer (P.W.D), Jalpaiguri Division, Jalpaiguri invites online tender for the work of Sl no: 02 Engagement of an Inspection Vehicle (diesel driven) on a monthly hiring basis for the official use of the Assistant Engineer, Circuit Bench Sub Division, PW Dte Jalpaiguri." Tender Id: 2026_PWD_5014289_2. NIeQ No 03 of 2026_27 (1st call) Sl no : 01. Bid submission closing date(online): 29-06-2026 at 12:30 Hrs. Technical Opening date (online) : 01-07-2026 at 12.30 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, JALPAIGURI DIVISION, PWD. ICA-T10457(2)/2026

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিইই(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোস্ট অফিস : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন খ্যাতনামা, সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৪০, তারিখ : ১৬.০৬.২০২৬। কাজের নাম :** ৩ (তিন) বছর সময়কালের জন্য মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন অবস্থানে উইন্ডো রুম এয়ার কন্ডিশনার, স্প্লিট এয়ার কন্ডিশনার ও ওয়াটার কুলার সহ মরচুয়ারি, রেফ্রিজারেটর-এর সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যমান :** ৮৮,৫৯,৫৭৪.১৯ টাকা। **বায়নামূল্য:** ১,৭৭,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় :** ২৪.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে ০৮.০৭.২০২৬-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশবোর্ড: www.ireps.gov.in** এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে অফিস/মালদা। টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। (MLD-98/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
Tender ID- 2026_WBPWD_5015596_1. AE, PWD, Siliguri Electrical Sub-Division –II, invites Online tender for the work of Electrical work for replacement of old drained out battery by new SMF battery incl. Re-commissiong of 1 nos. of 20 KVA online UPS (Make- Legrand) installed at Gynae OT/Labour OT inside North Bengal Medical College and Hospital,Dist- Darjeeling. (2ND CALL) (1) Bid Submission start date):17.06.2026 at 10:00 Hrs. Bid Submission closing date 30.06.2026 at 12:30 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ/NIT documents may be downloaded from: www.wbtenders.gov.in Sd/-Assistant Engineer, PWD siliguri Electrical Sub Division-II. ICA-T10450(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, PWD, Falakata Sub Division invites online e-tender for the work of NIET no. 01 of 2026-27 of AE/PWD/FKTDSD. Urgent Installation of water tank with pipe line and construction of septic tank, soak well etc. for easy functioning of OPD toilet with others ancillary works at Birpara state General Hospital during the 2026-27. Tender ID:- 2026_WBPWD_5015567_1. Estimated Amount Rs. 2,66,094.00. Bid submission start date (online): 20.06.2026 from 02.00 P.M. Bid submission closing date (online): 27.06.2026 up to 03.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIET & Tender documents may be downloaded from http://wbtender.gov.in Sd/- AE, PWD, Falakata Sub Division ICA-T10449(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridged Notice Inviting e-Tender
Abridged e-N.I.T No.:- WBIW/EE/TCD-I /e-NIT-01/2026-2
e-Tenders are invited for the following works : Name of work : 1. Maintenance and repair at both bank of Dy-1R of DNMC in between ch. 0.00 km to 4.260 km of TCSD-IV under TCD-I in Block & PS-Chopra, Dist-Uttar Dinajpur for boro, Rabi & Kharif Irrigation. **Amount put to Tender ₹ 135275/-** 2. Maintenance and repair at both bank of Dy-2L of DNMC in between ch. 0.00 km to 7.65kmofTCSD-IVunderTCD-I in Block& PS-Chopra, Dist-Uttar Dinajpur for boro, Rabi & Kharif Irrigation. **Amount put to Tender ₹ 163596/-** 3. Maintenance and repair at both bank of DNMC in between ch.0.00 km to 10.21 km of TCSD-IV under TCD-I in Block & PS-Chopra, Dist-Uttar Dinajpur for boro, Rabi & Kharif Irrigation. **Amount put to Tender ₹ 290848/-** Bid submission end date 29.06.2026 & Time up to 10:30 Hrs. For further details of N.I.T. please visit e-tendering direct website http://wbtenders.gov.in and departmental website www.wbiwd.gov.in and also in the Office of the Executive Engineer, Teesta Canal Division No-I, Teesta Pally, Islampur, Uttar Dinajpur. Sd/- Executive Engineer, Teesta Canal Division No-I Islampur, Uttar Dinajpur. ICA-T10390(2)/2026

NOTICE
Applications are invited from the students belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe who are undergoing different Higher Secondary/ undergraduate course in Siliguri Sub-Division into following Girls' Hostels being run by the Backward Classes Welfare Department and Tribal Development Department, Govt. of West Bengal.
1. Central Hostel for ST Girls at Champasari, P.O. Champasari, Siliguri, Dist. Darjeeling
2. B.J.R.C.Y Hostel for SC Girls at Jyoti Nagar, P.O. Phansidewa, Dist. Darjeeling
3. B.J.R.C.Y Hostel for SC Girls at Naxalbari, P.O. Naxalbari, Dist. Darjeeling
Application forms are available the following places :
1) Office of the P.O.-cum-D.W.O., BCW & TD, Shibmandir, P.O-Kadamtala, Pin 704011
2) Office of the SDO, Siliguri, Vivekananda Bhavan, Siliguri
3) All BDO Offices under Siliguri Sub-Division
4) Concerned Girls Hostels
This apart application form is also available at the district website : **darjeeling.gov.in.** Application form should be submitted along with necessary documents at concerned Girls' Hostel. Last Date of submission of application form is : 31.07.2025 (upto 4 P.M.)
Sd/-
Project Officer-cum-D.W.O.
B.C.W. & T.D., Siliguri

F. No. BN/2-R/Auction/Hasimara/354
Govt. of India, Min. of Defence,
Defence Estates Office, Siliguri Circle
Sevoke Road, Siliguri, West Bengal, PIN-734001
Ph: 0353-2436418
E- AUCTION NOTICE
The intending bidders are invited to participate in E-Auction for cutting and removal of **354** Nos. of standing green/dry trees of various species at Air Force Station Hasimara, Alipurduar Dist., West Bengal through E-Auction portal **(www.eauction.gov.in) on 02.07.2026** between **09:00 hours on 17:00 hours.**
The intending bidders are requested to visit the above mentioned E-Auction website and follow the instructions for creating/registering profile for bidding. Terms and conditions of the sale are available in the Public Auction Notice. The participants may download the same from the website mentioned above and submit a Demand Draft/ Banker's Cheque for **Rs 1,27,050/-** (Rupees One lakh twenty saven Thousand Fifty only) in favour of **Defence Estates Officer, Siliguri Circle** as Earnest Money Deposit to this office for participating the auction, failing which they will not be allowed to participate in the auction. Bid auto extension will be 10 minutes.
BN/2-R/Auction/Hasimara/354/29
Station: Siliguri.
Dated: 16 June, 2026
Kunal Rohilla, **IDES**
Defence Estates Officer
Siliguri Circle

F. No. BN/2-R/Auction/Hasimara/55/I
Govt. of India, Min. of Defence,
Defence Estates Office, Siliguri Circle
Sevoke Road, Siliguri, West Bengal, PIN-734001
Ph: 0353-2436418
E- AUCTION NOTICE
The intending bidders are invited to participate in E-Auction for cutting and removal of **37** Nos. of standing trees of various species at Air Force Station Hasimara, Alipurduar Dist., West Bengal through E-Auction portal **(www.eauction.gov.in) on 03.07.2026** between **09:00 hours on 17:00 hours.**
The intending bidders are requested to visit the above mentioned E-Auction website and follow the instructions for creating/registering profile for bidding. Terms and conditions of the sale are available in the Public Auction Notice. The participants may download the same from the website mentioned above and submit a Demand Draft/ Banker's Cheque for **Rs 15,150/-** (Rupees Fifteen Thousand One Hundred Fifty only) in favour of **Defence Estates Officer, Siliguri Circle** as Earnest Money Deposit to this office for participating the auction, failing which they will not be allowed to participate in the auction. Bid auto extension will be 10 minutes.
BN/2-R/Auction/Hasimara/55/I/34
Station: Siliguri.
Dated: 16 June, 2026
Kunal Rohilla, **IDES**
Defence Estates Officer
Siliguri Circle

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫০২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৪৮৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৪৮৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

NOTICE INVITING e-TENDER
N.I.e.T. No. WB/APD-I/ BDO-ET/01/2026-27, Dt.11/06/2026, Last date and time for bid submission-02/07/2026 at 18.00 hours. For more information please visit : www.wbetenders.gov.in
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar-I Development Block
Panchkolguri :: Alipurduar

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
1) Bid ref. no. - NIT Ref. No.:-WBMSCL/ NIT-514/2026, Dated-16/06/2026
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for the work "Annual maintenance for Civil and Sanitary & Plumbing works at Falakata (G+4) Super Speciality Hospital for a period of 2 years." Last date of submission of bid (online)-02.07.2026 upto 3:00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.wbtenders.gov.in on 18.06.2026 at 11:00 A.M. request for Clarification, if any, may be sent to eewbmscl.krishnajit@gmail.com Sd/- General Manager, WBMSCL, Additional Secretary to the Govt. of West Bengal. ICA-T10376(3)/2026

কিডনি চাই
AB+ কিডনিদাতা চাই। সহৃদয় ব্যক্তি সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। বয়স ৩০-৪৫ এর মধ্যে। (M) 8597584843 (C/122373)

বিক্রয়
কোচবিহার জেলার অন্তর্গত তুফানগঞ্জের ছাটারামপুরে ০.১৭ শতক জমি (খতিয়ান- ৮৬১) বিক্রি হইবে। অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। ধনকুমার রাভা, ছাটারামপুর, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার। মোঃ ৯৬৩৫৪১৪৬১৭. (D/S)

অ্যাফিডেভিট
DL No- WB7119850911896-এ আমার নাম ভুল থাকায় 22/05/2026 তারিখে E.M. Jalpaiguri কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে Pradip Das এবং Pradip Kumar Das এক ও অভিন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম। (C/121596)

রঙিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ২০-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৬-২৭, তারিখ : ১৫-০৬-২০২৬; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **ক্রম নং : ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :** নিউ বঙাইগাঁও-এলসি গেট নং ১৪৯ থেকে নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ এবং এসটিসি পর্যন্ত পিসিসি/আরসিসি (এম-৩০ গ্রেড) রাস্তা নির্মাণের প্রস্তাব। **টেন্ডার মূল্য:** ৩,৮০,৩৭,৮৭৭.৫৯/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৭,৬০,৮০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৬-০৭-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার **খোলার** সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

চারটি মানবনিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং লেভেল ক্রসিং গেটের ইন্টারলকিং
টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/২৪ অফ ২০২৬ তারিখ: ১৫-০৬-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- **টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** কাটিহার মণ্ডলে টিভিইউ ১৫০,০০০ সহিত চারটি মানবনিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং লেভেল ক্রসিং গেটের ইন্টারলকিং। **টেন্ডার রাশি:** ১,৯৩,৮৪,০৮৯.৯৩/- টাকা। **বায়না রাশি:** ৩,৮৭,৭০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ১৪-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র আগামী ১৪-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ)/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার জংশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ
টেন্ডার নোটিশ নম্বর : এপি-ইএল-টিআরডি-০১-২৬-২৭; তারিখ: ১৫-০৬-২০২৬, নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম:** নিউ চাংড়াবান্ধা স্টেশনে ওএইচই পরিবর্তন কাজের সাথে সম্পর্কিত ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ "নিউ চাংড়াবান্ধায় ময়নাগুড়ি রোড প্রান্তে ক্রসওভার প্রদানের মাধ্যমে সরাসরি রিসেপশনের ব্যবস্থা করা।" **টেন্ডার মূল্য:** ১,৩৪,৮৮,৬১৬.৩০/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,৬৯,৮০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৬-০৭-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই/টিআরডি (ওপি এন্ড জিএস), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পার্কিং চুক্তির লাইসেন্স প্রদানের জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ
আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে দিনহাটা (ডিএইচএইচ), মাল বাজার (এমএলবিজেড), টুফানগঞ্জ (টিএফজিএন), গোসাইগাঁও হাট (জিওজিএইচ), চ্যাংরাবান্ধা (সিবিডি), কামাখ্যাগুড়ি (কেএএমজি)-এ দ্বিতীয় এন্ট্রি, নিউ ময়নাগুড়ি (এনএমএক্স) এবং কোচ বিহার স্টেশনগুলিতে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.:** সি-এপি-পার্ক-৫১-৮, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট):** ২৯-০৬-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়:** ২৯-০৬-২০২৬ তারিখের ১২.৪০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিন : ১০৯৬।

এসআইডি নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরন
৫৫/১	পার্কিং-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-এমএক্স-২৪-২৬-২ (পার্কিং-মিক্সড)	দিনহাটা রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন, চার এবং তদুর্ধ চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং স্ট্যান্ড পরিচালনা।
৫৫/২	পার্কিং-এপিডিজে-এমএলবিজেড-এমএক্স-৩২-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান মালবাজার-এ দুই চাকা, তিনি চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট।
৫৫/৩	পার্কিং-এপিডিজে-টিএফজিএন-এমএক্স-৪১-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	টুফানগঞ্জ-এ দুই চাকা, তিনি চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট।
৫৫/৪	পার্কিং-এপিডিজে-জিওজিএইচ-এমএক্স-১৩-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড)	গোসাইগাঁও হাট রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিনি এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং স্ট্যান্ড।
৫৫/৫	পার্কিং-এপিডিজে-সিবিডি-এমএক্স-৩৬-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	চ্যাংরাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকা, তিনি চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট।
৫৫/৬	পার্কিং-এপিডিজে-কেএএমজি-এমএক্স-৩৯-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের দ্বিতীয় প্রবেশপথে দুই, তিন, চার এবং তদুর্ধ চার চাকার গাড়ির জন্য মিক্সড পার্কিং স্ট্যান্ড পরিচালনা।
৫৫/৭	পার্কিং-এপিডিজে-এনএমএক্স-এমএক্স-১৪-২৫-২ (পার্কিং-মিক্সড)	নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন প্রাঙ্গণে প্রবেশপথের ডানদিকে দুই চাকা, তিন চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট।
৫৫/৮	পার্কিং-এপিডিজে-সিওবি-এমএক্স-১৬-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড)	কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন, চার এবং তদুর্ধ চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং স্ট্যান্ড পরিচালনা।

উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ই-নিলাম লিজিং মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

গুয়াহাটির কামাখ্যা মন্দিরে অম্বুবাচী মেলা উপলক্ষে স্পেশাল ট্রেনের সময়সূচী
পুণ্যার্থীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে গুয়াহাটির কামাখ্যা মন্দিরে আগামী ২২-০৬-২০২৬ থেকে ২৫-০৬-২০২৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে চলা অম্বুবাচী মেলা উপলক্ষে স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্পেশাল ট্রেনের বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

ট্রেন নম্বর ০৫৪৪৪ আলিপুরদুয়ার জং. থেকে ২০-০৬-২৬ থেকে ২২-০৬-২৬ এবং ২৪-০৬-২৬ থেকে ২৭-০৬-২৬ পর্যন্ত (প্রতিদিন) = ০৭টি ট্রিপ			ট্রেন নম্বর ০৫৪৪৫ কামাখ্যা থেকে ২০-০৬-২৬ থেকে ২২-০৬-২৬ এবং ২৪-০৬-২০২৬ থেকে ২৭-০৬-২০২৬ পর্যন্ত (প্রতিদিন) = ০৭টি ট্রিপ	
আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
—	০৯:৫০	আলিপুরদুয়ার জং.	০৪:১৫	—
১০:০২	১০:০৪	আলিপুরদুয়ার	০৩:৫৬	০৩:৫৮
১০:৩৮	১০:৪৩	নিউ কোচবিহার	০৩:৩০	০৩:৩২
১০:৫৮	১১:০০	নিউ বাণেশ্বর	০৩:১৭	০৩:১৯
১১:২০	১১:২২	নিউ আলিপুরদুয়ার	০৩:০৫	০৩:০৭
১১:৪৩	১১:৪৫	কামাখ্যাগুড়ি	০২:৪০	০২:৪২
১২:১০	১২:১২	গোসাইগাঁও হাট	০২:১২	০২:১৪
১২:২৪	১২:২৬	ফকিরাগ্রাম জং.	০১:৪৮	০১:৫০
১২:৪০	১৪:৪২	কোকরাঝাড়	০১:৩৫	০১:৩৭
১৩:১০	১৩:১২	বাসুগাঁও	০১:১২	০১:১৪
১৩:৫৫	১৪:০৫	নিউ বঙ্গাইগাঁও	০০:১৫	০০:২৫
১৪:২৮	১৪:৩০	বিজনী	২৩:২৬	২৩:২৮
১৫:০০	১৫:০২	বরপেটা রোড	২২:৪৬	২২:৪৮
১৫:৩০	১৫:৩২	পাঠশালা	২২:১৫	২২:১৭
১৬:২৩	১৬:২৫	নলবাড়ি	২১:৩৩	২১:৩৫
১৬:৫০	১৬:৫২	রঙিয়া	২১:১০	২১:১২
১৮:১৫	১৮:১৭	চাংসারি	২০:৩০	২০:৩২
১৯:০০	—	কামাখ্যা	—	২০:০০

কামরার বিন্যাস : স্লিপার ক্লাস/জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস (বারো), এসএলআর (দুই) = ১৪টি আইসিএফ কোচ।
জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

গুয়াহাটির কামাখ্যা মন্দিরে অম্বুবাচী মেলা উপলক্ষ্যে ওয়ান ওয়ে বিশেষ রেলের চলাচল
গুয়াহাটির কামাখ্যা মন্দিরে আগামী ২২-০৬-২০২৬ তারিখ থেকে ২৫-০৬-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আয়োজিত হওয়া অম্বুবাচী মেলা উপলক্ষ্যে ভক্তের অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার অর্থে বিশেষ রেল (টিওডি) চালানোর জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই বিশেষ রেলটির (টিওডি) বিস্তৃত তথ্য নিয়ম্নুসারে দেওয়া হল:
১৯-০৬-২০২৬ তারিখে রেল নং. ০৫৬৬১ কামাখ্যা-আলিপুরদুয়ার জংশন ওয়ান ওয়ে অসংরক্ষিত বিশেষ রেল (টিওডি) – ০১ ট্রিপ

স্টেশন	আগমন	প্রস্থান	দিন
কামাখ্যা	---	২০.০০	১৯-০৬-২০২৬
চাংসারি	২০.৩০	২০.৩২	
রঙিয়া	২১.১০	২১.১২	
নলবাড়ি	২১.৩৩	২১.৩৫	
পাঠশালা	২২.১৫	২২.১৭	
বরপেটা রোড	২২.৪৬	২২.৪৮	
বিজনী	২৩.২৬	২৩.২৮	
নিউ বঙাইগাঁও	০০.১৫	০০.২৫	২০-০৬-২০২৬
বাসুগাঁও	০১.১২	০১.১৪	
কোকরাঝার জংশন	০১.৩৫	০১.৩৭	
ফকিরাগ্রাম জংশন	০১.৪৮	০১.৫০	
গোসাইগাঁও হাট	০২.১২	০২.১৪	
কামাখ্যাগুড়ি	০২.৪০	০২.৪২	
নিউ আলিপুরদুয়ার	০৩.০৫	০৩.০৭	
নিউ বাণেশ্বর	০৩.১৭	০৩.১৯	
নিউ কোচবিহার	০৩.৩০	০৩.৩২	
আলিপুরদুয়ার	০৩.৫৬	০৩.৫৮	
আলিপুরদুয়ার জংশন	০৪.১৫	---	

গঠন: স্লীপার শ্রেণী/ সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (বারোটি), এসএলআর (দুটি) = ১৪ টি আইসিএফ কোচ।
মহাপ্রবন্ধক (অপারেশন)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের পরিচালন এবং ব্যবস্থাপনার জন্যে ই-নিলাম
গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের পরিচালন এবং ব্যবস্থাপনার জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিট: বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিন: ১০৯৬।
অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. জিএইচওয়াই-পিএনইউ-০১-২০২৬

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
৫৫/১	পিএনইউ-এলএমজি-জিএইচওয়াই-টিওআই-৮০-২৬-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম - ১ এবং চতুর্দিকের এলাকায় পে এণ্ড ইউজ টয়লেট

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ৩০-০৬-২০২৬ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায় এবং **বন্ধ হওয়ার সময়:** ১১.৩০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারেন। **টোকা:** বিস্তৃত তথ্যের জন্য প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক, গুয়াহাটি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কামাখ্যা মন্দির, গুয়াহাটিতে অম্বুবাচী মেলা উপলক্ষে স্পেশাল ট্রেন চলাচল
কামাখ্যা মন্দির, গুয়াহাটিতে **অম্বুবাচী মেলা** উপলক্ষে ২২-০৬-২০২৬ থেকে ২৫-০৬-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্পেশাল ট্রেনের বিস্তারিত নিম্নে বর্ণিত:

ট্রেন নং. ০৫৭৮০ নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ২০-০৬-২০২৬ এবং ২৭-০৬-২০২৬ = ২টি ট্রিপ (প্রত্যেক শনিবার)				ট্রেন নং. ০৫৭৭৯ কামাখ্যা থেকে ২১-০৬-২০২৬ এবং ২৮-০৬-২০২৬ = ২টি ট্রিপ (প্রত্যেক রবিবার)		
দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
শনি	—	২০.০০	নিউ জলপাইগুড়ি	২০.১৫	—	রবি
	২০.৫০	২০.৫২	রাণীনগর জলপাইগুড়ি	১৮.১৫	১৮.১৭	
	২১.০০	২১.০২	জলপাইগুড়ি রোড	১৭.৩২	১৭.৩৪	
	২১.২২	২১.২৪	নিউ ময়নাগুড়ি	১৭.১০	১৭.১২	
	২১.৪৪	২১.৪৬	ধূপগুড়ি	১৬.৪০	১৬.৪২	
	২২.০৬	২২.০৮	ফালাকাটা	১৬.১০	১৬.১২	
	২২.৪৮	২২.৫০	নিউ কোচবিহার	১৫.২৫	১৫.৩০	
	২৩.১০	২৩.১২	নিউ আলিপুরদুয়ার	১৪.৫৬	১৪.৫৮	
	২৩.৩২	২৩.৩৪	কামাখ্যাগুড়ি	১৪.৩২	১৪.৩৪	
	২৩.৫৬	২৩.৫৮	গোসাইগাঁও হাট	১৪.১০	১৪.১২	
রবি	০০.২৩	০০.২৫	ফকিরাগ্রাম জং.	১৩.৩৯	১৩.৪১	
	০০.৩৮	০০.৪০	কোকরাঝাড়	১৩.২৫	১৩.২৭	
	০১.৩০	০১.৪০	নিউ বঙ্গাইগাঁও	১২.৪০	১২.৫০	
	০২.৩০	০২.৩২	বরপেটা রোড	১১.১৫	১১.১৭	
	০২.৫২	০২.৫৪	পাঠশালা	১০.৪৮	১০.৫০	
	০৩.৪০	০৩.৪২	নলবাড়ি	০৯.৩০	০৯.৩২	
	০৫.১২	০৫.১৪	রঙিয়া	০৯.০৫	০৯.০৭	
	০৬.০৫	০৬.০৭	চাংসারি	০৮.৩০	০৮.৩২	
	০৭.১৫	—	কামাখ্যা	—	০৮.০০	

গঠন: সাধারণ শ্রেণি (বিশ), ব্রেক, লাগেজ কাম জেনারেটর কার (এক) এবং এসএলআরডি (এক)= ২২টি এলএইচবি।
জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন্স)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নিজের বুদ্ধিবলে পারিপার্শ্বিক শত্রুদের মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন। আধ্যাত্মিক চিন্তায় আগ্রহ বাড়বে। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। বৃষ : আয়ের রাস্তা সুগম হবে। আমদানি রপ্তানি ব্যবসায় মুনাফা। কোনও কাগজপত্র বাইরের কাউকে দেখাতে যাবেন না। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। মিথুন : পারিবারিক কারণে বাসস্থান পরিবর্তন করতে হতে পারে। কোনও প্রভাবশালী লোকের দ্বারা উপকৃত হবেন। নিজের বাড়ি কেনার স্বপ্নপূরণ হবে। কর্কট : উচ্চরক্তচাপের রোগী হলে সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। প্রেমের সম্পর্ক বাড়িতে মেনে নিতে পারে। সিংহ : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন, মানসিক শান্তি পাবেন। পাওনা আদায় নিয়ে কারও সঙ্গে জোরাজুরি করতে যাবেন না। কন্যা : কাউকে যেচে টাকা দিয়ে সাহায্য করে অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। জমি, বাড়ি নিয়ে পারিবারিক সমস্যা মিটে যেতে পারে। তুলা : সংসারের কাজে বেহিসেবি খরচ করে চিন্তা বাড়বে। বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। সন্ধের পর বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে আনন্দ। বৃশ্চিক : আজ যে বিষয়েই খুব মেপেজুখে কথাবার্তা বলুন। ব্যবসায় বুঝেশুনে বিনিয়োগ করুন। আধ্যাত্মিক আলোচনায় মনে শান্তি পাবেন। ধনু : কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে সমাজে প্রশংসিত হবেন। লটারিতে আজ ভালো অর্থপ্রাপ্তির যোগ দেখা যায়। মকর : কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে আটকে যেতে পারে পদোন্নতি। বহুদিন ধরে চলা কোনও মামলার নিষ্পত্তি আজ হতে পারে। কুম্ভ : ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখতে পারলে লাভবান হবেন। অচেনা কোনও ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবসায়িক আলোচনা একদম নয়। মীন : বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে খরচ বাড়বে। ধর্মীয় কাজে যোগ দিয়ে মানসিক শান্তি পাবেন। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ আষাঢ় ১৪৩৩, ভাঃ ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৮ জুন ২০২৬, ৩ আহার, সংবৎ ৪ জ্যৈষ্ঠ সুদি, ২ মহরম। সূঃ উঃ ৪।৫৫, অঃ ৬।২১। বৃহস্পতিবার, চতুর্থী রাত্রি ১২।০। পুষ্যানক্ষত্র অপরাহ্ণ ৪।৩৬। ব্যাঘাতযোগ রাত্রি ১১।১। বণিজকরণ দিবা ১।০ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১২।০ গতে ববকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, অপরাহ্ণ ৪।৩৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, রাত্রি ১২।০ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৩।০ গতে ৬।২১ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩৮ গতে ১২।৫৮ মধ্যে। যাত্রা- শুভ দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, অপরাহ্ণ ৪।৩৬ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। উমাচতুর্থীব্রত ও পাষাণচতুর্থীব্রত। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৬ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।১২ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৪।৫৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

Government of India
Ministry of Ayush

Government of West Bengal

Yoga 365

12th INTERNATIONAL DAY OF YOGA

21st JUNE 2026 | WEST BENGAL

Yoga For Healthy Ageing

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে
যোগের প্রত্যাবর্তন
উদ্‌যাপন করুন

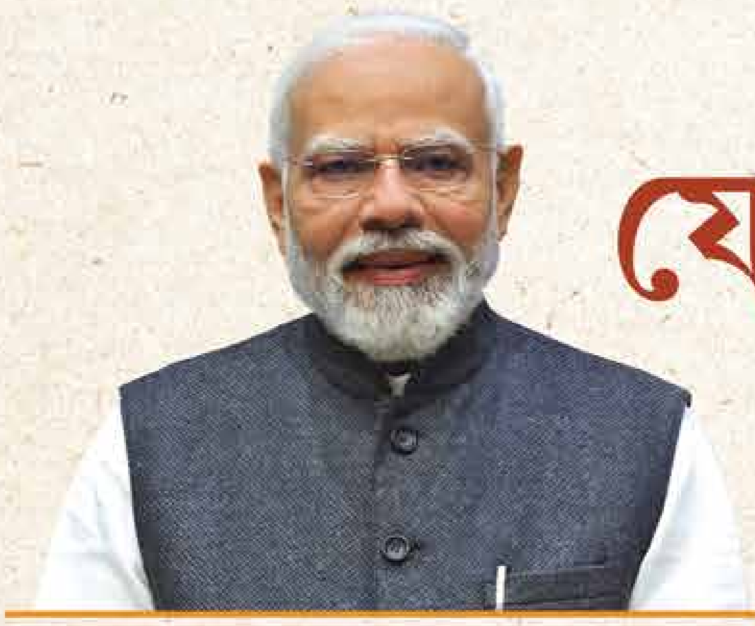

SHRI NARENDRA MODI
HON'BLE PRIME MINISTER

SHRI SUVENDU ADHIKARI
HON'BLE CHIEF MINISTER OF WEST BENGAL

১৯ শে জুন

দৌড় থেকে ধ্যান

সকাল ৫:৩০ থেকে

কলকাতার ১১টি স্থানে
২ কিলোমিটার যোগ রান

- পি.এ.সি টেন্ট ময়দান
- এলিয়ট পার্ক
- আর.এস.এম স্কোয়ার (সেন্ট্রাল)
- টালা পার্ক (বেলগাছিয়া)
- সুভাষ সরোবর (বেলিয়াঘাটা)
- ক্যাপ্টেন ভেরি (ই.এম. বাইপাস)
- গোলপার্ক (বিবেকানন্দ পার্ক)
- গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম (কসবা)
- কে.এফ.আর গ্রাউন্ড (বেহালা)
- সংঘমিত্রা স্কুল মাঠ (ওয়েস্ট পোর্ট)
- চন্ডিপুরা রাংসারা গ্রাউন্ড (ভাঙড়)

যাত্রার সূচনা করবেন
পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
শ্রী শুভেন্দু অধিকারী

২০ শে জুন

মেগা ড্রোন শো এবং কালচারাল কার্নিভাল

বিকেল ৫:৩০ থেকে

প্রিন্সেপ ঘাট ও মিলেনিয়াম পার্ক

মেগা ড্রোন শো-এ রাত ৮ টায় কলকাতার আকাশে
উড়বে ৩০০০ ড্রোন। কালচারাল কার্নিভাল
ফুড স্টল। ফটো বুথ। এন্টারটেনমেন্ট
পেন্ট ইট. ক্লিক ইট. প্রতিযোগিতা। স্যান্ড আর্ট। লেজার শো

২১ শে জুন

সম্মিলিত যোগ প্রদর্শনী

সকাল ৫:০০ থেকে

রেড রোড, কলকাতা

বক্তব্য রাখবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শ্রী নরেন্দ্র মোদী

৫০০ নৌকায় যোগ প্রদর্শন
গিনেস বিশ্বরেকর্ড প্রচেষ্টা

ICA-D914(10)/2026

জনকল্যাণ শিবিরের অব্যবস্থায় বাড়ছে ক্ষোভ

ভাতাই 'ভিলেন' পদ্মের

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুন : 'এখানে কি যুবশক্তির ফর্ম দেওয়া হচ্ছে?' বুধবার আলিপুরদুয়ার ইন্ডোর স্টেডিয়ামে জনকল্যাণ শিবিরের রেজিস্ট্রেশন টেবিলে সরকারি কর্মীদের প্রশ্ন করলেন এক তরুণ। নেতিবাচক উত্তর পেয়ে অন্য টেবিলে কিছুক্ষণ উঁকিঝুঁকি দিয়ে একরাশ হতাশা নিয়েই স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। কথা বলে জানা গেল, ওই তরুণের নাম নীলাদ্রি সাহা। তিনি দেবীনগরের বাসিন্দা। ক্ষোভের সুরে তিনি বললেন, 'সব সরকারই ভাঁওতা দেয়। ভোটের আগে বিজেপি বলেছিল যুব শক্তি প্রকল্পে ভাতা দেবে। একমাস পার হয়ে গেলেও সেটা নিয়ে কোনও কথা নেই। কবে দেওয়া হবে ওই ভাতা?'

শুধু ওই তরুণই নয়, আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন জনকল্যাণ শিবিরের রাজ্য সরকারের ভাতা নিয়ে মানুষের মনে যেন ক্ষোভের অন্ত নেই।

তৃণমূল আমলে ভাতা নিয়ে পদ্ম নেতারা তুমুল সমালোচনা করলেও ভোটের আগে তাঁরাও ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। ১৫০০ টাকার 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর বিকল্প হিসাবে ঘোষণা করা হয় ৩০০০ টাকার 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার', আবার 'যুবসাথী প্রকল্প' বদলে করা হয় 'যুবশক্তি প্রকল্প'। ভোটের আগে তৃণমূল সরকারের প্রত্যেক উপভোক্তা ভাতা পাবে বলে বিজেপি ঘোষণা করলেও, এখন ওই ভাতা নিয়েই সংশয় দেখা যাচ্ছে।

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ক্ষেত্রে একগুচ্ছ শর্ত আরোপ করেছে বিজেপি সরকার। তেরো পাতার বিশালাকার ফর্ম দেখে অনেকেরই চক্ষুচড়কগাছ। শর্ত দেখে পরিষ্কার, আগে যারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতেন, তাঁরা সবাই এই প্রকল্পের উপভোক্তার স্বীকৃতি পাবেন না। অন্যদিকে, যুবশক্তি প্রকল্প কবে

বিভিন্ন ভাতার আবেদন করতে জনকল্যাণ শিবিরে মানুষের ভিড়।

দেওয়া হবে, তা নিয়ে সরকারের তরফে স্পষ্ট করে কোনও ঘোষণা নেই। ফলে ভাতার রাজনীতি আগামী দিনে বিজেপির জন্য বুমেরাং হতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। ইতিমধ্যেই অনেক বিজেপির নেতারা মানুষের প্রশ্নের মুখে পড়ছেন।

এদিন বঞ্চুকামারির জনকল্যাণ শিবিরে উপস্থিত মুনমুন বর্মন, সোনেকা বর্মনরা জানালেন, তাঁরা বিগত দুই মাস লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাননি। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের জন্য আবেদন করেছেন তাও প্রায় ১৫ দিন আগে। অথচ সেই টাকা এখনও অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি। কেন টাকা ঢুকছে না, সেবিষয়ে খোঁজ নিতেই তাঁরা শিবিরে এসেছিলেন।

তবে বিজেপির নেতা ও জনপ্রতিনিধিরা আশ্বস্ত করছেন, সব পরিষেবা শুরু হবে। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক পরিতোষ দাসের কথায়, 'নতুন সরকার এসেছে। সব কাজ গুছিয়ে করা হচ্ছে। কারও কোনও চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সেগুলো রাখা হবে। যোগ্যরা সমস্ত ভাতা পাবেন।'

এই দুই ভাতা ছাড়া অন্য ভাতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। যেমন, জনকল্যাণ শিবিরে সব বয়স্ক মানুষ বার্ধক্য ভাতার ফর্ম পাচ্ছেন না। শুধু তপশিলি জাতি-উপজাতির মানুষকে ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। গত দুই মাসে ভাতা অনিয়মিতভাবে ঢুকছে বলে চর্চা চলছে।

প্রতিবন্ধীদেরও মানবিক ভাতার এক মাসের টাকা ঢোকেনি। রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনি জেলা সম্পাদক বিনয় ধর বলেন, 'অনেক প্রতিবন্ধীর সংসার চলে এই ভাতা দিয়েই। আমরা কয়েকদিন অপেক্ষা করব। ভাতা সময়মতো না ঢুকলে আগামী পদক্ষেপ ঠিক হবে।'

কলাবাড়িয়া গ্রামে হাতির দেহ। বুধবার।

বজ্রাঘাতে মৃত্যুর আশঙ্কা

হাতির মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা

শালকুমারহাট, ১৭ জুন : ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের কয়েকটি গ্রামে ঢুকে প্রায় রাতেই বুনো হাতির দল হামলা চালাচ্ছিল। মঙ্গলবার রাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জলদাপাড়া বনাঞ্চল থেকে পাঁচটি হাতি আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাবাড়িয়া গ্রামে ঢুকে পড়ে। বুধবার সকালে একটি দলছুট দাঁতালের দেহ গ্রামের শসাখেতের পাশে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, মঙ্গলবার রাতে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। সেসময় বজ্রাঘাতের জেরে দাঁতালটির মৃত্যু হতে পারে। তবে কৃষকদের অনেকেই ফসল বাঁচাতে ফেন্সিংয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে থাকেন। তাই ফেন্সিং থেকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েও হাতিটি মারা যেতে পারে।

জলদাপাড়া বন দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'হাতিটির অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের বনাঞ্চল থেকে হাতির দল শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাবাড়িয়া গ্রামে ঢুকে পড়ে। সবক'টি হাতিকে বনকর্মীরা জঙ্গলে তাড়িয়েও দেন। কিন্তু অন্য একটি দলছুট দাঁতাল প্রদীপ বর্মনের শসাখেতে চলে আসে। খেতের মাঝখানে ঢুকে তাণ্ডব চালায়। বাঁশের মাচা ভেঙে প্রচুর শসা খেয়ে ফেলে। কয়েকটি সুপারি গাছও ভেঙে ফেলে। ওই শসাখেতের পশ্চিম প্রান্তেই ফাঁকা আরেকটি জমিতে এদিন গ্রামবাসী হাতির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে বনকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছোন। আশপাশের বিভিন্ন গ্রামের মানুষ হাতির দেহ দেখতে ভিড় জমান। শসাখেতের মালিক প্রদীপ বর্মনের দাবি, 'আমার শসাখেতেই হাতিটি ঢুকেছিল। অনেক ক্ষতি করেছে। খেতের কোথাও ফেন্সিং দেওয়া ছিল না। তবে হাতিটির মৃত্যু কীভাবে হয়েছে সেটা বলতে পারব না।' হাতির দেহ উদ্ধারের পর প্রদীপকে বন দপ্তর আটক করে নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে আটক করা হয়েছে বলে বন দপ্তর জানিয়েছে। বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন।

এদিকে, সকাল হতেই গোটা এলাকায় হাতির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে। হাতির দেহ দেখতে এসে স্থানীয় দুলালচন্দ্র বর্মনের বক্তব্য, 'রাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহযোগে বৃষ্টি হয়েছিল। তাই বজ্রাঘাতে হাতিটি মারা গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।' তবে যতই ক্ষতি করুক না কেন এলাকাবাসী হাতিকে মহাকাল দেবতা হিসেবে মানেন। গ্রামে গ্রামে সেই দেবতার পুজোও হয়। তাই এদিন দেখতে এসে সবাই মৃত হাতির উদ্দেশে প্রণাম করছিলেন। মণ্ডলপাড়ার বাসিন্দা সুনীল বর্মন জানান, ক্ষতি করলেও হাতি তাঁদের কাছে মহাকাল দেবতা। প্রায় রাতেই হাতি গ্রামে ঢুকত। তাই তার মৃত্যুতে খারাপ লাগছে।

পেট্রোল পাম্পে জলমিশ্রিত তেল বিক্রির অভিযোগ

জটেশ্বর, ১৭ জুন : পেট্রোল পাম্পে তেলের সঙ্গে মিশে গিয়েছে বৃষ্টির জল। বুধবার সকালে সেই তেল পরীক্ষা না করেই বাইকচালকদের কাছে বিক্রি করা হয়। জল মেশানো তেল বাইকে ভরে এদিন একের পর এক বিপত্তি দেখা যায় জটেশ্বরে। তেলের সঙ্গে জল মিশিয়ে বিক্রির অভিযোগের কথা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পরে উত্তেজিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাইকচালকরা। পরে ঘটনার সামাল দিতে পাম্প পাহারায় থাকতে দেখা যায় পুলিশকেও। প্রায় এক বেলা তেল বিক্রি বন্ধ রেখে গাড়ি সংস্কার করতে দেখা গিয়েছে পাম্প কর্তৃপক্ষকে।

এদিন সাতসকালে কাজে যাওয়ার আগে নিজের বাইকে

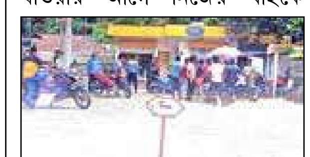

তেল ভরে রওনা দিয়েছেন মুস্তফা হক। এক কিলোমিটার যাওয়ার পরই বন্ধ গাড়ির স্টার্ট। কারণ খুঁজতে গিয়ে মেকানিকের কাছে হাজির হয়ে জানতে পারেন, তাঁর গাড়িতে জল মিশ্রিত তেল ভরা হয়েছে। একথা শুনে অন্য গাড়ির সাহায্যে পেট্রোল পাম্পে নিজের বাইক নিয়ে হাজির হন মোস্তফা। একই অভিযোগ করেন জয়কুমার রায় নামে আরেক বাইকচালকও। প্রথমদিকে অভিযোগ অস্বীকার করে পাম্প কর্তৃপক্ষ। একে একে ৩০ জন বাইকচালক ভিড় জমান পেট্রোল পাম্পে। পরে ক্রমাগত ভিড় বাড়তে থাকলে নিজেদের গাফিলতির কথা স্বীকার করে নেন মালিকপক্ষ। ভুল স্বীকারের পাশাপাশি প্রায় ৩০টি বাইকের ইঞ্জিন পরিষ্কার করা সহ নতুন তেল দেওয়া হয়।

পাম্প মালিকপক্ষের তরফে বকুল অধিকারী বলেন, 'এটা একটা অ্যাক্সিডেন্টের মতোই ঘটনা। ইচ্ছাকৃত তো আর হয়নি। আমরা চালকদের পরে বাইক ঠিক করে নতুন তেল দিয়েছি।'

প্রধান এবং উপপ্রধানদের ইস্তফা

জটেশ্বর ও মাদারিহাট, ১৭ জুন : এ যেন পদত্যাগের হিড়িক লেগেছে আলিপুরদুয়ারে। বুধবার তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক-ঘনিষ্ঠ দুই পঞ্চায়েত প্রধান পদত্যাগ করলেন। ধনীরামপুর-১ এবং দলগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যথাক্রমে মমতা বেগ ও জাগৃতি টোপ্পো খালখো এদিন ফালাকাটা বিডিও অফিসে গিয়ে নিজেদের পদত্যাগপত্র জমা দেন। দুই পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অঞ্জলি সান্তাল ও অমিত নাগও এই পদত্যাগের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন।

কয়েকদিন আগে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক তথা আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি পদত্যাগ করে বিজেপির মন্ত্রীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। এদিকে, তারই সুপারিশে হওয়া দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানদের একযোগে পদত্যাগ করার ঘটনায় হতবাক সকলে। বিভিন্ন সময়ে ধনীরামপুর-১ এবং দলগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকারি আবাসের কাটমানি নেওয়া সহ বহু অভিযোগ উঠেছে। যেহেতু প্রকাশ নেই, সেহেতু নিজেদের পিঠ বাঁচাতেই তড়িঘড়ি এই পদত্যাগ বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন পদত্যাগ করার পর জাগৃতি টোপ্পো খালকো কোনও মন্তব্য করতে চাননি। অমিত নাগ ফোন ধরেননি। একইভাবে ফোন না ধরায় বক্তব্য মেলেনি মমতা বেগ কিংবা অঞ্জলি সান্তাল।

বিজেপির ১ নম্বর মণ্ডল সভাপতি অনুপ দাস বলেন, 'দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন। ব্লক প্রশাসনই বোর্ড পরিচালনা করবেন।'

১৫ জুন প্রধান পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ললিতা সরকার। আর বুধবার সঞ্চালক পদ থেকে পদত্যাগ করলেন মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পঞ্চু ওরাওঁ। তাঁর সঙ্গে সঞ্চালক পদ থেকে ইস্তফা দেন উত্তর ছেকামারির পঞ্চায়েত সদস্য মামণি শৈব বসুমাতা এবং উত্তর খয়েরবাড়ির পঞ্চায়েত সদস্য রুপু ওরাওঁ। পঞ্চু ওরাওঁ জানালেন ব্যক্তিগত কারণেই তাঁরা শুধুমাত্র সঞ্চালকের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন।

দেহ উদ্ধার

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৭ জুন : বুধবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের রামঠেঙ্গা এলাকায় এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম সোনালি বর্মন (২২)। খবর পেয়ে ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। পুলিশ সূত্রে খবর, একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

সময় বাড়ল

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুন : রাজ্য সরকারের জনকল্যাণ শিবিরের সময় বাড়ানো হল। আলিপুরদুয়ার জেলায় ১৬টি জায়গায় এই শিবির চলছিল জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে। ১৫ থেকে ১৭ জুন পর্যন্ত শিবির করার কথা ছিল। এদিন জেলা প্রশাসনের থেকে জানানো হয় ১৮ জুনও নির্দিষ্ট জায়গায় শিবিরগুলো চলবে।

পথনাটক

হাসিমারা, ১৭ জুন : কলকাতার সাংস্কৃতিক সংগঠন বকুল বাগান রঙ্গমঞ্চের উদ্যোগে বুধবার বিকেলে কালচিনি ব্লকের সুভাষিণী চা বাগানে পথনাটকের আয়োজন করা হয়েছিল। সংগঠনের সম্পাদক রুম্পা গুঁই বলেন, 'চা বাগানের শ্রমিকদের প্রতিকূলতা, সামাজিক ব্যাধিমুক্ত করার বার্তা তুলে ধরতে এই কর্মসূচির আয়োজন।'

চিতাবাঘের দেহ

কালচিনি, ১৭ জুন : কালচিনি ব্লকের নিমতি চা বাগানের ৬ নম্বর সেকশন থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার করেন বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের বনকর্মীরা। মঙ্গলবার বিকেলে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রাজাভাতখাওয়া প্রাণী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বন দপ্তরের প্রাথমিক অনুমান, নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে চিতাবাঘটির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। যদিও এই বিষয়ে বন দপ্তরের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। বাগানের শ্রমিকরা চিতাবাঘটিকে পড়ে থাকতে দেখে বন দপ্তরে খবর দেন।

রক্তদান

কামাখ্যাগুড়ি, ১৭ জুন : কুমারগ্রাম ৩ নম্বর যুব মোর্চা মণ্ডলের উদ্যোগে বুধবার একটি রক্তদান শিবির হয়। এই কর্মসূচিতে মোট ৬০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি রূপন দাস, বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সাধারণ সম্পাদক বাবুলাল সাহা এবং যুব মোর্চার কুমারগ্রাম ব্লকের কনভেনার বাপি রায় প্রমুখ। বাপি রায় জানান, আগামীদিনেও যুব মোর্চার পক্ষ থেকে এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে।

খেলতে হবে তো... *শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন সৌমেন দে।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সচেতনতা

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১৭ জুন : নিমতি দোমোহনির হাটখোলায় বুধবার জনসংযোগ কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা হয়। আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের উদ্যোগে কালচিনি থানা এবং নিমতি পুলিশ ফাঁড়ির তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বাল্যবিবাহ বন্ধ, শিশুশ্রম বন্ধ করা, ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলা নিয়ে বাসিন্দাদের সচেতন করা হয়। এছাড়াও পুলিশের তরফে সচেতনতামূলক লিফলেট বিলি করা হয়। সাইবার অপরাধ নিয়েও বাসিন্দাদের সচেতন করা হয়। পাটকাপাড়া হাইস্কুলেও এদিন শিবির হয়। অন্যদিকে, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ নিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের সচেতন করতে পথনাটক করল মজিদখানা হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। শামুকতলা রোড পুলিশ ফাঁড়ির সহযোগিতায় ছাত্রছাত্রীরা পথনাটকে শামিল হয়। মজিদখানা হাইস্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক উপস্থিত ছিলেন।

শাস্তির দাবি

কামাখ্যাগুড়ি ও ফালাকাটা, ১৭ জুন : মাদারিহাটে এক স্বাস্থ্যকর্মীকে নিগ্রহের ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার কামাখ্যাগুড়িতে কুমারগ্রাম ব্লকের স্বাস্থ্যকর্মীরা বিএমওএইচ-এর কাছে ডেপুটেশন জমা দেন। তাঁদের দাবি, অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাস্থ্যকর্মীরা জানান, মাদারিহাটের আক্রান্ত স্বাস্থ্যকর্মী সুবিচার না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা এমডিএ (মাস ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন না। পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোনও এমডিএ কর্মসূচিতে যুক্ত হবেন না বলেও স্পষ্ট জানিয়েছেন তাঁরা। একইভাবে ফালাকাটার স্বাস্থ্যকর্মীরা দোষীদের শাস্তির দাবিতে শহরে মিছিল করেন। পরে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে তাঁরা লিখিত দাবিপত্র জমা দেন।

পথসভা

পলাশবাড়ি, ১৭ জুন : স্মার্ট মিটারের প্রতিবাদে গর্জে উঠল সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি বা অ্যাবেকা। বুধবার সন্ধ্যায় সংগঠনের তরফে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাটে স্মার্ট মিটারের প্রতিবাদে মিছিল করা হয়। ২৩ জুন স্মার্ট মিটার সহ একাধিক দাবিতে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ করা হবে। সেই বার্তাই এদিনের মিছিলে তুলে ধরা হয়। মিছিলের পর হয় পথসভা। সেখানে স্মার্ট মিটারের বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন অ্যাবেকার প্রতিনিধি বিজয়চন্দ্র রায়, গিরীন্দ্রনাথ বর্মন প্রমুখ।

নিগ্রহের ঘটনায় স্বাস্থ্যকর্মীদের কর্মবিরতি

মাদারিহাট ও রাঙ্গালিবাজনা, ১৭ জুন : মঙ্গলবার শিশুবাড়িতে এক স্বাস্থ্যকর্মীকে মারধরের ঘটনায় পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু স্বাস্থ্যকর্মীদের দাবি মেনে অভিযোগ দায়ের করার ১৬ ঘণ্টা পরও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। তার প্রতিবাদে বুধবার দুপুর থেকে স্বাস্থ্যকর্মীরা মাদারিহাট থানায় অবস্থান বিক্ষোভে বসলেন। তাঁদের দাবি, মূল অভিযুক্ত প্রিয়া সূত্রধরকে গ্রেপ্তার করা না হলে তাঁদের এই অবস্থান চলবে।

প্রতিবাদীদের মধ্যে দীপিকা দাস নামে একজন স্বাস্থ্যকর্মী বলেন, 'আমরা সরকারি নির্দেশ পালন করতে গিয়ে জনগণের হাতে মার খাব। এটা হতে পারে না। এরপর থেকে বিদ্যালয়মুখী কোনও কাজ আমরা নিরাপত্তা ছাড়া করব না। ভালো কাজ করতে গিয়ে মার খেতে হবে। আর পুলিশ নীরব থাকবে তা হতে পারে না।' আরেক স্বাস্থ্যকর্মী অঞ্জু নন্দী জানালেন, মূল অভিযুক্ত ধরা না পড়লে তাঁরা কাজে যাবেন না।

তাঁর কথায়, 'এরপর তো কথায় কথায় আমাদের গায়ে হাত তোলা শুরু হবে। সেইজন্য আমরা সুবিচার পেতেই আন্দোলন করছি।' মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হলেই কর্মবিরতি তুলে নেওয়া হবে বলেও

অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারির দাবি

জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার শিশুবাড়ির একটি স্কুলে ফাইলেরিয়া রোগের প্রতিষেধক খাওয়ার পর এক ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে বলে অভিযোগ ওঠে। পরবর্তীতে ওই ছাত্রীর বাবা ছোটন সূত্রধর ও মা প্রিয়া মধ্য রাঙ্গালিবাজনা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ছাত্রীকে নিয়ে যান। সেখানেই স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে তাঁদের হাতাহাতি শুরু হয়। অভিযোগ, ওই ছাত্রীর বাবা-মা ছায়া রায় নামের এক পাবলিক হেলথ নার্সকে মারধর করেন। ঘটনায় গুরুতর জখম হন তিনি। এরপর মঙ্গলবার রাত ৮টা নাগাদ মাদারিহাট থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়।

যদিও ছাত্রীর বাবা-মায়ের দাবি, তাঁদের না জানিয়ে ওই ট্যাবলেট খাওয়ানোর জন্য মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এমনকি স্বাস্থ্যকর্মীরাই তাঁদের মারধর করেছেন বলে অভিযোগ করেন তাঁরা।

মাদারিহাট থানার ওসি অভিষেক রায় জানালেন, অভিযোগ পেয়ে ছোটন সূত্রধরকে বুধবার গ্রেপ্তার করে আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রিয়াকে খুঁজতে তল্লাশি চলছে। এনিয়ে মাদারিহাট ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ঋত্বিক সরকার কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

যোগ দিবস উপলক্ষ্যে র‍্যালি

কুমারগ্রাম, ১৭ জুন : আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে জনসচেতনতা বাড়াতে বুধবার কুমারগ্রাম বালিকা বিদ্যালয়ের তরফে র‍্যালির আয়োজন করা হয়। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির তিনশোরও বেশি ছাত্রী প্ল্যাকার্ড হাতে র‍্যালিতে অংশ নেয়। গরম উপেক্ষা করে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষিকাদের একাংশ পড়ুয়াদের সঙ্গে পা মেলান। কুমারগ্রাম বাজার, বাসস্টপ, মদনসিং হাইস্কুলপাড়া সহ বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে যোগ দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে স্কুল পড়ুয়ারা।

রাজ্যে প্রথম পুর বোর্ড বিজেপির

রায়গঞ্জ, ১৭ জুন : যেমনটা অনুমান করা হয়েছিল, ঠিক তেমনটাই ঘটল। বুধবার কালিয়াগঞ্জ পুরসভার বৈঠকে তৃণমূলের একজন কাউন্সিলারও এলেন না। আর তৃণমূল কংগ্রেসের ১০ জন কাউন্সিলারের অনুপস্থিতিতে কালিয়াগঞ্জ পুরসভা দখল করল বিজেপি। উত্তরবঙ্গে এই প্রথম কোনও পুরসভার বোর্ড দখল করল পদ্ম শিবির। নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে বেছে নেওয়া হল কার্তিকচন্দ্র পালকে। কার্তিক যেমন রায়গঞ্জের সাংসদ, তেমনই আবার কালিয়াগঞ্জ পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলারও বটে। পাশাপাশি অতীতে চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর।

খাতায়-কলমে ১৭ আসনবিশিষ্ট কালিয়াগঞ্জ পুরসভায় এখনও কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের ১০ জন কাউন্সিলার রয়েছেন। বিজেপির কাউন্সিলারের সংখ্যা ৭। এদিন কালিয়াগঞ্জ পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের একজনও কাউন্সিলার উপস্থিত না থাকায় বিনা বাধায় চেয়ারম্যান মনোনীত হন কার্তিক। পুর আইন অনুযায়ী পুর বোর্ডের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকায় কোনও বাধা ছাড়াই চেয়ারম্যান নির্বাচন পর্ব সম্পন্ন হয়। মহকুমা শাসক তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে কালিয়াগঞ্জ পুরসভার সভাকক্ষে বোর্ড মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। কালিয়াগঞ্জের নতুন চেয়ারম্যান কার্তিককে শপথবাক্য পাঠ করান মহকুমা শাসক। দায়িত্ব পাওয়ার পর কার্তিক বলেন, 'কালিয়াগঞ্জের উন্নয়ন নিয়ে আগামীদিনে বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা হবে। সামনে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো রয়েছে। তার আগে রাস্তাঘাট মেরামত করা হবে। পার্কগুলি জঙ্গলে ভরে গিয়েছে, সেগুলো সাফ করা হবে।' কালিয়াগঞ্জ পুরসভায় বেশকিছু সমস্যা রয়েছে। যাঁরা দৈনিক লেবার তাঁরা মজুরি পাচ্ছেন না, অবসরপ্রাপ্তরা পেনশন পাচ্ছেন না, পুরসভার ঘাড়ে লোনের বোঝা রয়েছে। এসব কিছু নিয়ে আগামী বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন কার্তিক। রাজ্য নগরোন্নয়ন দপ্তর গত ৫ জুন

- কালিয়াগঞ্জ পুরসভা ১৭ আসনবিশিষ্ট
- এখনও তৃণমূল কংগ্রেসের ১০ জন কাউন্সিলার রয়েছেন, বিজেপির কাউন্সিলারের সংখ্যা ৭
- নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে বেছে নেওয়া হল কার্তিকচন্দ্র পালকে

কার্তিককে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব দেয়। কার্তিক এদিন নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য বৈঠক ডাকেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও এদিনের সভায় তৃণমূলের কাউন্সিলাররা গরহাজির থাকলেন। বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সদ্য প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ কুণ্ডু জানিয়েছেন, পারিবারিক কারণে এদিনের বৈঠকে যেতে পারেননি। তবে বাকিরা কেন যাননি, তা তিনি জানেন না।

ডুয়ার্সবাসীর সমস্যা শুনলেন তিন মন্ত্রী

মাদারিহাট, ১৭ জুন : ডুয়ার্সের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে তাঁদের সমস্যার কথা শুনলেন বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ, শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন এবং রাজ্যের পার্বত্য বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা। মাদারিহাট প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে বুধবার বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক হয়। এদিনের বৈঠকে তিন মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার অমিতকুমার সাউ, জেলা শাসক ময়ূরী ভাসু, উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল জেভি ভাস্কর, বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ক্ষেত্র অধিকর্তা কুমার বিমল, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান প্রমুখ। এদিন বনমন্ত্রী হলং বনবাংলোর নির্মাণকাজ পরিদর্শনে যান। তিনি বলেছেন, 'হলং বনবাংলোর কাজ অর্ধেকের বেশি হয়ে গিয়েছে। আগামী বছর ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চ মাসে বনবাংলো চালু হয়ে হবে।'

এদিন বনমন্ত্রী মনোজের কাছে কুঞ্জনগর ও দক্ষিণ খয়েরবাড়িকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব দেন শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, 'এই দুটি পর্যটনকেন্দ্র ডুয়ার্সের ঐতিহ্য। আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।' বনমন্ত্রী জানান, তিনি বিষয়টি তাঁর নোটবুকে লিখে নিয়েছেন। কলকাতায় তিনি আধিকারিকদের সঙ্গে বসে পরবর্তী পদক্ষেপ করবেন।

পার্বত্য বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা বনমন্ত্রীকে বলেছেন, চা বাগানে হাতি ঘরবাড়ি ভাঙলে বাগান কর্তৃপক্ষ কোনও ক্ষতিপূরণ দেয় না। এই বিষয়টি যেন ভেবে দেখা হয়। বনমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি কথা বলবেন।

এদিন একটি পরিবেশ সংগঠনের তরফে বিশ্বজিৎ সাহা দাবি করেন,

হলং বনবাংলোর নির্মাণকাজ পরিদর্শন করছেন বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ।

অনলাইনে কার সাফারির টিকিট বুকিং ফের চালু করতে হবে। এছাড়া পর্যটকদের কাছ থেকে প্রবেশমূল্য নেওয়ার দাবি জানান তিনি। জাতীয় উদ্যানের ভেতরে আবর্জনা ফেললে কঠোর শাস্তিরও দাবি তোলেন।

গাইডদের সংগঠনের তরফে কল্যাণ গোপ বলেছেন, 'জঙ্গলে ঘোরানোর সময় দেড় ঘণ্টা থেকে বাড়ানো দরকার। কারণ এই সামান্য সময়ে পর্যটকদের কাছে জলদাপাড়া নিয়ে সম্পূর্ণ তথ্য তুলে ধরা সম্ভব হয় না।' কার সাফারি সংগঠনের তরফে গোপাল সন্ন্যাসী বলেছেন, 'জঙ্গলের ভেতরে কার সাফারির রাস্তার বেহাল দশা। ওই রাস্তার সংস্কার করতে হবে।' গাইড নবরাজ খড়গার দাবি, 'বন্যপ্রাণীর হামলায় ঘরবাড়ি ও ফসলের ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণের টাকা বৃদ্ধি করতে হবে।' উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল জেভি ভাস্করের কথায়, 'আগামী সেপ্টেম্বরে পুনরায় কার সাফারি ও এলিফ্যান্ট রাইড চালু হবে। তার আগেই আমরা কার সাফারির টিকিট অনলাইনে বুকিং করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চেষ্টা করছি।'

বনমন্ত্রীর কথায়, 'সমস্ত সংগঠনের প্রতিনিধিদের বক্তব্য নোটবুকে নথিভুক্ত করেছি। যে সব প্রস্তাব ও সমস্যা আজকের সমন্বয় বৈঠকে উঠে এসেছে, দ্রুত আলোচনা করে তা নিয়ে পদক্ষেপ করব। তবে খোলনলচে পালটাতে একটু সময় লাগবে।'

দিনশেষে এবার ঘরে ফেরার পালা। কালচিনিতে বুধবার আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

পার্শ্বশিক্ষকদের সাম্মানিক বৃদ্ধির ইঙ্গিত শিক্ষামন্ত্রীর

বীরপাড়া, ১৭ জুন : রাজ্যের উচ্চবিদ্যালয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে কয়েক হাজার পার্শ্বশিক্ষকের সাম্মানিক বৃদ্ধি করতে চলেছে রাজ্য সরকার। বুধবার বীরপাড়ায় জনকল্যাণ কর্মসূচিতে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে ওই ইঙ্গিত দেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন।

পার্শ্বশিক্ষকদের সাম্মানিক বৃদ্ধির দাবি দীর্ঘদিনের। বর্তমানে ইপিএফ বাবদ টাকা কেটে নেওয়ার পর প্রাথমিকের পার্শ্বশিক্ষকরা ১০৩৯৮ টাকা এবং উচ্চবিদ্যালয়ের পার্শ্বশিক্ষকরা ১৩৫৯৩ টাকা সাম্মানিক পান। মাদারিহাটের ধুমচি হরিপুর আইটিডিপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বশিক্ষক হরেন ভগত বলেন, 'আমরা বর্ণনাতীত অনটনে ভুগছি। অথচ স্থায়ী পদে কর্মরত শিক্ষকদের মতোই পঠনপাঠন সহ অন্যান্য দায়িত্ব পালন করি আমরা। নতুন সরকারের ভূমিকার দিকে তাকিয়ে রয়েছি।' ফালাকাটার রাইচেঙ্গা বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলের পার্শ্বশিক্ষক কানু সাহার কথায়, 'বাজারে জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য। পরিশ্রমের অনুপাতে আমাদের সাম্মানিক এতদিনে কমপক্ষে ৩০ হাজার টাকা হওয়া উচিত ছিল।'

খয়েরবাড়ি হাই মাদ্রাসার পার্শ্বশিক্ষক মির্জাফল হোসেনের দাবি, পার্শ্বশিক্ষকদের সাম্মানিকের টাকার অঙ্ক ৪০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা করা হোক। তাঁর বক্তব্য, 'এতদিন পার্শ্বশিক্ষকদের সাম্মানিকের টাকার অঙ্ক বেড়েছে নামমাত্রই। বর্তমানে মাসান্তে আমাদের উপার্জন দিনমজুরের চেয়েও কম।' ভোটের প্রচারে সরকার গড়লে রাজ্যের পার্শ্বশিক্ষকদের সাম্মানিক বৃদ্ধির কথা বারবার শোনা গিয়েছিল বিজেপি নেতা এবং প্রার্থীদের মুখে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্য সরকার অনৈতিকভাবে পার্শ্বশিক্ষকদের বছরের পর বছর বঞ্চিত করে রেখেছে বলে অভিযোগ করেছিলেন তাঁরা। শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, 'সব দিক বিবেচনা করে সবার কথা ভেবেই বাজেট তৈরি করা হচ্ছে।'

মাদক বাজেয়াপ্ত

দিনহাটা, ১৭ জুন : মাদক পাচার রোধে পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ অভিযানে বড়সড়ো সাফল্য মিলল। মঙ্গলবার গভীর রাতে সাবরি বিএওপি-র অধীন সেউতি-২ এলাকায় অভিযান চালিয়ে মম্পি খাতুন (৩৬) নামে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বাড়ি থেকে প্রায় ২৭৭ গ্রাম ইয়াবা ট্যাবলেট এবং নগদ ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হয়।

জয়গাঁয় মুদ্রা বিনিময়কেন্দ্র চালুর দাবি

সমীর দাস

জয়গাঁ, ১৭ জুন : জয়গাঁ হয়ে ভারতের প্রচুর মানুষ যেমন প্রতিনিয়ত ভুটানে বিভিন্ন কাজে যান, তেমনই ভুটানের নাগরিকরাও ভারতে আসেন। এর জেরে সীমান্তের জয়গাঁ এলাকার ব্যবসার মূল ভিত্তিই ভুটানের ক্রেতাদের ওপর নির্ভর করে। তবে ভুটানের ক্রেতারা ওই সীমান্ত শহরে এসে কেনাকাটা করছেন ভুটানি মুদ্রায়। আর এতে বিপাকে পড়েন জয়গাঁর ব্যবসায়ীরা। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জয়গাঁয় একটি ভুটানি মুদ্রা বিনিময়কেন্দ্র স্থাপনের দাবি জানিয়ে আসছেন। তবে সেই দাবি এখনও পূরণ হয়নি। নতুন সরকারের আমলে জয়গাঁর ব্যবসায়ীদের আশা, এবার মুদ্রা বিনিময়ের স্থায়ী সমাধান হবে। মুদ্রা বিনিময়কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি ভুটানি ক্রেতাদের জন্য ইউপিআই চালুরও দাবি তুলেছেন।

এ নিয়ে জয়গাঁ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রামাশংকর গুপ্তা বুধবার বলেন, 'এক সপ্তাহ আগে উত্তরকন্যায় প্রি-বাজেট বৈঠকে বিষয়টি রাজ্যের অর্থমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে। এছাড়াও একাধিকবার বিষয়টি ভুটানে কর্মরত ভারতীয় কনসুলেট জেনারেলকেও জানানো হয়।' তাঁর মতে, ভুটানের নাগরিকদের জন্য ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম চালু হলে সমস্যার সমাধান হবে। এ নিয়ে কালচিনি ব্লক চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক রাকেশ পান্ডেও বলেন, 'জয়গাঁয় ভুটানি মুদ্রার মাধ্যমে ব্যবসা চলছে। ভুটানের ক্রেতারা তা দিয়েই পণ্য কেনেন। উপায় না থাকায় ব্যবসায়ীরাও ভুটানি মুদ্রা নিতে বাধ্য হন। দ্রুত জয়গাঁয় ভুটানি মুদ্রা বিনিময়কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টি মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসককে জানিয়েছি।' এছাড়া রাজ্যের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামাকেও এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার আবেদন জানান তিনি। বিশাল বলেন, 'এ ব্যাপারে পরবর্তীকালে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

এলাকায় ভুটানি মুদ্রা বিনিময়কেন্দ্র না থাকায় বাট্টা (কমিশন) দিয়ে ভুটানি নোট পরিবর্তন করতে হয় ব্যবসায়ীদের। বর্তমানে ভুটানি ১০০ টাকা পরিবর্তন করতে ৪-৫ টাকা বাট্টা দিতে হয়। এভাবে একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী প্রতিদিন মুদ্রা বিনিময় করে প্রচুর টাকা উপার্জন করছেন। বড় ব্যবসায়ীরা ছাড়াও আরও বেশি ক্ষতির মুখে পড়ছেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। কিন্তু ভারতীয় ব্যবসায়ীরা যখন ভুটানে গিয়ে লেনদেন করেন তখন সে দেশে ডিজিটাল পেমেন্টের সুবিধা থাকায় ভুটানের ব্যবসায়ীদের কোনও সমস্যা হয় না। রামাশংকর এ ব্যাপারে আরও বললেন, 'ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় যখন দেশের অর্থমন্ত্রী ছিলেন তখন থেকেই মুদ্রা বিনিময়কেন্দ্র স্থাপনের দাবি তোলা হচ্ছে।' করোনা

> **এক সপ্তাহ আগে উত্তরকন্যায় প্রি-বাজেট বৈঠকে বিষয়টি রাজ্যের অর্থমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে। এছাড়াও একাধিকবার বিষয়টি ভুটানে কর্মরত ভারতীয় কনসুলেট জেনারেলকেও জানানো হয়।**
>
> **রামাশংকর গুপ্তা**
> সভাপতি, জয়গাঁ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন

অতিমারির সময় ভুটানের ব্যাংকে গিয়ে ড্রাফটের মাধ্যমে ভুটানি নোট পরিবর্তন করার সুযোগ পেতেন জয়গাঁর ব্যবসায়ীরা। পরবর্তীকালে সেই ব্যবস্থাও বন্ধ হয়ে যায়।

আগে প্রতি ভারতীয় ১০০ টাকায় বাট্টা দিতে হত ৬০-৭০ পয়সা। তবে সম্প্রতি বাট্টার পরিমাণ বাড়িয়েছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে রাকেশ পান্ডে জানালেন, ভারত থেকে প্রচুর শ্রমিক ভুটানে কাজে যান। তাঁদের ভুটানি মুদ্রায় মজুরি দেওয়া হয়। সেই মুদ্রা জয়গাঁ সহ কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি সরকারি হিসেবে পাওয়া না গেলেও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে জয়গাঁয় প্রতিদিন কোটি টাকার ওপর খুচরো বেচাকেনা হয় দোকানগুলিতে। পাইকারি বিক্রি ধরলে সেই সংখ্যা কয়েক কোটিতে পৌঁছোবে।

ডুবন্ত তৃণমূলের দায়িত্ব নিতে রাজি নয় কোনও নেতা

মিলছে না জেলা সভাপতি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুন : সময়ের চাকা ঘোরা যেন একেই বলে। একসময় তৃণমূলের জেলা সভাপতি হওয়ার জন্য রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলত। গোষ্ঠীকোন্দল আর দলের মধ্যেই একে অন্যকে টক্কর দেওয়া ছবি ছিল চিরপরিচিত। আর এখন সেই জেলা সভাপতি হতেই আগ্রহ নেই নেতাদের। রাজ্যের ক্ষমতা তৃণমূলের হাত থেকে সরে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে দায়িত্ব এলে এড়ানোর কথাও ভাবছেন অনেকে। অন্তত আলিপুরদুয়ার জেলায় তৃণমূলের অবস্থা এমনই।

ক্ষমতা বদলের পর নানা আঘাতে তৃণমূলের কোণঠাসা অবস্থা। দলের সব কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি নতুন করে জেলা সভাপতি বাছাই প্রক্রিয়া চলছে। তবে আলিপুরদুয়ার জেলায় দলের দায়িত্ব কার কাঁধে দেওয়া হবে তাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। বহু বড় নেতা দলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়েছেন। স্বয়ং প্রাক্তন জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন। প্রকাশের সঙ্গে তৃণমূলের একটা বড় অংশ রয়েছে বলে খবর। অন্যদিকে, আবার ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোষ্ঠীতেও দলের অনেক নেতা রয়েছেন বলে চর্চা। বাকি থাকা কয়েকটি নামের মধ্যে প্রথমেই রয়েছেন দলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা। তাঁকে জেলা সভাপতি করা হয় কি না সেই চর্চা চলছে। তবে বিজেপি থেকে আসা গঙ্গাকে দলের বড় দায়িত্ব দেওয়া হবে নাকি পুরোনো সৈনিকদের ওপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আস্থা রাখবেন তা এখনও স্পষ্ট নয়।

জেলা তৃণমূল কার্যালয়। -ফাইল চিত্র

গত কয়েকদিনে যে কয়েকটি জেলায় নেতাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে পুরোনোদেরই দায়িত্বে ফিরিয়ে আনার নজির গড়ছে দল। আলিপুরদুয়ারে এমনটা হলে দলের প্রবীণ নেতা মৃদুল গোস্বামী কিংবা প্রসেনজিৎ করকে নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। তবে তাঁরা দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক? প্রশ্ন ছুড়তেই দুজনেরই এক সুরে উত্তর, দায়িত্ব দেওয়া হলে দেখা যাবে। মৃদুল আপাতত আদালতেই বেশি থাকেন। তাঁর কথায়, 'আপাতত কোর্ট থেকে বাড়ি আর বাড়ি থেকে কোর্ট- এই করছি। দায়িত্ব দেওয়া হবে কি না জানি না। যখন যা হবে, দেখা যাবে।' এদিকে, আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে প্রসেনজিৎ ইস্তফা দিতে পারেন এমন গুঞ্জনও সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে তিনি দলের দায়িত্ব নিতে চাইবেন কি না সেটাও দেখার।

জেলার বাকি তৃণমূল নেতারা কেউ বাড়িতে বসে, আবার কেউ তলে তলে দলবদলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অনেকে আবার রাজনীতি থেকে দূরে। আরেক নেতা সৌরভ চক্রবর্তী আপাতত ধর্মীয় ও সামাজিক কাজে ব্যস্ত। এদিকে, দলের এমন কঠিন সময়ে নতুন জেলা সভাপতির দায়িত্ব যে কয়েকগুণ বেড়ে যাবে তা বোঝাই যাচ্ছে। সংগঠন নতুন করে সাজাতে হবে, বিভিন্ন আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। উত্তরের এই জেলায় ঘাসফুলের সুদিন আবার ফেরাতে দল কোন নেতার নামে ভরসা করে সিলমোহর দেয়, সেটাই এখন দেখার।

গৃহশিক্ষকতা নিয়ে হইচই

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুন : সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা আর গৃহশিক্ষকতা করছেন কি না, তা নিয়ে জেলা স্কুল পরিদর্শকের কাছে সাতদিনের মধ্যে সব তথ্য লিখিতভাবে জানাতে হবে প্রধান শিক্ষকদের। এই নির্দেশিকা পাওয়ার পরেই তথ্য জোগাড় করার কাজ চলছে। আর তাতে শিক্ষক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এই বিষয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) লক্ষণা গোলেকে ফোন করেও পাওয়া যায়নি। অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ অবশ্য স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গৃহশিক্ষকতা বন্ধের নির্দেশকে সাধুবাদ জানিয়েছে। সংগঠনের জেলা যুগ্ম সম্পাদক সুমন্ত সিংহের কথায়, 'এতদিন নিয়ম নির্দেশিকা থাকলেও তা কার্যকরী হয়নি। নতুন সরকার আসার পরে কড়া পদক্ষেপ করেছে। অনেক স্কুল শিক্ষক রয়েছেন যাঁরা গৃহশিক্ষকতার পাশাপাশি নোটও বিক্রি করছেন। তাঁদের উচিত এসব না করে স্কুলে পঠনপাঠনের মান উন্নয়নে মনোযোগ দেওয়া।'

তবে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক প্রসেনজিৎ রায় বলেন, 'যেখানে স্কুল, সেখান থেকে দূরে যদি কোনও সরকারি স্কুলের শিক্ষক তাঁর স্কুলের পড়ুয়া ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েদের পড়ান, তাতে ক্ষতি কী?' তবে স্কুল শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতা বন্ধের নির্দেশিকায় খুশি গৃহশিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

ওষুধের দোকানে অভিযান

জটেশ্বর, ১৭ জুন : জটেশ্বর, খগেনহাট ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ওষুধের দোকানগুলিতে সরকারি বিধি মানা হচ্ছে কি না, দোকানদাররা সরকারি নিয়ম ফাঁকি দিচ্ছেন কি না, সেসব বিষয় খতিয়ে দেখতে বুধবার ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের খগেনহাট বাজার ও জটেশ্বরের কয়েকটি ওষুধের দোকানে যৌথ অভিযান চালাল ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ ও ফালাকাটা থানার পুলিশ। অভিযানের সময় ওই দোকানগুলির প্রয়োজনীয় নথিপত্র, ওষুধ বিক্রির রেকর্ড এবং নিয়ন্ত্রিত ওষুধ সংক্রান্ত সরকারি বিধিনিষেধ যথাযথভাবে মানা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি ওষুধ বিক্রির ক্ষেত্রে নির্ধারিত নিয়মাবলি মেনে চলার বিষয়ে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়।

শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্যে বিতর্ক

প্রসঙ্গ : রাজবংশী স্কুল

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৭ জুন : কোচবিহার, ১৭ জুন : রাজবংশী স্কুলগুলি নিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মনের করা একটি মন্তব্য নিয়ে বিজেপির অন্দরে কার্যত বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। কোচবিহারে একটি কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, 'রাজবংশী স্কুল বলে যে স্কুলগুলির কথা বলা হচ্ছে সেগুলিকে আসলে এনজিও-র স্কুল বলা যেতে পারে। সেগুলি পূর্ণ রাজবংশী স্কুল বলে আমার জানা নেই।'

গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মনদের আন্দোলনে সাড়া দিয়ে ২০২২ সালে তৎকালীন রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গে ১৯৮টি রাজবংশী স্কুলের অনুমোদন দেয়। শিক্ষামন্ত্রীর 'এনজিও' সম্পর্কিত মন্তব্যের পরই তৎকালীন মন্ত্রীসভা ও রাজ্যপালের অনুমতির সেই নথি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন নাটাবাড়ির বিধায়ক তথা গ্রেটার নেতা গিরিজাশংকর রায়। তিনি লিখেছেন, 'যারা এই স্কুলের বিষয়ে আপত্তিকর ও বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার করছেন, তাদের জনসমক্ষে কথাগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত।' গিরিজাশংকর বলেছেন, '১৯৮টি রাজবংশী প্রাথমিক

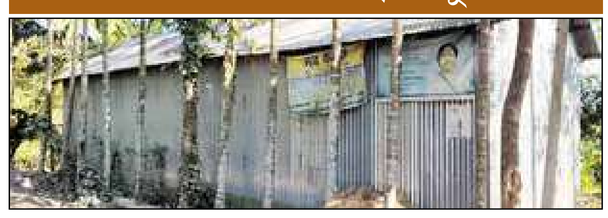

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকে নবকান্ত রাজবংশী ভাষা প্রাথমিক বিদ্যালয়। ছবি : জয়দেব

বিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়েছিল রাজ্য সরকার। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী না জেনেই মন্তব্য করছেন। না জেনে এসব বলা উচিত নয়। তাতে সেই স্কুলগুলির পড়ুয়া ও অভিভাবকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।' এদিকে, শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন বিজেপি তথা গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মনও। তিনি বলেছেন, 'মন্ত্রীসভায় অনুমোদন পাওয়া স্কুলগুলিকে শিক্ষামন্ত্রী এনজিও-র স্কুল বলছেন। যদি তাই হয়, তাহলে তিনিও এনজিও-র মন্ত্রী। তাঁর অভিজ্ঞতা কম রয়েছে। ভুল স্বীকার করা উচিত।' সব মিলিয়ে রাজবংশী স্কুল নিয়ে বিজেপির অন্দরেই এখন কার্যত তোলপাড় শুরু হয়েছে।

বিধায়ক গিরিজাশংকরের প্রকাশিত সরকারি নথি অনুযায়ী, ২০২১ সালেই মন্ত্রীসভা ১৯৮টি রাজবংশী ভাষার প্রাথমিক স্কুলের অনুমোদন দেয়। রাজ্যপালের নির্দেশ অনুযায়ী স্কুলগুলির জন্য চুক্তিভিত্তিক ৩৯৪ জন পার্শ্বশিক্ষক ও ৩৯০ জন অশিক্ষক কর্মীর পদ তৈরির নির্দেশও দেওয়া হয়। এই স্কুলগুলিকে নিয়ে উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে অনেক জলঘোলা হয়েছে। বর্তমানে স্কুলগুলির পরিকাঠামো ভালো নয়। পড়ুয়াদের সংখ্যাও তলানিতে ঠেকেছে। নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তৎকালীন মন্ত্রী উদয়ন গুহ স্কুলগুলির পরিকাঠামো তৈরির জন্য ঘর তৈরির আশ্বাস দিয়েছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত সেই কাজ আর এগোয়নি। রাজ্যে পালাবদলের আগে স্কুলগুলি তৈরির অন্যতম কান্ডারি বংশীবদন বর্মন ঘাসফুল ছেড়ে বিজেপিকে সমর্থনের ঘোষণা করেন। ঘটনাচক্রে পালাবদলও ঘটে। এই পরিস্থিতিতে রাজবংশী স্কুলগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে বর্তমান রাজ্য সরকার কী চিন্তাভাবনা করছে এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন ওই মন্তব্য করে বসেন।

- রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মনের দাবি, রাজবংশী স্কুলগুলি আসলে এনজিও-র বিদ্যালয়
- ২০২২ সালে পূর্বতন সরকার উত্তরবঙ্গে ১৯৮টি রাজবংশী স্কুলের অনুমোদন দিয়েছিল
- স্কুলের জন্য ৩৯৪ পার্শ্বশিক্ষক ও ৩৯০ শিক্ষাকর্মীর পদ তৈরির নির্দেশও দেন রাজ্যপাল

কাটমানিতে অভিযুক্ত প্রাক্তন সাংসদের ভাই

কুমারগ্রাম, ১৭ জুন : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর প্রাপকের থেকে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠল কুমারগ্রাম ব্লকের নিউল্যান্ডস চা বাগানের বাসিন্দা তথা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইকের ভাই সুবক চিকবড়াইকের বিরুদ্ধে। এনিয়ে কুমারগ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগও জমা পড়েছে। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এদিকে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন সুবক।

তিনি বলেন, 'যিনি এমন অবাস্তব একটি অভিযোগ এনেছেন তাঁকে চিনি না। কেন এমনটা করলেন জানা নেই। সঠিক তদন্ত হলেই আসল সত্য ঘটনা জনসমক্ষে বেরিয়ে আসবে।'

কুমারগ্রাম চা বাগানের শ্রমিক মহল্লার বাসিন্দা সীতারাম ধানোয়ার কুমারগ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ করে বলেন, 'বছর খানেক আগে সরকারি ঘর তৈরির জন্য দুই কিস্তিতে মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢোকে। সেসময় বাবাকে ফুসলিয়ে ১৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নেন তৃণমূলের তৎকালীন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশের ভাই সুবক। এভাবে টাকা নিয়ে নেওয়ায় ঘরের কাজ সম্পূর্ণ করতে পারিনি। নানাভাবে ভয়ভীতি দেখানোয় তখন চুপ থাকতে বাধ্য হয়েছি। এখন পরিস্থিতি পালটেছে। তাই সুবকের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ করেছি। গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীর উপযুক্ত শাস্তি এবং কাটমানির টাকা ফেরতের আবেদন জানিয়েছি। আশা করছি নতুন সরকারের পুলিশ প্রশাসনের কাছে সুবিচার পাব।'

নিউল্যান্ডস চা বাগানের এক বাসিন্দার বক্তব্য, সাহস করে সীতারাম অভিযোগ করেছেন। বাকিরা এখনও ভয় পাচ্ছেন। নিউল্যান্ডস কুমারগ্রাম সংকোশ (এনকেএস) গ্রাম পঞ্চায়েতজুড়ে এমন তিন শতাধিক উপভোক্তা রয়েছেন, যাঁদের থেকে নানাভাবে চাপ দিয়ে কিংবা ফুসলিয়ে ২ থেকে ১৫ হাজার পর্যন্ত কাটমানি আদায় করেছেন অভিযুক্ত সুবক ও তাঁর শাগরেদরা।

সাংসদ দাদার নাম ভাঙিয়ে এভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করলে তোলাবাজদের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ সব পেয়ে যাবে।

প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৭ জুন : ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কয়েক কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে, তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব নার্জিনারির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে তদন্তের দাবিতে পুলিশের দ্বারস্থ হলেন বিজেপি নেতা অর্জুন বিশ্বাস। বুধবার তিনি কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়িতে অভিযোগ জানান।

একইসঙ্গে অর্জুন তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সহ সভাপতি প্রেমানন্দ দাস ও বারবিশা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক কার্তিক সাহার বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ, ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত সমিতি দখলের জন্য তাঁরা বিজেপি কর্মীদের ওপর অত্যাচার করেন। সেই সময় বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য প্রতাপ লামাকে অপহরণ করা হয় বলে দাবি।

অর্জুন বলেন, 'বিপ্লব নার্জিনারি ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে প্রায় ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৫৭৬ টাকার দুর্নীতি করেছেন। বিষয়টির তদন্ত হওয়া দরকার।' বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বাবুলাল সাহার কথায়, '২০১৮ সালের পর থেকে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ওপর ব্যাপক অত্যাচার চালানো হয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে উপেক্ষা করে অনৈতিকভাবে পঞ্চায়েত সমিতি দখল করা হয়েছিল।'

যদিও মোবাইল বন্ধ থাকায় অভিযোগ সম্পর্কে বিপ্লব ও প্রেমানন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the Photograph of Keshab Biswas, Father's Name - Jaladhar Biswas, of Baro Bangla, PO - Jatigara, PS- Sitai, Dist - Coochbehar, who has been missing Since 14.01.2020, at about 00.00hrs, work place at Bangalore, Description of this missing person is: Age - 24 Years, Complexion - Fair, Height -5 Feet, Wearing - Sky blue ganji, blue jeans, Language - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120

ICA-D876(3)/2026

মহাসড়কে পার্কিংয়ে ভোগান্তি

জনকল্যাণ শিবিরের জের

পলাশবাড়ি, ১৭ জুন : সোমবার থেকে জনকল্যাণ শিবির শুরু হয়েছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি পঞ্চায়েত কার্যালয়ে। এই কার্যালয়টি একেবারেই ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়ক ঘেঁষেই। আর এখানে ব্লকের ৬টি পঞ্চায়েতের হাজার হাজার মানুষ আসছেন। অনেকেই বাইক নিয়ে আসছেন। কেউ কেউ আসছেন টোটোয়। অফিসের আশপাশে কোথাও ফাঁকা জায়গা নেই। তাই মহাসড়কের একটি লেনের ওপরই রাখা হচ্ছে সমস্ত যানবাহন। এদিকে লোকজনের ভিড়ের জন্য কিছু অস্থায়ী দোকানপাটও বসেছে। সেইসব দোকান দেওয়া হয়েছে মহাসড়কের ডিভাইডারে।

বুধবার ছিল পলাশবাড়ির জেলা পরিষদের শিলবাড়িহাটের সাপ্তাহিক বাজার। তাই রাস্তায় ব্যাপক ভিড় হয়। মাঝে মাঝে যানজটও লেগে যায়। অন্যদিকে, জনকল্যাণ শিবির আরও একদিন বাড়ানো হয়েছে। তাই যানজটের জন্য মানুষের ভোগান্তির পাশাপাশি দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে।

যদিও পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুপর্ণা বর্মনের বক্তব্য, 'বিভিন্ন এলাকা থেকে পরিষেবা নিতে মানুষ আসছেন। ভিড় তো হচ্ছেই। তবে রাস্তায় পুলিশ নজরদারি চালাচ্ছে। যানজট কিছুটা হলেও, দ্রুত রাস্তা ঠিক করে দিচ্ছে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত তো কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। আমরাও সতর্ক আছি।' গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে খবর, এখানকার জনকল্যাণ শিবিরে রোজ গড়ে ১৩-১৫ হাজার মানুষ আসছেন। কারণ, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-১, শালকুমার-২, পাতলাখাওয়া, চকোয়াখেতি, মথুরা ও পূর্ব কাঁঠালবাড়ি পঞ্চায়েতের মানুষের জন্য জনকল্যাণ শিবির চলছে পূর্ব কাঁঠালবাড়িতে। কেউ ৩০ কিমি, কেউ ২০-২৫ কিমি দূর থেকে শিবিরে আসছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় দিন অনেকে এসে ফর্ম না পেয়ে বাড়ি ফিরে যান। তাঁরা এদিন শিবিরে আসেন। এর মধ্যে অনেকেই আসছেন বাইক নিয়ে। কিন্তু শিবিরের আশপাশে কোথাও বাইক রাখার জায়গা নেই। তাই মহাসড়কেই বাইক পার্কিং করছেন। শালকুমারহাটের শংকর রায়ের কথায়, 'প্রথম দিন এসে কোনও কাজ হয়নি। আজ আবার এসেছি। কিন্তু বাইক রাখার জায়গা নেই। তাই রাস্তার ধারেই বাইক রাখতে হচ্ছে।' বাইকের পাশাপাশি কেউ কেউ টোটোও রাস্তার ধারে পার্কিং করছেন।

মহাসড়কেই বাইক পার্কিং। বুধবার পূর্ব কাঁঠালবাড়ি পঞ্চায়েত অফিসের সামনে।

পঞ্চায়েত অফিসের সামনে তিলধারণের জায়গা নেই। এখানে মহাসড়কের দুটি লেন পাকা করা হয়। দুই লেন দিয়েই যানবাহন যাতায়াত করত। কিন্তু শিবিরের জন্য দক্ষিণের লেনটি গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই উত্তরের লেন দিয়েই সব যানবাহন যাতায়াত করছে। পাতলাখাওয়ার শিবেন বর্মন বলছিলেন, 'এভাবে ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত মিলে এক জায়গায় শিবির করার কোনও মানেই হয় না। গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক শিবির করলেই এত ভিড় ও ভোগান্তি হত না।'

পূর্ব কাঁঠালবাড়িরই বাসিন্দা সুজিত সরকার বলছেন, 'যদি এতগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে করতেই হয়, তাহলে শিলবাড়িহাট ফুটবল মাঠেই তো করা যেত। সেখানে গাড়ি পার্কিংয়েরও সমস্যা হত না।' এ বিষয়ে পূর্ব কাঁঠালবাড়ি পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কমলেশ্বর বর্মনের প্রতিক্রিয়া, 'সরকারিভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে শিবির করার নির্দেশ। তাই এখানেই হচ্ছে। এ জন্য শিবির আরও একদিন বাড়ানো হয়েছে।'

নাবালক চোর নিয়ে চিন্তিত পুলিশ

মাদারিহাট, ১৭ জুন : মাদারিহাটে চার নাবালক চোরের গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ পুলিশ ও সাধারণ মানুষ। মঙ্গলবার রাতে রবীন্দ্রনগরের শুভরথ ছেত্রীর বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। শুভরথ বলেন, 'চোররা পেছনের জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে আলমারি থেকে নগদ প্রায় ৩০ হাজার টাকা ও সোনার গয়না নিয়ে পালিয়েছে। আমরা গভীর ঘুমে থাকায় টের পাইনি।'

পুলিশ সূত্রে খবর, এই নাবালক গ্যাং চুরির টাকায় নেশা করে। ধরা পড়লেও জুভেনাইল কোর্টের আইনি হ্যাপা এড়াতে চোরাই সামগ্রী উদ্ধার করে অনেক সময় তাদের ধমকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় পুলিশ। আর সেই সুযোগই কাজে লাগাচ্ছে গ্যাংটি।

দিনকয়েক আগেও দোকানে কাঁসার বাসনপত্র চুরির ঘটনায় তাদের ধরে ছেড়ে দেওয়া হয়। মাদারিহাট থানার ওসি অভিষেক রায় জানান, পুরো ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন হুগলি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলি - এর একজন বাসিন্দা সুশান্ত ধারা - কে

28.03.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 48B 63724 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি অনেক মানুষের জন্য বড় চমক নিয়ে আসে কারণ কোটিপতি হওয়াটা প্রত্যেকেরই স্বপ্ন। মাত্র কয়েক দশ টাকা খরচ করে ডিয়ার লটারি কিনে সকলেই তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৩১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩ আষাঢ় ১৪৩৩

অবিশ্বাসের বাতাবরণ

গত লোকসভা নির্বাচনে 'ইন্ডিয়া' জোট বিজেপি ও এনডিএ-র বিরুদ্ধে বিকল্প শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু গত দু'বছরে সেই জোটের অন্দরে ফাটল বেআব্রু হয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি দিল্লিতে 'ইন্ডিয়া'র বৈঠকে ডিএমকে ও আপ শামিল হয়নি। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিজেপি-আরএসএসকে রুখতে প্রতিরোধের রাস্তায় নামার ডাকের সঙ্গে একমত নয় ডিএমকে।

দলের মুখপত্র 'মুরাসোলি'-তে রাহুলকে রাজনৈতিকভাবে অপরিপক্ক বলা হয়েছে। তাঁর 'অসততা'কে যেভাবে দায়ী করা হয়েছে, তা 'ইন্ডিয়া' জোটের ফাটলকে চওড়া করেছে। প্রায় একই সুর শোনা গিয়েছে কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএম নেতা পিনারাই বিজয়নের গলায়। তাঁরও অভিযোগ, কেরলে সিপিএমের অন্ধ বিরোধিতা করতে গিয়ে রাহুল প্রকারান্তরে বিজেপির সুবিধা করে দিচ্ছেন।

তাঁর বাড়িতে ইডি'র হানার বিষয়টির উল্লেখ করেও রাহুলকে নিশানা করেছেন পিনারাই। জোটের এই অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও পারস্পরিক কাদা ছোড়াছুড়িতে স্পষ্ট, কংগ্রেসকে নিয়ে শরিক দলগুলির সংশয় ও আপত্তি দূর তো হয়ইনি, বরং আরও ঘনীভূত হয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্ব অবশ্য শরিকদের আপত্তিকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে নিজের শর্তে জোটের অভিমুখ নির্ধারণ করতে চাইছে। যা আঞ্চলিক দলগুলির ক্ষোভের মূল কারণ।

বিহারে বিধানসভা ভোটে বিপর্যয়ের পর কংগ্রেসের দিকে জোটের শর্ত লঙ্ঘনের আঙুল তুলেছিল আরজেডি। তবে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা হারানোর পর সোনিয়া ও রাহুল গান্ধির সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুসম্পর্ক বজায় রাখার বার্তা দিচ্ছেন। তা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার জন্য। কারণ তৃণমূল এখন কার্যত ত্রিধাবিভক্ত এবং এই রাজনৈতিক সংকটে শ্যাম ও কুল বজায় রাখতে হিমসিম খাচ্ছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের সঙ্গে মসৃণভাবে চলার বার্তা দিলেও মানসিকভাবে তিনি কতটা প্রস্তুত, সেটা বড় প্রশ্ন। বিপরীতে অন্ধ্রপ্রদেশ বাদে দক্ষিণ ভারতের বাকি রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস নিজেদের শক্তি বাড়িয়ে (তামিলনাড়ুতে টিভিকে'র সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে) বিজেপি বিরোধী লড়াইকে তীব্র করার বার্তা দিয়েছে।

রাহুলের দাবি, বিজেপি-আরএসএসের রণকৌশল ও সর্বগ্রাসী রাজনীতি কংগ্রেস যতটা অনুধাবন করতে পেরেছে, আঞ্চলিক দলগুলি তা পারেনি। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সংবিধান রক্ষার লড়াইয়ের বিষয়ে তাঁর বিজেপি বিরোধী অবস্থানের সঙ্গে শরিকরা কতটা একাত্ম, সেটা নিয়ে সংশয় আছে।

জোট রাজনীতির অন্যতম প্রধান শর্ত জোটধর্ম পালন করে চলা। কিন্তু 'ইন্ডিয়া' জোটের অনেক শরিক 'জোটে থাকব অথচ জোটধর্ম মানব না' গোছের মানসিকতা নিচ্ছে। তাতে জোট মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবর 'একের বিরুদ্ধে এক' প্রার্থী দেওয়ার কথা বলেন। অথচ অতীতে গোয়া, মেঘালয়ের মতো কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটিগুলিতে হাত শিবিরের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়ে সেকথার উলটো পথে হেঁটেছেন।

একই কথা প্রযোজ্য আম আদমি পার্টির ক্ষেত্রে। দিল্লি ও পঞ্জাবে কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধের জেরে গোয়া এবং গুজরাটে প্রার্থী দিয়ে বিরোধী ভোটব্যাংকে থাবা বসিয়েছিল আপ। এই ধরনের আঞ্চলিক স্বার্থ ও পারস্পরিক অবিশ্বাস জোটের ভিতকে আলগা করে দিচ্ছে। সারা দেশে কংগ্রেসের বর্তমান সাংগঠনিক অবস্থায় আপাতত একক ক্ষমতায় দিল্লির মসনদ দখল অলীক কল্পনা মাত্র।

দক্ষিণ ভারতে দলটির কিছুটা সাংগঠনিক শক্তি থাকলেও পূর্ব বা উত্তর ভারতে অত্যন্ত দুর্বল। রাহুল নিজেই স্বীকার করেছেন, মোদি জমানায় ভোটে জেতার যাবতীয় ব্যাকরণ ওলটপালট করে দিয়েছে বিজেপি এবং আরএসএস। তিনি সেটা মনে করলেও বাকি শরিকদলগুলির ধারণা অনেক ক্ষেত্রে অন্যরকম। 'ইন্ডিয়া' জোট যদি পারস্পরিক দোষারোপ, কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ করে অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে যৌথ আন্দোলনের পথে না নামে, তাহলে ২০২৯ সালে রাহুলের জয়ের লক্ষ্যের বাস্তবায়ন আদৌ সম্ভব নয়।

শরিকদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ও অশান্তি চলতে থাকলে কেন্দ্রের ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন ২০২৯ সালেও অধরা থেকে যাবে বিরোধী শিবিরের কাছে।

অমৃতধারা

যতক্ষণ বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা। এই ভাবনাই হল তোমার দুঃখের কারণ। আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা। সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে তো একজনের কাছেই যাবেন। তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন মনপ্রাণ দিয়ে ডাকো। শান্তি পেতে মনের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে। মনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তিও আছে। সংসারে হয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনাকে মুক্ত করবে, নয় বন্ধনে বন্দি হবে। তোমার মনকে ভেদাভেদ শূন্য করতে শেখ, তবেই তুমিও যে কোনও কাজের মধ্যেই ভক্তিরস খুঁজে পাবে।

- শ্রীরামকৃষ্ণ

শিক্ষাঙ্গনে দুর্নীতির বিলাস ও গণবিক্ষোভ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্তরালে গজিয়ে ওঠা বেআইনি কারবার আজ মানুষকে পথে নামতে বাধ্য করেছে।

জ্যোতিপ্রসাদ রায়

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে উদ্ধার হওয়া টাকার বান্ডিল ও অস্ত্র। -ফাইল চিত্র

বিধানসভা ভোটের পর পশ্চিমবঙ্গীয় রাজনীতি ক্রমশ ঘুলিয়ে উঠেছে বিচিত্র রঙ্গ-রসিকতায়। এমনকি এই রাজনীতির থাবা থেকে বাদ যায়নি পবিত্র শিক্ষাঙ্গনও। সেখানে এখন ফুটে বেরোচ্ছে শিক্ষা ও রাজনীতির রসে-বসে টইটুম্বুর এক অভূতপূর্ব বিলাসী-সংস্কৃতির রূপ ও ছবি। ক্ষমতার পালাবদল শুধু রাজনীতিকদের ফুল-মালা বদলে সংবর্ধিত করছে না, বৃহত্তর গ্রামবাংলার মাঠঘাট ছাড়িয়ে শহর-নগর বাংলার অলিগলির মেজাজটাই আজ 'মাছ চোরে'র লিরিকে বাঁধনহারা। দিকে দিকে ফুঁসে উঠছেন সাবেকি প্রশাসনের রকমারি শোষণ, অন্যায় আর নির্যাতনে তিতিবিরক্ত ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। নির্বিশেষ এই গণদেবতা আজ রাত-দিন খুঁজে খুঁজে জনসমক্ষে তুলে ধরছেন তাঁদের অসহিষ্ণু হয়ে ওঠার দীর্ঘ লাঞ্ছনা, বঞ্চনা আর অবমাননার অকাট্য নথি-দলিল ও ক্ষতগুলি। ভয় ও অসম্মানমুক্ত খোলা হাওয়ায় বাঁচতে উৎসুক আমজনতা, একদা যারা মাথা মুড়িয়ে টিকে থাকার দুশ্চিন্তায় দিন কাটাত, আজ তারা প্রতিদিন লড়ে যাচ্ছে রাস্তায়। উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট— পেট-ভাত আর দু'দণ্ড শান্তিতে বাঙালি বাঁচতে চায়। টিকিয়ে রাখতে চায় বাপ-ঠাকুরদার মাথা উঁচু করে খেটে খাওয়া ঐক্যবদ্ধ সমাজ আর দিনের শেষে সন্তান-সন্ততির কল্যাণকামনার নিখাদ চিন্তা-পরিকল্পনা।

আপাতদৃষ্টিতে, 'অন্যায়'-এর চিহ্নসন্ধানী এই গণতৎপরতার মধ্যে মানুষের অভিজ্ঞতাজাত আক্রোশ আর প্রতিশোধের স্পৃহা লক্ষ করা যাচ্ছে। কিন্তু অত্যাচারীর বিকৃত রুচি ও কৃতকর্মের স্বরূপসন্ধানী এই জ্যান্ত 'গণবিক্ষোভ' এবং আবেগ-অভিযানকে এখন আর কোনও প্রকার বিভাজনের চালাকি দিয়ে থামানো যাচ্ছে না। হিন্দু-মুসলিম, দল-ভিন্ন দল, জাত-বর্ণ কিংবা গরিব-ধনীর চিরাচরিত 'বাইনারি' বা দ্বিমুখী বিভাজন আজ অকেজো। কারণ, নির্বাচন পরবর্তী বাঙালি এটা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে যে, শোষক সর্বদা অবৈধ ভোগদখলের কারিগর হয়। আর তাকে থামাতে পারে একমাত্র সমাজ ও ঐতিহ্য সচেতন ঐক্যবদ্ধ মানুষ। তাই পথে-প্রান্তরে সাহসী জনতার মিছিল আড়ে-বহরে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দুর্নীতি-রাজনীতি ও দখলনীতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা অবৈধ মধুচক্রগুলো ভাঙতে ভাঙতে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, সাধারণ মানুষের এই গণকৌতূহল থেকে বাদ যাচ্ছে না স্কুল-কলেজের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও। অবাঞ্ছিত দুর্নীতি ও দুর্ভোগে আষ্টেপৃষ্ঠে জর্জরিত জনতা সুযোগ পেলেই ঢু মারছে 'মানুষ' তৈরির আঁতুড়ে। তারপর সেখানে শুরু হচ্ছে লঙ্কাকাণ্ড। শিক্ষাঙ্গনের অন্তরাল কুঠুরি থেকে একে একে বেরিয়ে আসছে অবিশ্বাস্য সব রূপকথা, যা পিলে চমকানো অবক্ষয় ও মূল্যবোধের পচাগলা হাড়-কঙ্কালকে সামনে এনে দিচ্ছে।

গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয় হল সুস্থ সচেতন বোধবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক তৈরির বীজতলা, মানবসম্পদ সৃষ্টির 'বুনিয়াদি ক্ষেত্র'। অথচ পশ্চিমবঙ্গীয় রাজপাটের পরিবর্তিত জন-মেজাজ সম্প্রতি এগরার এক বিদ্যালয়ের চিলেকোঠার তালা ভেঙে যা আবিষ্কার করল, তা দেখে স্তম্ভিত না হয়ে উপায় নেই। সেখানে ধরা পড়ল নাগরিক হাড়কাটা গলি বা রেড লাইট এলাকার মতো অস্থায়ী বিলাস-বৈভবের পরিকাঠামো, রকমারি বেশবাস-প্রসাধনী আর সুরাসুখের আসর-বাসর। এটা দেখার পর বুঝতে আর বাকি থাকে না যে, শিক্ষার বীজতলায় অনেক আগে থেকেই পোকা লেগেছে। এখন সেই পচনের দুর্গন্ধ নাকে লাগছে কোনও সুনির্দিষ্ট 'আমি' বা 'তুমি'-র নয়, বরং সরাসরি জনগণের। অথচ, বছরের পর বছর এইসব ভক্ষকের হাতেই অগাধ বিশ্বাস, ভক্তি আর এক আকাশ স্বপ্নের জাল বুনে বংশের বাতি জ্বালাবার নিষ্পাপ প্রদীপগুলি গচ্ছিত দিয়ে আসতেন সাধারণ অভিভাবকরা। শিক্ষক বা শিক্ষা-প্রশাসনের ছদ্ম নামাবলি জড়ানো একশ্রেণির 'মানুষ' সেই সুযোগে দিনের পর দিন চালিয়ে গিয়েছে মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও বাগানবাড়ির আমোদ-প্রমোদ।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গজিয়ে ওঠা এইসব 'নিশিঠেক' কোনও বিচ্ছিন্ন বা স্থানীয় ঘটনা নয়। বরং, রাজনৈতিক ক্ষমতাবান শ্রেণির একাংশ বিধিবহির্ভূত সরকারি প্রশাসনের সমান্তরাল রাজত্ব চালিয়ে যেমন ব্যক্তিস্বার্থের মোচ্ছব ও ভোগ-বিলাস উদযাপন করেছে, অন্যদিকে তদানীন্তন সরকারি দল ভোট-মেশিনারি সচল ও সবল রাখার স্বার্থে রাজধর্ম পালনের সদর দরজায় তালা ঝুলিয়ে রেখেছে। তারা দীর্ঘ দেড় দশক ধরে কেবল লাভের কড়ি গুনে গিয়েছে। ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি হয়ে উঠেছে পড়াশোনাহীন নষ্টামি আর ধ্যাষ্টামির আখড়া। এই প্রত্যয়ের হাতেগরম দৃষ্টান্ত হিসেবে উঠে এসেছে কলকাতার বুকে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে সদ্য খুঁজে পাওয়া শীতাতপনিয়ন্ত্রিত সুসজ্জিত ছাদঘর। তালা ভেঙে ঢুকে মিডিয়ার কল্যাণে আমজনতা চাক্ষুষ করল তারকাখচিত হোটেলের সুবিধাযুক্ত কক্ষ এবং বেওয়ারিশ টাকার গাদা গাদা বান্ডিল, কিছু অস্ত্রও। আজব যুক্তি সাজানো হল যে, কলেজের ঘর কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছে তার চাবি নেই! তখনই স্পষ্ট বোঝা যায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক অংশও ভয়ে কিংবা চারিত্রিক স্খলনে জড়িয়ে গিয়েছে চরম অধর্মে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় চালানোর অযোগ্যতা কিংবা নিজেদের বিকৃত রুচি চরিতার্থ করতে গিয়ে তাঁরা সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন কি- ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মনে কতটা ঘৃণা, ক্রোধ আর হতাশা বুনে দিচ্ছেন? নইলে গণক্ষোভ কেন শিক্ষাঙ্গনমুখী হচ্ছে প্রতিদিন?

আজ একদিকে তীব্র বেকার সমস্যা ও কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা যুবসমাজকে গ্রাস করছে, অন্যদিকে বিগত শিক্ষা প্রশাসনের দুর্নীতির কবলে পড়ে পাকা চাকরিও ন্যায়ালয়ের আদেশে হাতছাড়া হয়েছে যোগ্য পশ্চিমবঙ্গবাসীর। এই চরম পরিস্থিতির পরেও অভিভাবকরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাবেন কি কেবল রাজনীতি কিংবা প্রমোদ-ঠেকের ভাপ-তাপ নিতে? এই করুণ ও কঠিন প্রশ্নে আজ আন্দোলিত হচ্ছে বর্তমান সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবতা। ক্রমশ অভিভাবকদের মনে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরাচরিত গরিমা, আস্থা ও বিশ্বাস। লেখাপড়া শেখা বা শেখানো তো দূর অস্ত, ভর্তি থেকে শুরু করে ক্লাস করা এবং সুস্থভাবে কলেজ বা ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়াই আজকাল মুক্তমনা স্বাধীনচেতা শিক্ষার্থীর কাছে সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যোগ্যতা থাকলেও ছাত্র-রাজনীতির দাদা-দিদিদের খপ্পরে পড়াই যেন নবাগত শিক্ষার্থীর কাছে এক অলিখিত দস্তুর। ইউনিয়নের নামে কিছু চাঁদা বা 'ভিক্ষা' সেখানে দিতেই হয়।

বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে এক অভূতপূর্ব সামাজিক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। দীর্ঘদিনের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ আজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমেছেন। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, সাধারণ মানুষের এই পুঞ্জীভূত ক্ষোভের অভিমুখ এখন স্কুল-কলেজের মতো পবিত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির দিকে। এগরার স্কুলের চিলেকোঠা কিংবা কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বিলাসবহুল গোপন কক্ষের উন্মোচন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে শিক্ষাঙ্গনের অবক্ষয়ের গভীরতা। এই প্রাতিষ্ঠানিক পচন রুখতে এবং সুস্থ শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সব পক্ষের সমন্বিত ও দূরদর্শী পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি।

এই অলিখিত নিয়মে একটু বেগড়বাই করলেই প্রথমে আসে ঝাল-মিষ্টি আবদার- 'এখানে পড়তে হলে আমাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে হবে, মিছিল-মিটিংয়ে যেতে হবে।' কথা না শুনলে জোটে হালকা সবক, অর্থাৎ 'ইউনিয়ন রুম দর্শন' এবং মানসিক-শারীরিক আদর-খুনসুটি। তারপরেও যদি পোষ না মানে, তবে পড়ে কড়া ডোজ— অবাধ্যতার জরিমানা এবং কয়েকদিন ক্লাস বন্ধের ফতোয়া। এতকিছুর পরেও ক্ষমতার রাজনীতি পোষিত শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রছাত্রী নামধারী কিছু ভেক মাফিয়ারা নবাগত কিংবা অপ্রিয় পড়ুয়াদের অসুখ নিরাময়ের নামে খুলে রাখে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের চারতলায় শীতাতপনিয়ন্ত্রিত আরোগ্য মন্দির সদৃশ স্মার্ট পাঠ-কক্ষ! বেলা গড়ালে ক্ষমতার ছাতার তলায় থাকা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সব দাদা-দিদিদের আরামদায়ক শয্যা হয়ে ওঠে নষ্ট কেষ্টবিষ্টুদের নিশিঠেক এবং ঘণ্টামূল্যে বহিরাগতদের নিরাপদ বিলাস-মহল। এই বিলাস-সংস্কৃতির শিকড়-বাকড় উপড়ে ফেলতেই প্রাথমিকভাবে নির্বাচনোত্তর বাস্তবতায় ক্ষুব্ধ ও সময়-সচেতন মানুষের এই মিছিলের অভিযাত্রা।

তবে আমজনতার এমন সাহসী লড়াই ও ইচ্ছাকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চিরস্থায়ী করতে হলে এগিয়ে আসতে হবে সততা ও শৃঙ্খলার পাঠ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, পরিচালন সমিতি, অভিভাবক এবং ছাত্র সমিতি— সবাইকে একজোট হতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষাঙ্গনের সদরে-অন্দরে পঠনপাঠন, গবেষণা, সেমিনার ও বিদ্যায়তনিক আলোচনা রুটিনমাফিক জারি রাখতে হবে। জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞানচর্চার তাল মিলিয়ে চলাটাই হবে আসল লক্ষ্য। তৃতীয়ত, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, নীতি-পরিকল্পনা ও পাঠক্রম— সব ক্ষেত্রে থাকা চাই সামঞ্জস্যপূর্ণ দিকনির্দেশনা এবং দূরদৃষ্টির ছাপ। আর্থিক আয়-ব্যয় ও নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে দরকার রুটিন ধরে নিরপেক্ষ অরাজনৈতিক কড়া নজরদারি। তবেই 'মাছ চোর'-এর লিরিকে সুবিচার ও সুস্থ বাঙালি সমাজ-সন্ধানী, শিক্ষার পরিবেশসন্ধানী ঐক্যবদ্ধ জনতার নিহিত আকুতিকে আক্ষরিক অর্থে সম্মান জানাতে পারবেন আজ, কাল ও পরশুর আসল সারথিরা।

(লেখক কোচবিহার পঞ্চানন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডিন।)

আজ

১৯৩৬ রুশ সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কির জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

২০২১ আজকের দিনে প্রয়াত হন 'দ্য ফ্লাইং শিখ' মিলখা সিং।

আলোচিত

বিরোধী দলনেতা মনোনয়নে যিনি প্রথম আবেদন করেছিলেন, তাঁকে শুনানির সুযোগ না দিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কি না, সেটাই বড় প্রশ্ন। একদিকে জালিয়াতির অভিযোগ, অন্যদিকে নতুন দাবি- এই পরিস্থিতিতে অধ্যক্ষের উচিত ছিল, দু'পক্ষকে ডেকে শুনানি করা।

- বিচারপতি কৃষ্ণ রাও

ভাইরাল/১

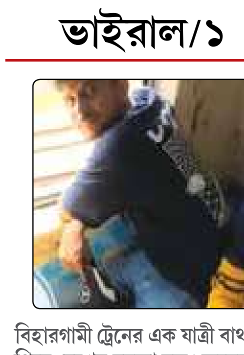

বিহারগামী ট্রেনের এক যাত্রী বাথরুমে গিয়ে দেখেন দরজা বন্ধ। অনেকবার ধাক্কার পর দরজা খুলতেই দেখেন, বাথরুমে বসে একদল টিকিটহীন যাত্রী। বেরিয়ে আসতে বলতেই তাঁর সঙ্গে অভব্য আচরণ করা হয়। তদন্তে রেল কর্তৃপক্ষ।

ভাইরাল/২

'বছরে ৫০ লাখ আয়, তাও আমি একা কেন?' কান্নায় ভেঙে পড়লেন ৩৮ বছরের নারী! চিনের এক সাপ্তাহিক 'কনে বাজার'-এর এই ভিডিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ভিডিওতে উচ্চশিক্ষিত ওই নারী পাত্রদের বাবা-মায়ের সামনে ক্ষোভে ও কান্নায় ভেঙে পড়েছেন।

জনমন জনমত

ভোটের ফল এক সপ্তাহে হলে, চাকরির পরীক্ষার নয় কেন?

সরকার আসে সরকার যায় কিন্তু শিক্ষিত বেকারদের অবস্থার আর পরিবর্তন হয় না। রাজ্য সরকারের পালাবদলের এক মাস পেরিয়ে গেল, কিন্তু তবুও আগের সরকারের সময়কার শিক্ষক নিয়োগের সমস্যার সমাধান এখনও হল না। এমনকি এসএসসি, গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি পরীক্ষার রেজাল্টও আটকে রয়েছে। এদিকে, রাজ্য পুলিশের পরীক্ষার ফলাফল সহ কলকাতা পুলিশের রেজাল্টও প্রকাশিত হয়নি। নতুন করে নিয়োগের তো কোনও খবরই নেই এখনও পর্যন্ত।

এআই।

স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণীদের একটাই প্রশ্ন, যদি ভোটের রেজাল্ট এক সপ্তাহেরও কম সময়ে প্রকাশিত হতে পারে, তাহলে চাকরির পরীক্ষার রেজাল্ট এক সপ্তাহে নয় কেন? এদেশে তৎপরতার সঙ্গে ভোট হতে পারে, সঠিক সময়ে উপনির্বাচন হতে পারে। কিন্তু চাকরির পরীক্ষার নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের সেই তৎপরতা চোখে পড়ে না, যা দুর্ভাগ্যজনক।

বছরের পর বছর চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার পর রেজাল্ট পেতে পরীক্ষার্থীদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে কেন? নোটিফিকেশন জারি করার সময় পরীক্ষার দিন, রেজাল্ট সহ নিয়োগের নির্দিষ্ট তারিখ-- সবকিছু জানানো দরকার, যেমনটা ভোটের ফলাফলের ক্ষেত্রে হয়। নতুন সরকারের কাছে এ আমার দাবি থাকল।

সব পরীক্ষার্থীর সামাজিক ও আর্থিক পরিস্থিতি সমান হয় না। ফলে সকলের পক্ষে বছরের পর বছর লেগে থাকা সম্ভব হয় না। বিশেষত প্রান্তিক এলাকার গ্রামীণ ছাত্রছাত্রীদের এই অসুবিধা কয়েকগুণ বেশি। কিন্তু এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক যে, সে বিষয়ে সরকারের ভাবার কোনও অবকাশ নেই।

তাহলে কি শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণীদের জীবন পরীক্ষার তারিখ আর রেজাল্টের অপেক্ষাতেই কেটে যাবে- প্রশ্নটা থেকেই গেল।

ভূপেশ রায়, টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে জার্মান মডেল

কর ভার লাঘবের পাশাপাশি শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বাস্তব সমীকরণ।

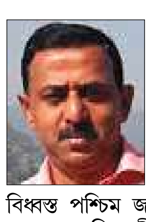

শেখর সাহা

এআই।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী ডঃ স্বপন দাশগুপ্ত সম্প্রতি রাজ্যের অর্থনীতি পুনর্গঠনের প্রসঙ্গে জার্মানির যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনরুত্থানের উদাহরণ টেনে যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তা স্বাভাবিকভাবেই গভীর কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত পশ্চিম জার্মানি মাত্র দুই দশকের ব্যবধানে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছিল। উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্প বিনিয়োগ, অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষ প্রশাসন এবং জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির সমন্বিত নীতিই ছিল এই অভাবনীয় সাফল্যের নেপথ্যে। অনেক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মনে করেন, প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সবসময় করবৃদ্ধি করা একমাত্র পথ নয়; বরং উৎপাদন ও বিনিয়োগ বাড়িয়ে অর্থনীতির সামগ্রিক আকার বড় করাই রাজকোষের আয় বাড়ানোর অধিক কার্যকর পন্থা।

জার্মানির সেই বিখ্যাত অর্থনৈতিক বিস্ময়ের অন্যতম প্রধান ভিত্তি ছিল বাজারকে গতিশীল করা এবং উদ্যোক্তাদের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। যুদ্ধোত্তর সময়ে সেখানে মূল্যনিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয়, শিল্প উৎপাদনে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হয় এবং জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করা হয়। এর ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়, শ্রমিকের মজুরি বাড়ে এবং অভ্যন্তরীণ বাজার অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অর্থাৎ তৎকালীন সরকার করের হার বাড়িয়ে নয়, বরং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটিয়ে রাজস্ব বৃদ্ধির পথ বেছে নিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে এই দর্শন অনুসরণ করার অর্থ হল শিল্পে নতুন বিনিয়োগ আনা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা কমানো।

এই প্রেক্ষাপটেই পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ওপর কর কমানোর প্রশ্নটি সামনে আসে। জ্বালানির মূল্য কমলে পরিবহণ ব্যয় সরাসরি হ্রাস পায় এবং কৃষিপণ্য থেকে শিল্পপণ্য পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে উৎপাদন ও বিপণন খরচ কমে। ফলে বাজারে মূল্যস্ফীতির চাপ কিছুটা কমতে পারে এবং সাধারণ মানুষের হাতে অতিরিক্ত অর্থ থাকে, যা তারা অন্যান্য পণ্য ও পরিষেবা ক্রয়ে ব্যয় করতে পারেন। এর ফলে বাজারে নতুন চাহিদা বাড়ে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল হয়। এই যুক্তি থেকেই অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন, করের বোঝা কমিয়ে জনগণের হাতে বেশি অর্থ তুলে দেওয়া দীর্ঘমেয়াদি অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক হতে পারে।

তবে বাস্তব পরিস্থিতি জার্মানি ও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এক নয়। যুদ্ধোত্তর জার্মানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক মার্শাল প্ল্যানের অধীনে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সহায়তা পেয়েছিল, যা তাদের শিল্প ও অবকাঠামো পুনর্গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের সামনে সেই ধরনের কোনও বাহ্যিক সহায়তার সুযোগ নেই। উপরন্তু, রাজ্যের নিজস্ব বিপুল ঋণের বোঝা, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের ব্যয়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্রমবর্ধমান খরচ এবং অবকাঠামোগত প্রয়োজনীয়তা সরকারকে নিয়মিত রাজস্ব সংগ্রহে বাধ্য করে। ফলে কর কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া তাত্ত্বিকভাবে যতটা সহজ শোনায়, বাস্তবে তা ততটাই জটিল।

নতুন শিল্প, প্রযুক্তি বিনিয়োগ, রপ্তানিমুখী উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি না হলে কর কমানোর সুফল দীর্ঘস্থায়ী হবে না, বরং রাজ্যে তীব্র রাজস্ব ঘাটতি দেখা দিতে পারে। তাই জার্মান মডেলের কথা বলা হলে শুধু কর কমানো নয়, একই সঙ্গে প্রশাসনিক সংস্কার, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ, দক্ষ মানবসম্পদ গঠন এবং শিল্পায়নের রূপরেখাও স্পষ্ট করতে হবে। এই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, রাজনৈতিক সদিচ্ছা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং শিল্পায়নের বাস্তব রূপরেখা। জার্মানির অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণ আমাদের জন্য অবশ্যই অনুপ্রেরণা হতে পারে, তবে পশ্চিমবঙ্গকে তার নিজস্ব বাস্তবতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেই উন্নয়নের নতুন পথ খুঁজে নিতে হবে।

(লেখক অক্ষরকর্মী। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৭৪

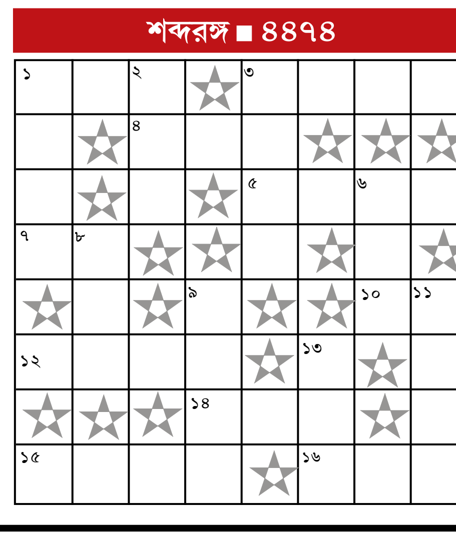

পাশাপাশি : ১। ফুলের সঙ্গে সম্পর্ক আছে ৩। প্রেতের জন্যে দেওয়া দান গ্রহণ করেন যে ব্রাহ্মণ ৪। পদচারণা করা ৫। ক্লান্তিভাব ৭। শরীরের যে অংশ কেটে ফেলে দিই ১০। একটা ফল ১২। পুরোপুরি নষ্ট ১৪। অজপাড়াগাঁ বা গণ্ডগ্রাম ১৫। সকালের জলখাবার বা ব্রেকফাস্ট ১৬। ননদের স্বামী।

উপর-নীচ : ১। পগার পার ২। সোনারও হতে পারে, রুপোরও হতে পারে, মেয়েদের অলংকার ৩। নুন আনতে পানতা ফুরানোর মতো অবস্থা ৬। ধনুক যা দিয়ে তির ছোড়া হয় ৮। সংবাদ, খোঁজ বা সন্ধান ৯। পাহাড় সংলগ্ন এলাকা বা পাহাড়তলি ১১। মাপ অনুযায়ী, মানানসই বা সমকক্ষ ১৩। পতাকা, ঝান্ডা বা নিশান।

সমাধান ■ ৪৪৭৩

পাশাপাশি : ২। তানাবানা ৫। চিতেন ৬। কাকতালীয় ৮। পান ৯। দার ১১। অপরাজিতা ১৩। বিলয় ১৪। কানখাড়া।

উপর-নীচ : ১। ছুঁচিবাই ২। তান ৩। বাহক ৪। কুলায় ৬। কান ৭। তাগর ৮। পায়রা ৯। দাতা ১০। নারায়ণী ১১। অবীরা ১২। জিরান ১৩। বিড়া।

বিন্দুবিসর্গ

ভবনে তালা

ইএম বাইপাসের ধারে তৃণমূল কার্যালয়ের দুই তলা খালি করে দেওয়া হয়েছে। তিন ও চার তলায় ঝুলেছে তালা। ভবনটির মালিক মন্টু সাহা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

আজ জয়েন্টের ফল

বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হতে চলেছে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা বা ডব্লিউবিজেইই ২০২৬-এর বহু প্রতীক্ষিত ফলাফল। বিকেল ৪টে থেকেই পরীক্ষার্থীরা বোর্ডের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে র‍্যাংক কার্ড সরাসরি ডাউনলোড করতে পারবেন।

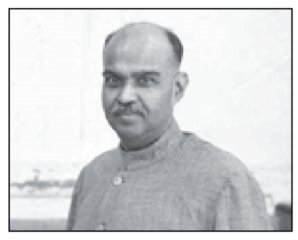

‘স্মৃতি পক্ষ’

সব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ‘স্মৃতি পক্ষ’ পালনের নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। ২৩ জুন শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুবার্ষিকী থেকে ৬ জুলাই জন্মবার্ষিকী পর্যন্ত এই কর্মসূচি পালন করতে হবে।

ভোটে নেই ককরোচ

নির্বাচনে লড়ার কোনও ইচ্ছা নেই। এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন ‘ককরোচ জনতা পার্টি’-র (সিজেপি) প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমালোচনাও শোনা যায় তাঁর গলায়।

বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি নিয়ে রায় স্থগিত

রিমি শীল

কলকাতা, ১৭ জুন : বহিষ্কৃত ব্যক্তিকে কীভাবে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসু তা নিয়ে বুধবার প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাছাই নিয়ে এদিনও একের পর এক প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করা হয়েছে অধ্যক্ষকে। বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের মন্তব্য, ‘অধ্যক্ষ ১ জুন বহিষ্কারের চিঠি পেয়ে থাকলে কীভাবে বহিষ্কৃত ব্যক্তিকে বিরোধী দলনেতা করলেন তিনি। জালিয়াতির অভিযোগ পাওয়ার পরও অন্যপক্ষকে না শুনে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় কি? শুধু এফআইআর হয়েছে বলে জালিয়াতি করেছে বলা যায় না।’

প্রথম দাবিটি ঝুলিয়ে রেখে দ্বিতীয়টি কেন সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করা হল, তা নিয়ে অধ্যক্ষ এদিনও কোনও ব্যাখ্যা দিতে না পারায় কার্যত অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি। তবে সমস্ত পক্ষের সওয়াল-জবাব শেষে রায়দান স্থগিত রাখা হয়েছে। অধ্যক্ষের তরফে এদিন জানানো হয়, তৃণমূলের প্রথম চিঠিতে বিধায়কদের বৈঠকের কোনও উল্লেখ ছিল না। তাই বৈঠকের কার্যবিবরণী ও প্রস্তাবপত্র চাওয়া হয়েছিল। পরে সই জালের অভিযোগ এবং ঋতব্রতর পক্ষে সমর্থনের প্রস্তাব পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিরোধী দলনেতা বাছাই নিয়ে নির্দিষ্ট কোনও আইন নেই। তাই প্রচলিত রীতি অনুসরণ করা হয়। কিন্তু বিচারপতি জানতে চান, ‘প্রথম আবেদন নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে অধ্যক্ষের বাধা কোথায় ছিল? কেন কোনও বৈঠক ডেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল না?’ তিনি মন্তব্য করেন, ‘সই জাল কি না, সেই প্রশ্নের থেকেও বড় কথা, যিনি প্রথম আবেদন করেছিলেন তাঁকে শুনানির সুযোগ না দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় কি না, সেটাই প্রশ্নের।’

এদিন ঋতব্রতর তরফে আইনজীবী জয়দীপ করের সওয়াল, ৬ মে’র প্রস্তাবপত্রে কোনও স্বাক্ষর না থাকায় অধ্যক্ষ আরও নথি চেয়েছিলেন। দলত্যাগ আইনানুযায়ী বিক্ষুব্ধ তৃণমূল বিধায়কদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। তাই তারা এখনও ওই দলেরই সদস্য রয়েছেন।

স্বচ্ছতা সে স্বাগত কর্মসূচির সূচনায় বাগবাজারে মায়ের ঘাট সাফাইয়ে শুভেন্দু অধিকারী। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

মাথায় ৮ লাখ কোটির দেনা

নির্মলার দ্বারে স্বপন

নবনীতা মণ্ডল ও স্বরূপ বিশ্বাস

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৭ জুন : পূর্বতন সরকারের বাতিল করা ২০ হাজার কোটি টাকার শিল্প ভর্তুকি ফিরিয়ে এনে আসন্ন রাজ্য বাজেটে বিরাট চমক দিতে চলেছে রাজ্যের নতুন ডাবল ইঞ্জিন সরকার। একদিকে ঘাড়ের ওপর আট লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা, আর অন্যদিকে শিল্পায়নের শূন্য খাতা- এই জোড়া চ্যালেঞ্জ সামলাতেই বুধবার সোজা দিল্লি উড়ে গিয়েছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। সেখানে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান অশোক লাহিড়ির সঙ্গে একান্তে দীর্ঘ বৈঠক সেরে ব্লু-প্রিন্ট পকেটে নিয়ে কলকাতায় ফিরেছেন তিনি। সংঘাতের পুরোনো রাজনীতি ভুলে, কেন্দ্রের সঙ্গে সুসমন্বয় রেখেই বাংলার ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন স্বপনবাবু। ফিরে এসেই এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে আগামী ২২ জুন পেশ হতে চলা পূর্ণাঙ্গ বাজেটের চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি করতে নিজের দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক শুরু করে দিয়েছেন।

প্রশাসন সূত্রে খবর, সামাজিক প্রকল্পের দোহাই দিয়ে আগের সরকার গত বছর এক ঝটকায় শিল্পের যাবতীয় আর্থিক সুবিধা কেড়ে নেওয়ায় বাংলা থেকে মুখ ফিরিয়েছিলেন লগ্নিকারীরা। সেই বিশ্বাসযোগ্যতা ও শিল্পের আস্থা ফেরাতেই এবার নতুন সেটাই এখন অর্থমন্ত্রীর পাখির চোখ।

বাজেট পেশের আগে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় রাজ্যপাল আর এন রবির ভাষণ দিয়ে শুরু হতে চলেছে নতুন সরকারের প্রথম বাজেট অধিবেশন। দুর্নীতি দমনে

নির্মলা-স্বপন সাক্ষাৎ। বুধবার দিল্লিতে। -পিটিআই

আইন এনে এই ভর্তুকি প্রকল্পগুলো পুনরুজ্জীবিত করার মাস্টারপ্ল্যান ছকে ফেলেছে নবান্ন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য আগেই বণিকসভাগুলিতে এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। নতুন করে কর না বাড়িয়ে কীভাবে রাজ্যের রাজস্ব আয় বাড়ানো যায় এবং শিল্পের এই বিপুল ছাড়ের ঘাটতি মেটাতে দিল্লির কোনও বিশেষ প্যাকেজ আনা যায় কি না, জিরো টলারেন্স নীতি থেকে শুরু করে নারী ক্ষমতায়ন, অন্নপূর্ণা যোজনা এবং বেকারদের জন্য ‘যুবসাথী’ প্রকল্পের কথা রাজ্যপালের বক্তব্যে উঠে আসবে বলেই খবর। পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুরের দাদনপাত্রবাড় প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্রবন্দর এবং এই ঐতিহাসিক শিল্প-ভর্তুকি ফেরানোর ব্লু-প্রিন্টই হতে চলেছে রাজ্যের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের সবচেয়ে বড় চমক।

রাজভরের দাবি ভিত্তিহীন, মন্তব্য রামগোপালের

এসপিতে ভাঙনের জল্পনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ জুন : বিরোধী শিবিরে একইসঙ্গে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে তিন রাজ্যে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সংকট এবং মহারাষ্ট্রে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা (ইউবিটি)-তে সম্ভাব্য ভাঙনের জল্পনার মধ্যেই এবার দেশের বৃহত্তম রাজ্য উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি (এসপি)-কে ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক। যোগী আদিত্যনাথ সরকারের মন্ত্রী তথা সুহেলদেব ভারতীয় সমাজ পার্টির (এসবিএসপি) প্রধান ওমপ্রকাশ রাজভর দাবি করেছেন, খুব তাড়াতাড়ি অখিলেশ যাদবের নেতৃত্বাধীন সপায় বড়সড়ো ভাঙন দেখা যাবে।

রাজভর জানান, সপার প্রবীণ নেতা রামগোপাল যাদব না কি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র কাছে একটি চিঠি জমা দিয়েছেন। অখিলেশের দলের একাংশ বিজেপিতে যোগ দিতে প্রস্তুত। রাজভরের দাবি, ‘এটা একশো শতাংশ সত্যি। রাজভর যা বলেন, সাহসের সঙ্গে এবং সত্যি বলেই বলেন। রামগোপাল যাদব একটি তালিকা তৈরি করে অমিত শা-র হাতে তুলে দিয়েছেন। আমি দু’জনের হাসিমুখ দেখেছি। যখন দুই হৃদয়ের মিলন হয়, তখন কথা না হলেও অনেক কিছু বলা হয়ে যায়।’

রাজভর আরও জানান, ওই চিঠির মূল বক্তব্য ছিল, সংশ্লিষ্ট নেতাদের যেন কোনও ক্ষতি না হয়। তাঁরা বিজেপিতে যোগ দিতে প্রস্তুত। যদিও তিনি কোনও নেতার নাম প্রকাশ করেননি। সাংবাদিকরা প্রমাণ চাইলে তিনি বলেন, ‘এখনই নাম বলে দিলে পুরো পরিকল্পনাটাই নষ্ট হয়ে যাবে। কয়েকদিন অপেক্ষা করুন।’

> **রামগোপাল যাদব একটি তালিকা তৈরি করে অমিত শা-র হাতে তুলে দিয়েছেন। আমি দু’জনের হাসিমুখ দেখেছি।**
>
> **ওমপ্রকাশ রাজভর**

২০২২ সালে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে রাজভরের দল সপার সঙ্গে জোট করে ১৯টি আসনে লড়েছিল এবং ছয়টিতে জয় পেয়েছিল। তবে ভোটের কয়েক মাস পরই তিনি অখিলেশ যাদবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আবার এনডিএ-তে যোগ দেন।

যদিও রাজভরের এই দাবিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন সপা সাংসদ রামগোপাল যাদব। তাঁর জবাব, ‘আমি কোনও চিঠি দিয়েছি কি না, সেটা অমিত শা-কেই জিজ্ঞাসা করুন। দেশে কেউ ওমপ্রকাশ রাজভরকে গুরুত্ব দেয় না। উনি সবসময় এমনই কথা বলেন। উনি নিজেই জানেন না কী বলছেন।’ রামগোপাল যাদবের বক্তব্য, সমাজবাদী পার্টির মধ্যে কোনও সমস্যা নেই এবং এ ধরনের প্রচার কেবল গুজব ছড়ানোর চেষ্টা।

আয় বাড়াতে নয়া ফন্দি জুকেরবার্গের

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন : ‘হোয়াটসঅ্যাপ হঠাৎ ‘প্লাস’ সাবস্ক্রিপশন নিতে বলছে কেন?’ সম্প্রতি অনেকেই এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন। দীর্ঘদিন ধরে যে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম বা হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীরা একেবারে বিনামূল্যে পেয়ে এসেছেন, সেই মেটা-ই এবার হাঁটছে সাবস্ক্রিপশনের রাস্তায়। ভারতে হোয়াটসঅ্যাপ প্লাসের সাবস্ক্রিপশন শুরু হচ্ছে মাসে ৯৯ টাকা থেকে। আর এই হঠাৎ ভোল বদলের নেপথ্যে রয়েছে মার্ক জুকেরবার্গের উচ্চাভিলাষী এআই বা কৃত্রিম মেধা প্রকল্প।

মেটা-র রোজগারের ৯৭ শতাংশের বেশি আসে বিজ্ঞাপন থেকে। কিন্তু এআই-এর ইঁদুরদৌড়ে গুগল বা মাইক্রোসফটের থেকে পিছিয়ে পড়া মেটাকে এখন নতুন করে পরিকাঠামো গড়তে হচ্ছে। এই খাতে ২০২৬ সালের মধ্যে প্রায় ১২৫-১৪৫ বিলিয়ন ডলার খরচের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে তারা। যার মধ্যে শুধু ‘স্কেল এআই’-এর প্রতিষ্ঠাতাকে নিয়োগ করতেই খরচ হয়েছে ১৪.৩ বিলিয়ন ডলার! এমনকি ভারতেও রিলায়েন্সের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জামনগরে এআই ডেটা সেন্টার বানাচ্ছে মেটা।

এই বিপুল খরচ সামলাতেই এবার ইউজারদের পকেটে হাত দিতে চাইছে মেটা। টেক-বিশ্লেষকদের মতে, শুধু বিজ্ঞাপনের টাকায় এই এআই পরিকাঠামোর খরচ তোলা সম্ভব নয়, তাই এই নতুন আয়ের পথ খোঁজা। তবে প্রোফাইল কাস্টমাইজেশন বা স্টোরি লুকিয়ে দেখার মতো সাধারণ কিছু ফিচারের জন্য ইউজাররা মাসে মাসে টাকা দিতে কতটা আগ্রহী হবেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

ধুলোঝড়ের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছোনোর চেষ্টা। বুধবার প্রয়াগরাজে।

অভিষেককে ফের তলব

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন : লোকসভায় তৃণমূলের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের তলব করলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। ১৯ জুন বিকাল ৫টায় তৃণমূলে ভাঙন এবং বিদ্রোহী সাংসদদের পৃথক গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতির দাবি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য শুনতে চান স্পিকার। আইন, বিধি এবং সাংবিধানিক নিয়ম মেনেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন স্পিকার।

পাশে থাকব, মোদিকে আশ্বাস ট্রাম্পের

তিন নাবিকের মৃত্যুতে চড়া সুর

এভিয়ান (ফ্রান্স), ১৭ জুন : ইরান-শান্তি চুক্তির শর্তাবলি নিয়ে জল্পনা আর ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে ফ্রান্সের এভিয়ানে জি৭ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে মুখোমুখি বৈঠকে বসলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত ১৬ মাসের মধ্যে এটি দুই রাষ্ট্রপ্রধানের প্রথম দ্বিপাক্ষিক বৈঠক। শুল্ক যুদ্ধ, পশ্চিম এশিয়া নীতি এবং ভারত-আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে শৈত্যপ্রবাহের মাঝে বুধবারের এই বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। বৈঠক সেরে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করেন দুই শীর্ষ নেতা।

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে দুই নেতার মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি, জ্বালানি নিরাপত্তা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়। আমেরিকার চাপানো নতুন শুল্ক নীতি এবং এইচ-১বি ভিসা সংক্রান্ত সমস্যা দূর করার ব্যাপারে ভারতের তরফে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে থমকে থাকা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তিটি দ্রুত চূড়ান্ত করার বিষয়েও দুই দেশের নেতৃত্ব একমত হয়েছেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা সবসময় ভারতের পাশে থাকব। ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় ভারতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকার পরীক্ষিত সহযোগী হল ভারত।’ মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, ‘ভারতের সঙ্গে আমাদের গভীর নিরাপত্তা সহযোগিতা রয়েছে। কেউ আক্রমণ করলে আমরা ভারতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তৈরি।’

> **এই সংঘাতে ভারতীয়রাও প্রাণ হারিয়েছেন। আন্তর্জাতিক জলসীমায় নাবিকদের নিরাপত্তা এবং সমুদ্র বাণিজ্য পথ সুরক্ষিত রাখা গোটা বিশ্বের যৌথ দায়িত্ব**
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

ট্রাম্প ও মোদির ব্যক্তিগত সুসম্পর্কের রসায়নও এদিন নজর কেড়েছে। শীর্ষ সম্মেলনের একটি মধ্যাহ্নভোজে নরেন্দ্র মোদির ভূয়সী প্রশংসা করতে গিয়ে ট্রাম্প ঠাট্টার ছলে মন্তব্য করেন, ‘প্রধানমন্ত্রী মোদির মতো আমি অতটা শান্ত বা ধীরস্থির নই, উনি এক্কেবারে ‘টোটাল কিলার’। ওঁর দিকে তাকিয়েই দেখুন।’

তবে এবারের সম্মেলনে ভারতের পক্ষ থেকে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে। ট্রাম্পের উপস্থিতিতেই জি৭-এর অধিবেশনে সুর চড়ান মোদি। ওমান উপকূল এবং হরমুজ প্রণালীতে সাম্প্রতিক সামরিক সংঘাতের জেরে আন্তর্জাতিক সমুদ্র বাণিজ্যের যে ক্ষতি হচ্ছে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। মার্কিন নৌবাহিনীর অভিযানের কারণে সাম্প্রতিক অতীতে ৩ জন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যুর ঘটনাটি ট্রাম্পের সামনেই উত্থাপন করেন মোদি। বিশ্বনেতাদের সতর্ক করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এই সংঘাতে ভারতীয়রাও প্রাণ হারিয়েছেন।’ তিনি জোর দিয়ে বলেন, ‘আন্তর্জাতিক জলসীমায় নাবিকদের নিরাপত্তা এবং সমুদ্র বাণিজ্য পথ সুরক্ষিত রাখা গোটা বিশ্বের যৌথ দায়িত্বে।’ একই সঙ্গে, বৈশ্বিক রাজনীতিতে তৈরি হওয়া পারস্পরিক ‘আস্থার সংকট’ দূর করতে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগানের বিখ্যাত উক্তি উদ্ধৃত করে মোদি বলেন, ‘বিশ্বাস করুন, তবে যাচাই করে নিন।’

এদিন জি৭ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের স্বভাবসিদ্ধ উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। সম্মেলনের শেষ দিনে অন্যান্য বিশ্বনেতারা যখন নিজের নিজের আসনে বসে আছেন, তখন নাটকীয়ভাবে সভাকক্ষে ঢুকে ট্রাম্প ঘোষণা করেন, ‘আই অ্যাম দ্য বস’ (আমিই এখানে প্রধান)। যা শুনে সেখানে উপস্থিত নেতারা হেসে ওঠেন।

আজ টিভিতে

আদি শক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.১৫ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড, দুপুর ১২.০০ সিঁথির সিঁদুর, বিকেল ৩.৩০ অগ্নি, সন্ধে ৬.৪৫ দেবী, রাত ১০.১৫ সেন্টিমেন্টাল

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ মস্তান, দুপুর ১.০০ চ্যালেঞ্জ, বিকেল ৪.০০ লভ ম্যারেজ, সন্ধে ৬.৪৫ জীবন নিয়ে খেলা, রাত ৯.৪৫ ওয়ান্টেড

জি বাংলা সোনার : সকাল ১০.০০ মায়ের আশীর্বাদ, দুপুর ১.০০ বৌমার বনবাস, বিকেল ৪.০০ বরকনে, সন্ধে ৬.৩০ পুত্রবধূ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পরমা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ক্রিমিনাল

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.১৮ বাটারফ্লাই, দুপুর ১.৩২ খুঁখার, বিকেল ৪.০৫ আই, সন্ধে ৭.৩০ চক্র, রাত ১০.২০ নাগমতী

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪৩ সনম তেরি কসম, বিকেল ৫.২২ সাহো, সন্ধে ৭.৫৯ রক্ষা বন্ধন, রাত ১০.০৮ অন্তিম : দ্য ফাইনাল ট্রুথ

লভ ম্যারেজ বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

দ্য অ্যানিমাল উইদিন রাত ৯.৫০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

রক্ষা বন্ধন সন্ধে ৭.৫৯ অ্যান্ড পিকচার্স

ফলতায় বিক্ষোভকারীরা রাষ্ট্রদ্রোহী : শুভেন্দু

কলকাতা, ১৭ জুন : ফলতায় বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দায়ের করার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলতার তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মঙ্গলবার ফলতা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানোর কর্মসূচি নিয়েছিল স্থানীয় তৃণমূল। সেই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া জাহাঙ্গিরের স্ত্রী। তৃণমূলের সেই বিক্ষোভ কর্মসূচির জেরে আন্দোলনকারীদের বাগে আনতে পুলিশকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে নামাতে হয় র‍্যাফ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। বুধবার ফলতার ফতেপুরে জনকল্যাণ শিবির পরিদর্শনে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘এসপি-কে বলে যাচ্ছি ভিডিওতে যতজনকে দেখা গিয়েছে, কেউ যেন বাড়িতে না থাকে। প্রত্যেককে আইনের আওতায় আনতে হবে।’

মঙ্গলবার তৃণমূলের ওই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে কোনও অনুমোদন ছিল না পুলিশের। অভিযোগ, বিক্ষোভ প্রতিবাদের নামে আন্দোলনকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়ে। মুক্তির দাবিতে জাহাঙ্গিরের স্ত্রীর নেতৃত্বে একসময় তাঁরা থানা ঘেরাওয়ের চেষ্টা করেন। মঙ্গলবারের সেই ঘটনার কথা উল্লেখ করে ফলতার জনকল্যাণ মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘টিভিতে দেখলাম এখানে কিছু লোক একজন মাফিয়ার স্ত্রীর নেতৃত্বে পুলিশ এবং আধাসেনাকে আক্রমণ করতে গিয়েছিল। কেউ যদি মনে করেন আইন হাতে তুলে নেবেন, তা হবে না। কোনও গুন্ডামি, জঙ্গিপনা চলতে দেওয়া হবে না।’

যদিও বিক্ষোভকারীদের দাবি, মঙ্গলবার ধৃত জাহাঙ্গির খানকে হাফপ্যান্ট পরিয়ে এলাকায় পুলিশ কেন ঘোরাল, সেই প্রশ্নের জবাব চাইতে জাহাঙ্গির খানের মুক্তির দাবিতে থানায় গিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু আচমকাই তাঁদের ওপর হামলা চালায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর তাড়া খেয়ে পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করছেন বিক্ষোভকারীরা।

ফলতাবাসীদের আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ‘আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, যত বড় মাফিয়া বা ডন হোন না কেন রাজ্যের বিজেপি সরকার তাঁদের সবক শেখাবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য।’ এদিকে ফলতার মঞ্চ থেকে শিবিরের মেয়াদ আরও একদিন বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রথম দফায় রাজ্যে মোট ১১০০টি জায়গায়

> **এসপি-কে বলে যাচ্ছি ভিডিওতে যতজনকে দেখা গিয়েছে, কেউ যেন বাড়িতে না থাকে। প্রত্যেককে আইনের আওতায় আনতে হবে।**
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

জনকল্যাণ শিবিরের আয়োজন করেছে রাজ্য। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা নেহাতই সামান্য। তার সঙ্গে রয়েছে শিবিরগুলিতে চূড়ান্ত অব্যবস্থা। বুধবার হাওড়ার সাঁকরাইলে এমনই এক ঘটনায় অসুস্থ হওয়া প্রৌঢ়াকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। শিবিরের পরিকাঠামোগত অব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, ‘প্রতিটি শিবিরেই স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ওই প্রৌঢ়াকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হল কেন? এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে শিবিরগুলি নিয়ে সরকারি প্রচারই সার।’

এদিকে, এদিন জঙ্গলরাজের অবসান করে ফলতাকে আদর্শ বিধানসভা হিসেবে গড়ে তোলার আশ্বাসও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

জি৭-এ আড্ডায় মশগুল রাষ্ট্রনেতারা

এভিয়ান-লে-বেঁ, ১৭ জুন : যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে। যাঁরা বছরভর গুরুগম্ভীর আলোচনায় ব্যস্ত থাকেন, কিংবা যুদ্ধ-হামলায় পিছপা হন না, তাঁরাই আবার শক্তিধর সাত ভাইয়ের সভার ফাঁকে অনায়াসে মেতে ওঠেন খোলামেলা আড্ডায়। দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাষ্ট্রনেতাদের আলগা মন্তব্যের ফুলকি তাঁদের অজান্তেই লুফে নিয়ে ছড়িয়ে দেয় মাইক্রোফোনের সেন্সর।

ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির ধূমপানে আসক্তি সবার জানা। সেই নিয়ে তাঁকে খোঁচা মারেন জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিক মার্জ, ‘বলি, আজ সকাল থেকে ক’টা হল?’ সহাস্যে মেলোনির উত্তর, ‘সত্যি বলছি, পয়লা মে থেকে আর ছুঁইনি।’ শুনেই কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি টিপ্পনী কাটেন, ‘সাফল্যের রহস্যটা কী? নিকোটিন প্যাচ ব্যবহার করছ নাকি?’

‘মেলোডি’ রসায়নও বাদ পড়ে না আড্ডায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা হতেই গুনগুনিয়ে ওঠেন মেলোনি, ‘আজ আবার সেই পথে দেখা হয়ে গেল! জানেন তো, ইনস্টাগ্রামে আমরাই এখন সেরা জুটি!’

ইতিমধ্যে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ নিজের ঘড়ি ফেলে গেলে রসিকতা শুরু করেন মার্ক কার্নি। তিনি বলেন, ‘আপনি ঘড়ি ফেলে গেছেন, ওটা এখন আমাদের জিম্মায়।’ শুনেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের তড়িৎ আবদার, ‘ওটা আমার কব্জিতেই মানাবে ভালো। দাও, প্লিজ!’

রাষ্ট্রনেতাদের প্রত্যেককে সাইকেল উপহার দিয়েছেন ম্যাক্রোঁ। কিন্তু শরীরচর্চায় মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিস্পৃহতার কথা মাথায় রেখে তাঁকে ৪৭ নম্বর লেখা জার্সি উপহার দেন জার্মানির চ্যান্সেলর। সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, ‘জার্সির নম্বর যা-ই হোক, শেষমেশ আমরা তো এক টিমে, এক পাশেই।’

ফুটবলও বাদ পড়েনি জি৭-এর হাইপ্রোফাইল আড্ডায়। চলতি বিশ্বকাপে স্পেনের ম্যাড়মেড়ে খেলা নিয়ে হাহুতাশ করছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার। অন্যদিকে, ট্রাম্পের মুখে রহস্যময় ‘গ্রিনল্যান্ড’। জেলেনস্কি-ট্রাম্পের বৈঠকের আগে ম্যাক্রোঁকে দেখা যায় বরকর্তার ঢঙে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ইতিউতি ঘুরে বেড়াতে। সব মিলিয়ে রাষ্ট্রনেতাদের গ্রিনরুমের আড্ডার আঁচে মুগ্ধ নেটপাড়া।

পৃথিবীর পাঠশালা

জলের তলার মাকড়সা

মাকড়সা সাধারণত ডাঙায় জাল বোনে, কিন্তু ডাইভিং বেল নামের এক প্রজাতির মাকড়সা আছে যারা তাদের পুরো জীবন জলের নীচে কাটায়। এরা জলের নীচে জলজ উদ্ভিদের সঙ্গে নিজেদের বোনা জালের সাহায্যে একধরনের বায়ুর বুদবুদ তৈরি করে। এই বুদবুদের ভিতর অক্সিজেন জমে থাকে। মাকড়সাটি জলের ওপরে এসে পেটের রোঁয়ায় বাতাস আটকে নিয়ে গিয়ে ওই জালের ঘরে জমা করে। জলের নীচে এই অক্সিজেনের ঘরে বসেই এরা শিকার খায় এবং ডিম পাড়ে।

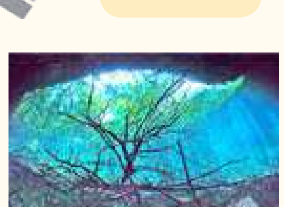

নদীর তলায় নদী

মেক্সিকোর ইউকাটান উপদ্বীপে জলের নীচে সেনোটে অ্যাঞ্জেলিতা নামের এক গুহা আছে, যেখানে ডুব দিলে মনে হবে জলের নীচে আস্ত একটি নদী বয়ে যাচ্ছে। আসলে ওপরের পরিষ্কার স্বাদু জল এবং নীচের ভারী নোনা জলের মাঝখানে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসের একটি ঘন স্তর থাকে। এই স্তরটিকে দূর থেকে দেখলে একদম নদীর স্রোতের মতো মনে হয়। ওই মায়াবী নদীর পাশে আবার মরা গাছের ডালপালাও পড়ে থাকতে দেখা যায়, যা দৃশ্যটিকে আরও রহস্যময় করে তোলে।

ইতিহাসের ক্ষুদ্রতম যুদ্ধ

আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং জাঞ্জিবারের সুলতানের মধ্যে এক যুদ্ধ বেধেছিল, যা পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে ছোট যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। ব্রিটিশরা চাইছিল তাদের পছন্দের একজনকে সুলতান বানাতে, কিন্তু বর্তমান সুলতান পদ ছাড়তে রাজি ছিলেন না। ব্রিটিশ রণতরী থেকে সুলতানের প্রাসাদে গোলাবর্ষণ শুরু হয়। মাত্র আটত্রিশ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল এই যুদ্ধ। সুলতানের বাহিনী ধ্বংস হওয়ার পর তিনি পালিয়ে যান এবং ব্রিটিশরা জয়ী হয়।

হাড়ভাঙা ব্যাং

আফ্রিকার ক্যামেরুনে উলভারিন ব্যাং বা হেইরি ফ্রগ নামের এক অদ্ভুত ব্যাং পাওয়া যায়। এরা বিপদে পড়লে নিজেদের পায়ের হাড় নিজেরাই ভেঙে ফেলে। সেই ভাঙা হাড়ের ধারালো অংশ চামড়া ফুঁড়ে নখের মতো বাইরে বেরিয়ে আসে। বিড়ালের নখের মতো এই ধারালো হাড় দিয়ে এরা শত্রুর ওপর আক্রমণ চালায়। বিপদ কেটে গেলে ওই হাড় আবার নিজে থেকেই চামড়ার ভিতরে ঢুকে যায় এবং ক্ষত শুকিয়ে যায়। প্রাণীদের আত্মরক্ষার এমন অদ্ভুত উপায় সত্যিই বিরল।

মন্ত্রী, বিধায়কদের প্রশ্ন করতে পারবেন নাগরিকরাও

অ্যাপে অধিবেশন সম্প্রচার

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১৭ জুন : আগামী ১০০ দিনের মধ্যেই ই-বিধানসভা পেতে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গবাসী। এমনই আশ্বাস দিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন। এই প্রথম সেই অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। দূরদর্শনে বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচার দেখা যাবে বলে জানালেন অধ্যক্ষ। তাঁর সংযোজন, 'আগামীদিনে ই-বিধানসভা চালু হলে অধিবেশন চলাকালীন অ্যাপের মাধ্যমে সেখানে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারবেন সাধারণ মানুষ।'

প্রসঙ্গত, ই-বিধানসভার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যেই মৌ স্বাক্ষর করেছে। এর ফলে এবার থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচার নিজেদের মোবাইলেই দেখতে পাবেন রাজ্যবাসী। তবে তার জন্য একটি বিশেষ অ্যাপ মোবাইলে ইনস্টল করতে হবে। বিশেষ একটি অ্যাপের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের হাতে থাকা মোবাইলের পর্দায় ভেসে উঠবে বিধানসভার অভ্যন্তর। স্পিকার জানান, বিধানসভা চলাকালীন যে কেউ অ্যাপের মাধ্যমে প্রশ্ন করতে পারবেন মন্ত্রী, বিধায়ককে। সেই প্রশ্ন ভেসে উঠবে মোবাইলের স্ক্রিনে। এই বিষয়টি দেখার জন্য নির্দিষ্ট লোক থাকবেন এবং তাঁরা সেই প্রশ্নটি সংশ্লিষ্ট বিধায়ক বা মন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেবেন। এর ফলে বিধানসভায় বিধায়কদের যেরকম সুবিধা হবে, তেমনই সুবিধা পাবেন সাধারণ মানুষ। তাঁরা সেখানে যেরকম প্রশ্ন করতে পারবেন, সেরকম কোনও পরামর্শ থাকলে তাও দিতে পারবেন মন্ত্রী বা বিধায়ককে।

গণতান্ত্রিক এই প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারবে বলে আশা করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। শুধু তাই নয়, এর ফলে বিধায়ক ও নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীর হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তি সোমনাথ ভট্টাচার্য এ বিষয়টি জানতে পেরে উচ্ছ্বসিত। তিনি বলেন, 'সাধারণত ভোটে জেতার পর আর বিধায়কদের দেখা যায় না। কিন্তু এবার সাধারণ মানুষ সরাসরি নিজেদের প্রশ্ন বিধানসভায় জানাতে পারলে, খুব ভালো হবে।'

বিধানসভার অধ্যক্ষের বক্তব্য, 'আজ বিশ্ব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার নিরাপত্তা, দ্রুত নগরোন্নয়ন আমাদের সামনে এক নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আইনসভাগুলিকে আরও আধুনিক, তথ্যভিত্তিক, স্বচ্ছ এবং নাগরিকবান্ধব হয়ে উঠতে হবে। নাগরিকদের শুধু অধিকার নিয়েই সচেতন থাকলে চলবে না, তাঁদের কর্তব্য নিয়েও সচেতন থাকতে হবে।' ই-বিধানসভা চালু হলে, তা খুব সহজেই সমাজের প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে বলে আশাবাদী অধ্যক্ষ।

> আজ বিশ্ব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আইনসভাগুলিকে আরও আধুনিক, তথ্যভিত্তিক, স্বচ্ছ এবং নাগরিকবান্ধব হয়ে উঠতে হবে।
>
> **রথীন্দ্র বসু** অধ্যক্ষ বিধানসভা

ইএফআর-এ নিয়োগে গোর্খা আবেগে আলো

কলকাতা, ১৭ জুন : কার্সিয়াংয়ের জনসভায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যখন ঘোষণাটি করলেন, উপস্থিত হাজার হাজার মানুষের চোখেমুখে তখন এক হারানো গৌরব ফিরে পাওয়ার তৃপ্তি। পাহাড়ের বাতাসে যেন নতুন অক্সিজেনের জোগান। দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত, ধুঁকতে থাকা 'ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস' বা ইএফআর-এ নতুন করে এক হাজার গোর্খা তরুণ-তরুণীকে নিয়োগের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল রাজ্যের নয়া সরকার। আর এই ঘোষণার মধ্যে দিয়েই পাহাড়ের রাজনীতিতে এক অত্যন্ত সুচতুর রাজনৈতিক চাল দিল গেরুয়া শিবির।

দার্জিলিং, কালিম্পং বা কার্সিয়াং— পাহাড়ের মানুষের কাছে ইএফআর নিছকই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের একটি সশস্ত্র বাহিনী নয়। এটি গোর্খা জাতির আত্মপরিচয়, শৌর্য এবং ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই বাহিনীর জওয়ানদের বুকে ঝোলে ঐতিহ্যবাহী 'কুকরি'র প্রতীক। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে শুরু করে ১৯০৭ সালে আনুষ্ঠানিক নাম পাওয়া এই বাহিনী প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৬২ সালের চিন যুদ্ধ, ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালের পাক যুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব দেখিয়েছে।

নকশাল ও মাওবাদী দমনেও তাদের ভূমিকা ছিল প্রথম সারিতে। এমনকি ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর এই বাহিনীর একটি অংশ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়, যা পরবর্তীকালে 'ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস' এবং বর্তমানে 'বর্ডার গার্ডস বাংলাদেশ' নামে সুপরিচিত। এমন এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও গত এক দশকের বেশি সময় ধরে এই বাহিনী কার্যত ধুঁকছিল।

দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্টের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, পূর্বতন তৃণমূল সরকার সুপরিকল্পিতভাবে এই ঐতিহ্যবাহী গোর্খা বাহিনীকে 'খতম' করার ছক কষেছিলেন। ২০১০ সালের পর থেকে এই বাহিনীতে আর কোনও নতুন নিয়োগ হয়নি। দুই হাজারের বেশি পদ বছরের পর বছর শূন্য পড়ে ছিল। বাহিনীর আধুনিকীকরণের বদলে তিনটি ব্যাটালিয়নকে কমিয়ে দুটিতে নামিয়ে আনা হয়েছিল। এই বঞ্চনা পাহাড়ের মানুষের মনে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল।

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর, পাহাড়ে প্রথম পা রেখেই সেই দগদগে ক্ষতে মলম লাগালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানিয়েছেন, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই এই এক হাজার গোর্খাকে নিয়োগ করা হবে এবং সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এর মধ্যে ৩০ শতাংশ পদ পাহাড়ের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বর্তমানে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পাহাড় বিষয়ক দপ্তরের দায়িত্ব খোদ মুখ্যমন্ত্রীর হাতে রয়েছে। তাঁর ডেপুটি হিসেবে কাজ করছেন আলিপুরদুয়ারের কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা। এই প্রশাসনিক

শুভেন্দুর ঘোষণায় পাহাড়ে গেরুয়া ছক

যুগলবন্দিতে পাহাড়ের মানুষের ক্ষোভ প্রশমনের কাজ যে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে শুরু হয়েছে, তা এই সিদ্ধান্ত থেকেই পরিষ্কার।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, গোর্খাল্যান্ডের মতো জটিল ও স্পর্শকাতর ইস্যুর বাইরে বেরিয়ে রাজ্য সরকার এমন একটি বিষয়ে হাত দিল, যা সরাসরি গোর্খাদের আবেগের সঙ্গে যুক্ত। পশ্চিম মেদিনীপুরের শালুয়াতে এই বাহিনীর সদর দপ্তর হলেও, ইএফআর-এর নাড়ির টান উত্তরের পাহাড়ের সঙ্গেই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। সেনাবাহিনী বা আধাসামরিক বাহিনীর মতোই এই বাহিনীতে চাকরি পাওয়া গোর্খা পরিবারগুলির কাছে চরম সম্মানের বিষয়। তাই খাতায়-কলমে এটি শুধুমাত্র একটি সরকারি নিয়োগ প্রক্রিয়া বলে মনে হলেও, আদতে এটি গোর্খা আবেগকে সম্মান জানিয়ে পাহাড়ে নিজেদের রাজনৈতিক জমিকে চিরস্থায়ী করে তোলার এক সুদূরপ্রসারী কৌশল।

নালিশ

প্রথম পাতার পর

আলিপুরদুয়ারেও সেই একই ছবি দেখা যাচ্ছে। যে পাতলাখাওয়া এলাকা থেকে মনোরঞ্জনের উত্থান, সেই জায়গা থেকেই তাঁর নামে একের পর এক মামলা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে জোর চর্চা চলছে রাজনৈতিক মহলে। গত ৭ জুন পাতলাখাওয়ার বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য পরিমল ঘোষ আলিপুরদুয়ার থানায় একটি মামলা করেন মনোরঞ্জনের নামে। ওইদিনই ওই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা এবং বিজেপির নেতারা আরেকটি অভিযোগ দায়ের করেন পুলিশের কাছে। দুই অভিযোগেই বলা হয় যে, মনোরঞ্জন এবং তাঁর স্ত্রী অবৈধভাবে বালি-পাথরের ব্যবসা করছেন। বেশি দরে বালি-পাথর বিক্রি করছেন। তার প্রতিবাদ করতে গেলে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তবে রাজ্যে রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলার দাপুটে তৃণমূল নেতা মনোরঞ্জনের নামে নতুন করে অভিযোগ দায়ের হওয়ায় রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

দোষারোপ

প্রথম পাতার পর

এতে ফুটবল তারকা বিরক্ত হন এবং নিজের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কিত হন বলে জানানো হয়েছে। মেলে বলা হয়েছে, এরপর আর মেসির মতো হাইপ্রোফাইল খেলোয়াড়ের পক্ষে মাঠে থাকা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং সেজন্য তিনি যুবভারতী ছাড়তে বাধ্য হন।

রাজ্য সরকার যাঁকে অভিযুক্ত করেছিল ওই ঘটনায়, সেই শতদ্রু দত্তকেই বরং ক্লিনচিট দিয়েছেন মেসির পরামর্শদাতা। বিধাননগরের পুলিশ কমিশনারকে পাঠানো মেলে তিনি লিখেছেন, দ্রুত মেসির যুবভারতী ছাড়তে বাধ্য হওয়ার জন্য কোনওভাবে শতদ্রু দায়ী নন। তাঁর কোনও খামতি ছিল না। স্বভাবতই মেসির টিমের এই বক্তব্য শতদ্রুকে উৎসাহিত করেছে। তিনি বুধবার বলেন, 'মেসির টিমের এই বক্তব্য ঘটনার তদন্তে অবশ্যই সাহায্য করবে।'

শতদ্রু এখন জামিনে মুক্ত। রাজ্যে পালাবদলের পর তিনি অরূপের বিরুদ্ধে একটার পর একটা অভিযোগ এনেছেন। যুবভারতীর বিশৃঙ্খলার দায় যে তাঁর নয়, পুরোটাই অরূপের কারণে- সেটা বারবার পুলিশ ও আদালতের নজরে এনেছেন। এমনকি আদালতে অরূপের রক্ষাকবচকে চ্যালেঞ্জ করে শতদ্রুর আইনজীবী অরিন্দম জানা মঙ্গলবার হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর তদন্ত ঘোষণায় পাহাড়ে হইচই

বিজেপির কোর্টে বল ঠেলে অনীতের ইস্তফা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৭ জুন : গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভের পদ থেকে অনীত থাপা ইস্তফা দিয়েছেন। অনীতের ইস্তফার পরেই একে একে অন্য পদাধিকারী এবং সভাসদরা পদ ছাড়তে শুরু করেছেন। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন পিনটেল ভিলেজে সভাসদদের নিয়ে বৈঠক করেন অনীত। সেখানে তিনি সকলকে একত্রিত হয়ে কাজ করারও বার্তা দেন। তার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই এই ইস্তফা ঘিরে পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলে হইচই পড়েছে।

মঙ্গলবারই পাহাড়ে সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে অনীতরা ডাক পাননি। এর আগে নবান্নে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পাহাড়ের নেতাদের বৈঠকেও জিটিএ প্রধানকে ডাকা হয়নি। সেদিন কার্যত নির্বাচিত বোর্ডের পদাধিকারীদের এড়িয়ে প্রধান সচিবকে সাংসদ, বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলে পাহাড়ে উন্নয়নের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সবমিলিয়ে নতুন রাজ্য সরকারের সঙ্গে জিটিএ-এর দূরত্ব বাড়ছিল। প্রতিবাদ জানিয়ে আগেই ইস্তফা দিয়েছিলেন সংস্থার মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা। এদিন অনীত ইস্তফা দিতেই একের পর এক সভাসদ এবং বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে জনপ্রতিনিধিরা ইস্তফা দিতে শুরু করেছেন। কিন্তু কেন এই ইস্তফা, জিটিএ'র ভবিষ্যৎই বা কী তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, মেয়াদ শেষ হওয়ার এক বছর আগেই অনীতের ইস্তফা কার্যত পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান নিয়ে বিজেপির কোর্টে বল ঠেলে দিয়েছে। এখন বিজেপি কেন্দ্র এবং রাজ্যের সঙ্গে কথা বলে জিটিএ খারিজ করে নতুন কোনও ব্যবস্থার দিকে এগোবে, নাকি অনীতের পার্টির সভাসদদের নিজেদের পক্ষে নিয়ে পুনরায় জিটিএ চালাবে সেই প্রশ্ন উঠেছে। তৃতীয় বিকল্প হিসাবে রাজ্যপালের সম্মতি নিয়ে জিটিএ-তে প্রশাসকও বসাতে পারে রাজ্য সরকার।

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট অনীতের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও খোঁচা দিতে ছাড়েননি। তিনি বলেছেন, 'জিটিএ একটা ব্যর্থ ব্যবস্থা। আর্থিক দুর্নীতি, অব্যবস্থা, ব্যর্থতা বুঝতে পেরেই অনীত জিটিএ থেকে সরে এসেছেন।' তাঁর মতে, রাজ্যে বিজেপির নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার আসায় মানুষের প্রত্যাশা অনেকটা বেড়েছে। মানুষ আরও আগে জিটিএ'র বিলুপ্তি চাইছিলেন।' গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুংয়ের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবারই জিটিএ'র দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। অনীত বুঝে গিয়েছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ হবে। তাই তিনি ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন। তবে, ইস্তফা দিলেই মুক্তি মিলবে না, দুর্নীতির ফল ভুগতে হবে।'

- বিজেপি এখন কেন্দ্র এবং রাজ্যের সঙ্গে কথা বলে জিটিএ খারিজ করে নতুন ব্যবস্থা করতে পারে
- দ্বিতীয় বিকল্প হিসেবে অনীতের পার্টির সভাসদদের নিজেদের পক্ষে নিয়ে পুনরায় জিটিএ চালাতে পারে
- তৃতীয় বিকল্প হিসাবে রাজ্যপালের সম্মতি নিয়ে জিটিএ-তে প্রশাসকও বসাতে পারে রাজ্য সরকার

মুখ্যমন্ত্রী কার্সিয়াং সফরে থাকাকালীনই অনীত থাপার পিনটেল ভিলেজের বৈঠকে ৩১ জন সভাসদ উপস্থিত ছিলেন। সেই সভার পরে অনীত বার্তা দিয়েছিলেন যে, বৈঠকে সব সভাসদই ঐক্যবদ্ধভাবে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু তার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই বুধবার সকালে অনীত জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ এবং সভাসদ পদ থেকেও ইস্তফা দেন। এর পরেই ডেপুটি চিফ এগজিকিউটিভ সঞ্চবীর সুব্বাও ইস্তফা দেওয়ার ঘোষণা করেন। সেই শুরু। একে একে সভাসদ অরুণ সিংজি, মনোনীত সদস্য প্রণাম রাসেইলি ইস্তফা দিয়েছেন। দুপুরের পরে বিজেপিএমের হাতে থাকা কার্সিয়াং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনু ছেত্রী, কালিম্পং-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মমতা গুরুং, সহ সভাপতি উত্তম রাই, লাভা-আলগাড়া (কালিম্পং-২) পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিও রাতের দিকে ইস্তফা দিয়েছেন। অনীত ইস্তফা দিয়ে বলেছেন, 'রাজ্যে সরকার বদলের পরে পাহাড়ের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বেড়েছে। তাঁরা জিটিএ'র বদলে স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষপাতী। জিটিএ যাতে কোনও বাধা হয়ে না দাঁড়ায় তাই সরে এলাম। বিজেপি পাহাড়ের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করুক।'

পদ্মের চিফ হুইপ মালদার অম্লান

মালদা, ১৭ জুন : বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলেছে রাজ্যের প্রথম বাজেট অধিবেশন। তার আগেই বিজেপি পরিষদীয় দলে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে চলেছেন মালদার ইংরেজবাজার কেন্দ্রের বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি। দলীয় সূত্রে খবর, অম্লানকেই বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক অর্থাৎ চিফ হুইপ হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়, 'ইতিমধ্যেই অম্লান ভাদুড়ির নাম অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। বুধবারের মধ্যে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন মিলবে। এরপর তিনি নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।'

সাধারণত শাসকদলের মুখ্য সচেতকের পদে অভিজ্ঞ ও প্রবীণ বিধায়কদেরই দেখা যায়। সেই প্রেক্ষাপটে প্রথমবারের তরুণ বিধায়ক অম্লানের ওপর দলের আস্থা রাজনৈতিক মহলে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। মঙ্গলবার রাতে এই খবর মালদা জেলায় এসে পৌঁছাতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা-ঝড় বয়ে যায়। বিজেপি কর্মীদের কেউ লেখেন, 'অম্লানদা মালদার গর্ব। শুভেচ্ছা রইল।' কেউ ছবির সঙ্গে গান দিয়ে লিখেছেন, 'আন্তরিক শুভেচ্ছা।'

কোন বিধায়ক কতক্ষণ বক্তব্য রাখবেন, প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণের

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির সঙ্গে অম্লান ভাদুড়ি। -ফাইল চিত্র

সময়সূচি নির্ধারণ, বিভিন্ন আলোচনায় সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা সহ পরিষদীয় কৌশল নির্ধারণে মুখ্য সচেতক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফলে এই দায়িত্ব পাওয়া অম্লানের রাজনৈতিক জীবনে বড় স্বীকৃতি বলেই মনে করছেন অনেকে। যদিও এই নিয়ে অম্লানের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এই মুহূর্তে তিনি কলকাতায় রয়েছেন। একাধিকবার ফোন করেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

শিশুমঙ্গলের নামে বেআইনি কারবার

প্রথম পাতার পর

রঞ্জিতের কথা, 'উদয়ন গুহই টাকা তুলেছেন। দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যানের স্বামী দিলীপ দে টাকাপয়সা লেনদেন করতেন। হিসেবপত্রের বিষয়টি তিনিই বলতে পারবেন। দিলীপ দা জানিয়েছেন সমিতির তহবিলে এখনও বেশ কয়েক লক্ষ টাকা আছে।' শিশুমঙ্গল নিয়ে মামলা দায়েরের পর থেকেই খোঁজ মিলছে না সমিতির সভাপতি এবং উদয়নের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ চিকিৎসক বিদ্যুৎকমল সাহার। মঙ্গলবার থেকেই তাঁর ফোন বন্ধ। বাড়িতেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। তিনি বাইরে আছেন বলে এদিন বাড়ির সামনে বোর্ডও ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। টাকা লেনদেনে দিলীপের ভূমিকা নিয়ে উঠছে বড়সড়ো প্রশ্ন। তিনি যে টাকা লেনদেন করতেন সেকথা স্বীকার করে নিয়েছেন দিলীপ। তাঁর কথা, 'সমিতির নামে কোথায় কত টাকা উঠল সেই হিসেব রাখতাম এবং কত খরচ হল তার জন্য চেক ইস্যু করতাম। এক কোটির বেশি টাকা উঠেছিল। এখনও ব্যাংকে কিছু টাকা আছে। রসিদে যেসব টাকা উঠেছিল সেসব বিশু ধরের কাছে গচ্ছিত আছে।' তবে দিলীপের দাবি, তিনি কারও কাছ থেকে টাকা তোলেননি।

হাসপাতাল সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুসারে, কলকাতার নিউ আলিপুরের একটি সংস্থাকে শিশু বিভাগের বেশ কিছু চিকিৎসা সামগ্রীর জন্য বরাত দিয়েছিল সমিতি। তাতে মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৪৬ লক্ষ ৫১ হাজার। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে বাকি টাকা গেল কোথায়? সমিতির টাকাপয়সা খরচের কোনও অডিট হয়নি। কেন অডিট হল না তার কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি দিলীপ। তাঁর বক্তব্য, 'সমিতির পদাধিকারীরা সেই প্রশ্নের উত্তর জানেন। হিসেব রাখার বাইরে অন্য কিছু আমি জানি না।' দিলীপের স্ত্রী অপর্ণা দে নন্দী তৃণমূল নেত্রী। উদয়নের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে বরাবর তাঁকে দেখা গিয়েছে। বর্তমানে তিনি দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান। তাই শহরে দিলীপের প্রভাব কম ছিল না। যিনি সমিতির টাকাপয়সার হিসেব রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন তিনি সমিতির বিষয়ে কিছু জানেন না সেকথা মানতে নারাজ বহু শিক্ষকই। তাঁদের বক্তব্য, পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে এখন দায় এড়াতে চাইছেন দিলীপ। সঠিক তদন্ত হলে শিশুমঙ্গল সমিতির টাকা আদায়ের কারবারে আরও অনেক প্রভাবশালীই যে বিপাকে পড়বেন তার আভাস ইতিমধ্যেই মিলতে শুরু করেছে।

পিঠ বাঁচানোর চেষ্টায় উদয়ন-ঘনিষ্ঠরা

দিনহাটা, ১৭ জুন : দিনহাটা থানার বিশেষ টিমের হাতে ফুলবাগানে নিজের বাসভবন থেকে বুধবার সকালে গ্রেপ্তার হলেন প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। আর এই গ্রেপ্তারির খবর পেতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। কেউ খুশি, কারও আবার রাতের ঘুম ওড়ার জোগাড়। এরপর কার নম্বর? উদয়ন-ঘনিষ্ঠদের একাংশ তাই আগাম জামিন নিতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দিয়েছেন।

এক তৃণমূল যুব নেতা তো ফোনে জল মাপতে শুরু করে দিয়েছেন। নাম না প্রকাশ করার শর্তে তিনি এদিন জানালেন, তিনি নাকি কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নন। তারপরেও তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে। ফলে শিয়রে যে বিপদ, সেটা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। আর তাই হাইকোর্টে আগাম জামিনের চেষ্টা করছেন, সেটাও অকপটে স্বীকার করে নেন ওই নেতা।

দিনহাটার বিজেপি বিধায়ক অজয় রায় অবশ্য বললেন, 'বৃথা চেষ্টা করছেন কেউ কেউ। এসব করে কোনও লাভ হবে না। যাঁরা বছরের পর বছর অন্যায় করে গিয়েছেন, তাঁদের তো শাস্তি পেতেই হবে। সরকার কাউকে রেয়াত করবে না। সবাইকেই ধরা হবে।'

৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পরই রাতারাতি সপরিবারে কলকাতায় পালিয়ে যান উদয়ন গুহ। তাঁর সঙ্গে বাড়ি ছাড়েন একদা তাঁর ছায়াসঙ্গী হিসেবে ঘুরে বেড়ানো একাধিক নেতাও। যাঁদের মধ্যে কয়েকজন সম্প্রতি বাড়ি ফিরেছেন, কেউ কেউ ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু বুধবার উদয়ন গ্রেপ্তার হওয়ায় তাঁরা একপ্রকার দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। অনেকেই ইতিমধ্যে ফোন বন্ধ করে দিয়েছেন। আবার অনেকে নতুন করে বাড়িছাড়া হয়েছেন। অনেকে আবার জেলা এবং রাজ্যের উকিলদের সঙ্গে শলাপরামর্শ শুরু করে দিয়েছেন আগাম জামিনের জন্য। এই তালিকায় যেমন প্রাক্তন তৃণমূলের শহর ব্লক সভাপতি রয়েছেন, তেমনই ভাইস চেয়ারম্যান সহ বেশ কয়েকজন ঠিকাদারও রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

১২ জুন দিনহাটা থানায় পিকু ইউনিট গড়ার দুর্নীতির বিরুদ্ধেও অভিযোগ রয়েছে। যেখানে উদয়ন গুহ ছাড়াও চিকিৎসক বিদ্যুৎকমল সাহা, তৃণমূল নেতা সাবির সাহা চৌধুরী, সুব্রত নাহা, বিশু ধর, পুলক বসু, বিভাস সরকার, পার্থ সাহা সহ ১৩ জনের নাম রয়েছে।

দেহ ফিরল

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ জুন : গত রবিবার ভোরে পঞ্জাবে এক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক হরিশ্চন্দ্রপুরের মা ও মেয়ে। বুধবার সকালে তাঁদের কফিনবন্দি দেহ গ্রামে পৌঁছায়। মৃতদের নাম পিংকি খাতুন (৩৫) ও তাঁর বড় মেয়ে জবেদা খাতুন (১৫)। তাঁদের বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের জনমদল গ্রামে। দুর্ঘটনায় জখম পিংকির ছোট মেয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।

জাদুকরি হ্যাটট্রিক

প্রথম পাতার পর

৬০ মিনিটে লুকা জিদানের সামান্য ভুলে দ্বিতীয় গোল আর ৭৬ মিনিটে নিকো গঞ্জালেসের পাস থেকে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করে মিরোস্লাভ ক্লোজের ১৬ গোলের বিশ্বকাপ রেকর্ড ছুঁয়ে ফেললেন তিনি। তবে সবচেয়ে নজর কাড়ল প্রত্যেকটা গোলের পর তাঁর সেলিব্রেশনের ভঙ্গি। সতীর্থদের পরম স্নেহে জড়িয়ে ধরে তিনি যেন বোঝাতে চাইলেন, 'গোলটা হয়তো আমি করেছি, কিন্তু এই মঞ্চ এবং এই জয়টা আমাদের সবার।'

মাঠের ভিআইপি বক্সে বসে কানসাস সিটি চিফসের রাগবি সুপারস্টার প্যাট্রিক হোমসও তখন ঘোর লাগা চোখে তাকিয়ে আছেন। আর ম্যাচ শেষে যখন তিনি মাঠ ছাড়ছেন, গোটা স্টেডিয়াম উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে কুর্নিশ জানাচ্ছে। ডাগআউটের সামনে আসতেই কোচ লিওনেল স্কালোনি পরম মমতায় তাঁকে বুকে জড়িয়ে কপালে চুমু এঁকে দিলেন। আবেগে ভাসতে থাকা স্কালোনি তো বলেই ফেললেন, 'মেসিকে ব্যাখ্যা করার মতো কোনও শব্দ আমার অভিধানে নেই।'

আলিজরিয়ার বিরুদ্ধে ৩-০ গোলের এই জয় বুঝিয়ে দিল, বয়স হয়তো ক্যালেন্ডারের পাতায় বাড়ে, কিন্তু কিছু জাদুকর সবসময় সময়ের ঊর্ধ্বে থাকেন। কানসাস সিটির এই নীল-সাদা উৎসব আজ তাই শুধু আর্জেন্টিনার নয়, গোটা ফুটবল বিশ্বের স্বস্তির নিঃশ্বাস।

আপাতত লাগাম

প্রথম পাতার পর

রাষ্ট্র তাদের সঙ্গে শত্রুর মতো আচরণ করতে পারে না।' এই কথার প্রেক্ষিতে বিচারপতি অবশ্য প্রশ্ন তোলেন, 'রেলের জায়গা, প্ল্যাটফর্ম যদি কেউ দখল করে বসে থাকেন, তবে কি তাঁদের তোলা হবে না?'

তিনি জানতে চান, রেল যাঁদের স্টল করে বসতে দিয়েছিল, তাঁদের উচ্ছেদের ঘটনা কি আছে? বলতে পারবেন কি, যাঁদের লাইসেন্স আছে, তাঁদেরও তোলা হয়েছে? আইনজীবী ফিরদৌস বলেন, 'ডানকুনিতে স্টেশন থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে যে হকাররা বসেন, তাঁদেরও নোটিশ দেওয়া হয়েছে।' রেলমন্ত্রকের আইনজীবী ধীরাজ ত্রিবেদী জানান, ন্যূনতম দাম দিয়ে জমি কিনে নেওয়ার জন্য তাঁদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। আজ পর্যন্ত সেই দাম কেউ জমা দেননি।'

তবে শেষপর্যন্ত বিচারপতি উচ্ছেদ বন্ধ রাখতে বলেন। তাঁর নির্দেশে ২৫টি মামলার কোনওটিতে অন্তত জুন মাসে, কোনওটিতে ৩১ জুলাই পর্যন্ত রেলমন্ত্রক আর কোথাও হকার উচ্ছেদ করতে পারবে না। বুধবার যে পুনর্বাসনের দাবিতে পথে নেমেছিলেন তৃণমূল নেত্রী, সেই দাবিতে প্রথম থেকে আন্দোলন করছে বাম দলগুলি। গত ২৬ মে আন্তর্জাতিক হকার দিবসে সোশ্যাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্ট করলেও মমতা পথে নামলেন এই প্রথম।

কিন্তু মিছিল তেমন জমল না বুধবার। সম্ভবত তাই তিনি ভাষণও দিলেন না। তবে দোলা বলেন, 'লাগামছাড়া সন্ত্রাস ও বুলডোজাররাজের বিরুদ্ধে পথে নেমেছি। সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা বাঁচানোর লড়াই এটা।'

গ্রেপ্তার উদয়ন

প্রথম পাতার পর

এদিন দিনহাটা পাঁচ মাথার মোড়ে বিজেপি কর্মীরা উল্লাসে ফেটে পড়েন। আবির খেলার পাশাপাশি চলে লাড্ডু বিতরণ। এদিন দিনহাটা হাসপাতাল মোড়ে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বামফ্রন্ট নেতা-কর্মীদের দেখা গেল আনন্দ ভাগ করে নিতে। সিপিএম নেতা শুভ্রালোক দাসের বক্তব্য, 'দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর থেকে কর্মীদের মারধরের মধ্যে দিয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছিলেন তিনি। তাঁর গ্রেপ্তারি নিঃসন্দেহে সকলকে আনন্দ দিয়েছে।'

উদয়নের গ্রেপ্তারির পর তাঁকে কড়া ভাষায় বিঁধতে ছাড়েননি বর্তমান উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। তাঁর তীব্র কটাক্ষ, 'কথায় আছে পাপ বাপকেও ছাড়ে না। আজ যা ঘটেছে সেটা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উদয়ন গুহ নিজের বাবাকে বারবার চোর বলে পরিচয় দিতেন। পৃথিবীটা গোল। আজ তাঁকে গ্রেপ্তার হতে হয়েছে। দিনহাটার সাধারণ মানুষকে ওই ব্যক্তি শান্তিতে থাকতে দেননি। যিনি দিনহাটার মানুষের ওপর অকথ্য অত্যাচার করেছেন তাঁর নাম উদয়ন গুহ। সেই বাঘ আজ বেড়াল হয়ে খাঁচাবন্দি।' তবে উদয়নের গ্রেপ্তারিতে অবশ্য ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছেন তৃণমূল নেতা এবং দমদমের সাংসদ সৌগত রায়। তাঁর কথা, 'নতুন সরকার প্রতিশোধমূলক মনোভাব নিয়ে চলছে। তাই উদয়ন গুহ ধরা পড়েছে।' রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ এদিন উদয়নকে কুদয়ন বলে কটাক্ষ করেন। তাঁর কথা, 'সাধারণ মানুষের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছেন উদয়ন। মানুষকে ভোট দিতে দেননি। এবার আইনের পথেই তাঁর বিচার হবে।' এদিন সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই বৃহস্পতিবার দিনহাটা আদালত চত্বরে জড়ো হওয়ার কথা লিখেছেন। ফলে ঝামেলা হতে পারে সেই আশঙ্কায় বাড়তি সতর্কতামূলক পদক্ষেপ করছে পুলিশ। রাতেই দিনহাটা থানায় আনা হয়েছে বাড়তি ফোর্স।

মিক্সির যুগে নস্টালজিয়া

শিলনোড়া

> আগে দিনে দশ-বারোটা শিলনোড়া বিক্রি হত। এখন মাসে দুটো হয় না। শিলনোড়া বিক্রেতা অনেকে দিনমজুরি করে সংসার চালাচ্ছেন।
>
> **কার্তিক মণ্ডল** কারিগর

> আগে বাড়িতে অতিথি এলে মশলা বাটা হত শিলে। পোস্ত, সর্ষে, আদা-রসুন সবকিছুর স্বাদই আলাদা ছিল। এখনকার ছেলেমেয়েরা সেই স্বাদই চেনে না।
>
> **গীতা রায়** নিউটাউন এলাকার বাসিন্দা

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুন : যান্ত্রিক সভ্যতায় পথ হারিয়েছে বাঙালির চিরায়ত ঐতিহ্য। এই যেমন মিক্সার গ্রাইন্ডার এবং প্যাকেটজাত বাটা ও গুঁড়ো মশলার সৌজন্যে রান্নাঘরে আর তেমন গুরুত্ব নেই শিলনোড়া নামক বস্তুটির। শুধু রান্নার সরঞ্জাম নয়, শিলনোড়া ছিল বাঙালির খাদ্যসংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। বাঙালির রসনাতৃপ্তিতে এর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রযুক্তির যুগে শিলনোড়া এখন কেবল এক নস্টালজিয়া। বর্তমান প্রজন্মের এমন অনেকে রয়েছে, যারা শিলনোড়ার কেবল নাম শুনেছে, কিন্তু ব্যবহার দেখেনি।

একটা সময় ছিল, মা-ঠাকুমারা রান্না চাপানোর আগে শিলে ফেলে বাটতেন একের পর এক মশলা। শিলনোড়া ছাড়া রান্না কল্পনা করা যেত না। শুধু পেঁয়াজ, রসুন, আদা, কাঁচালংকা নয়, পোস্ত, জিরে, গরম মশলা সব কিছু শিলে পেষা হত। তারপর শুরু হত রান্না। কিন্তু এখন সবকিছুই সহজলভ্য। রয়েছে প্যাকেটজাত বাটা ও গুঁড়ো মশলা। তাছাড়া মানুষের ব্যস্ততাও তুঙ্গে। শিলে মশলা বাটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তার তুলনায় মিক্সার মেশিনে পেঁয়াজ-রসুন বা পোস্ত-জিরে দিয়ে সুইচ টিপলে কয়েক সেকেন্ডে কেল্লা ফতে।

আলিপুরদুয়ার শহরের বাবুপাড়ার বছর আটষট্টির সরস্বতী মালাকার আক্ষেপ করছিলেন এই শিলনোড়া নিয়েই। তাঁদের রান্নাঘরে অনেক জিনিসের ভিড়ে এক কোণে রাখা রয়েছে বহু বছরের পুরোনো শিলনোড়া। শিলে হাত বুলিয়ে তিনি বললেন, 'এতে যে কত মশলা বেটেছি কে জানে! সকাল হলেই ঠকঠক শব্দে পুরো বাড়ি জেগে উঠত।' পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর নাতনি তৃষা কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দিদা, এটা দিয়ে সত্যি রান্না করা হত?' প্রশ্ন শুনে হেসে ফেললেন প্রৌঢ়া। নাতনিকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'তোদের সময়ে তো সব মিক্সির বোতামে হয় মা, আমাদের সময়ে এইটাই ছিল ভরসা।'

আলিপুরদুয়ার শহরে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে শিলনোড়ার ব্যবহার। কোনও বাড়ির রান্নাঘরের এক কোণে শিলে ধুলো জমছে, কোথাও আবার শোপিস হিসেবে রাখা হয়েছে পুরোনো দিনের স্মৃতি হিসাবে। শহরের কলেজ পড়ুয়া অঙ্কিতা দাস যেমন শিলনোড়ার ব্যবহার চোখে দেখেনি। তাঁর কথায়, 'আমাদের বাড়িতেও একটা শিলনোড়া রয়েছে। তবে আমি কখনও ব্যবহার করতে দেখিনি। ছোটবেলায় ভেবেছিলাম এটা হয়তো ঘর সাজানোর জিনিস।'

প্রবীণদের কাছে আবার শিলনোড়ার স্মৃতিচারণাই অবশিষ্ট রয়েছে। নিউটাউন এলাকার বাসিন্দা ৬৩ বছরের গীতা রায় বলেন, 'আগে বাড়িতে অতিথি এলে মশলা বাটা হত শিলে। পোস্ত, সর্ষে, আদা-রসুন সবকিছুর স্বাদই আলাদা ছিল। এখনকার ছেলেমেয়েরা সেই স্বাদই চেনে না।' দীপালি সাহা নামের আরেক প্রবীণের বক্তব্য, 'শিলে বাটা মশলার স্বাদ আলাদা। আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে যায় ঠিকই। কিন্তু শিলের মতো মিহি হয় না। শিলে বাটলে মশলার আসল গন্ধ বের হয়।'

শহরে শিলনোড়া প্রায় বিলুপ্ত হলেও গ্রামাঞ্চলে এখনও এটি পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। অনেকে এখনও শিলে মশলা বেটেই রান্না করেন। শিলনোড়ার ব্যবহার কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুটি পেশার মানুষকে উপার্জনের জন্য বিকল্প খুঁজে নিতে হয়েছে। এক, যাঁরা শিলনোড়া বিক্রি করতেন। দুই, যাঁরা শিল কাটাতেন। শামুকতলা প্রবীণ কারিগর কার্তিক মণ্ডল বললেন, 'আগে দিনে দশ-বারোটা শিলনোড়া বিক্রি হত। এখন মাসে দুটো হয় না। শিলনোড়া বিক্রেতা অনেকে দিনমজুরি করে সংসার চালাচ্ছেন।'

স্মারকলিপি

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুন : আলিপুরদুয়ার জেলার কোভিড ওয়ারিয়রদের একটি প্রতিনিধিদল বুধবার জেলা শাসক এবং মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়ে কর্মসংস্থানের দাবি জানায়। তাঁদের দাবি, করোনা অতিমারির সময় তাঁরা নিজেদের জীবন ও স্বাস্থ্যের ঝুঁকি নিয়ে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন জনসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে অতিমারি পরবর্তী সময়ে বহু কোভিড যোদ্ধা কর্মসংস্থানের অভাবে আর্থিক ও সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছেন। তাই তাঁদের অভিজ্ঞতা ও সমাজসেবামূলক অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সরকারি বা অন্যান্য উপযুক্ত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে সেই স্মারকলিপিতে।

অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের (ডিপিএসসি) চেয়ারপার্সন ইনচার্জের কাছে বুধবার একটি ডেপুটেশন জমা দিল নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (এবিপিটিএ)-র আলিপুরদুয়ার জেলা শাখার সদস্যরা। স্মারকলিপিতে শিক্ষক ঘাটতি ও উদ্বৃত্ত শিক্ষক পুনর্বিন্যাসে স্বচ্ছ নীতি, প্রতিটি স্কুলে ন্যূনতম তিনজন শিক্ষক, নিয়মিত পর্যালোচনা বৈঠক, শিক্ষকদের মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা, ছাত্রছাত্রীদের পোশাক-জুতো দ্রুত বিতরণ এবং স্কুলগুলিকে পূর্ণ কম্পোজিট গ্র্যান্ট প্রদানের দাবি তোলা হয়েছে।

বিশেষ ট্রেন

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুন : অম্বুবাচি মেলা উপলক্ষ্যে আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে কামাখ্যা পর্যন্ত একাধিক স্পেশাল ট্রেন চালাবে আলিপুরদুয়ার ডিভিশন। রেলমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯ জুন একটি স্পেশাল ট্রেন চলবে। এছাড়াও ২০ জুন থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার জংশন ও কামাখ্যার মধ্যে যাত্রী পরিবহণ করবে আরেকটি স্পেশাল ট্রেন।

জুয়ার ঠেকে পুলিশের হানা

গ্রেপ্তার প্রভাবশালী রতন ও স্বপন

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুন : রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় জুয়ার বোর্ড চালানোর অভিযোগে অবশেষে গ্রেপ্তার হল দুই মূল দুষ্কৃতী। ধৃতদের নাম রতন সরকার ও স্বপন দাস। মঙ্গলবার রাতে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁদের গ্রেপ্তার করে। বুধবার ধৃতদের আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ওই ঘটনায় সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। চক্রের বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ার জংশন ডিআরএম চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ঘুঁটি এবং ওয়ান ডিস্ক-এর জুয়ার আসর বসছিল। এতদিন তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতাদের মদত থাকায় এতদিন পুলিশও সেখানে হাত দেওয়ার সাহস পায়নি বলে অভিযোগ। বিধানসভা ভোটের আগে জংশন এলাকার সাতটি জুয়ার আসর বন্ধ করা হয়েছিল। ভোটের পর বাকিরা ব্যবসা গুটিয়ে নিলেও, রতন ওই কারবার চালিয়ে যাচ্ছিল। তবে রাজ্যে নতুন সরকার আসতেই পুলিশ সক্রিয় হয়ে ওঠে।

- আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় জুয়ার বোর্ড চালানোর অভিযোগে রতন সরকার ও স্বপন দাসকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ
- ধৃতদের বুধবার আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন
- জুয়ার ঠেকে সাধারণ ঘরের পাশাপাশি প্রভাবশালীদের জন্য ছিল এসি রুম
- মোটা টাকার জুয়া খেললে বিনামূল্যে মিলত রাতের খাবার

পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে রতনের জুয়ার সাম্রাজ্যের চোখধাঁধানো তথ্য। জুয়ার আসর চালিয়ে রতন বিলাসবহুল বাড়ি, চারচাকা গাড়ি ও বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েছে। তাঁর একাধিক ব্যবসার আড়ালে চলত জুয়ার কারবার। রতনের একাধিক দোকান রয়েছে। তারমধ্যে দুটি ওয়ান ডিস্কের দোকান, একটি মদ ও আরেকটি চা-পানের দোকান। জুয়ার আসরটি সাজানো হয়েছিল দুটি ভাগে। সামনের দিকের ঘরে সাধারণ মানুষজন ভিড় জমাতেন। আর ভিতরের ভিআইপি এসি রুমে বসত প্রভাবশালী ও বড় বড় জুয়াড়িদের আসর।

গ্রাহক টানতে রীতিমতো অফার রাখত রতন। মোটা অঙ্কের জুয়া খেললে মিলত বিনামূল্যে দুই লিটার জলের বোতল এবং রাতে ১০-১৫ জনের জন্য রাজকীয় খাবারের ব্যবস্থা। শুধু তাই নয়, জুয়া খেলার টাকা কম পড়লে চড়া সুদে লোনের ব্যবসাও ফেঁদেছিল সে। ঘণ্টা প্রতি ১০ শতাংশ সুদে টাকা ধার দেওয়া হত।

এই ফাঁদে পা দিয়ে আলিপুরদুয়ারের বহু রেলকর্মী থেকে শুরু করে বড় বড় ব্যবসায়ী পরিবার সর্বস্বান্ত হয়েছে। জুয়ায় কেউ হেরে গেলে সুদে-আসলে সেই টাকা তোলার জন্য তার পরিবারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হত বলে অভিযোগ।

তাঁর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, আইনি ঝামেলা এড়াতে এতদিন তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতাদের মোটা অঙ্কের চাঁদা দিত রতন। এমনকি পুলিশের একাংশও এই সুবিধাভোগীদের তালিকায় ছিল। প্রায় ছয়-সাত বছর আগে আলিপুরদুয়ার মহকুমা পুলিশের এক শীর্ষকর্তার মদতেই রতনের এই জুয়ার সাম্রাজ্য ফুলেফেঁপে ওঠে।

তবে পুলিশের একটি টিম কয়েকদিন ধরেই রতনের জুয়ার আসরে নজর রাখছিল। চা খাওয়া, আড্ডা দেওয়া এমনকি জুয়া খেলাতেও অংশ নিয়ে রতনের খোঁজখবর চলে। তার পরেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

রাস্তায় উঠেছে বাড়ি, ক্ষোভ আলিপুরদুয়ারে

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুন : দু'বছর আগের সেই রাতের কথা মনে পড়লে এখনও আঁতকে ওঠেন আশুতোষ কলোনির বাসিন্দারা। একদিকে যখন দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে বাড়িতে তখন দমকলের ইঞ্জিন কোনওভাবেই ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারছে না। সেখানে সরু রাস্তায় পরপর বাড়ি থাকায় দমকলের গাড়ি বহু চেষ্টা করেও ঢুকতে পারেনি। শেষপর্যন্ত পাইপ টেনে দূর থেকে আগুন নেভাতে হয় দমকলকর্মীদের। বর্তমানে আলিপুরদুয়ার পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে গেলে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, সমস্যাটা ঠিক কতটা গুরুতর। শহরের বিভিন্ন রাস্তা যেভাবে সরু গলিতে পরিণত হয়েছে তাতে জরুরি পরিষেবা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। কোথাও বাড়ির অংশ রাস্তার দিকে এগিয়ে এসেছে তো কোথাও আবার নির্মাণসামগ্রী দীর্ঘদিন ধরে চলার পথ অবরোধ করে রেখেছে। কোথাও আবার বাড়ির সীমানা এমনভাবে টিন দিয়ে ঘেরা হয়েছে রাস্তার ওপরই অনেকটা অংশ চলে এসেছে। ফলে বড় গাড়ি চলাচল কঠিন হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে অ্যাম্বুল্যান্স, দমকল সহ জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত যানবাহন যদি ঢুকতে সমস্যা হয় তাহলে অনেক সময় দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে বলে মনে করছেন সকলে।

আর এসবের মাঝে প্রশ্ন উঠছে পুরসভার নজরদারির অভাব নিয়ে। শহরের সচেতন মহলের দাবি, পুরসভার এখনই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন। কোথাও রাস্তা দখল হয়ে থাকলে তা চিহ্নিত করা, নতুন নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম কঠোরভাবে প্রয়োগ করা এবং

জরুরি পরিষেবা নিয়ে উদ্বিগ্ন শহর

পুরোনো রাস্তার পরিমাপ পুনরায় খতিয়ে দেখা উচিত।

পুরসভা এলাকার ৫, ৬, ১১, ১৫ সহ বেশকিছু ওয়ার্ডেই রাস্তা আগের তুলনায় সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। এই যেমন ৫ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব শান্তিনগর এলাকার চার-পাঁচটি গলিতে গিয়ে দেখা গেল অধিকাংশ বাড়ি রাস্তা দখল করে তৈরি হয়েছে। সেক্ষেত্রে এলাকার অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির দিকেই আঙুল উঠছে। সেই ওয়ার্ডেরই এক বাসিন্দা বলেন, 'বাড়ি তৈরির সময় অনেকেই রাস্তার দিকে একটু একটু করে বাড়িয়ে নিচ্ছেন। কেউ বারান্দা বাড়াচ্ছেন, কেউ সিঁড়ি বের করছেন, আবার কেউ দোকানের ছাউনি নামিয়ে আনছেন। এতে রাস্তার আসল পরিধিটাই কমে যাচ্ছে।'

আলিপুরদুয়ার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের পলাশবাড়ি চর এলাকাতেও ঘিঞ্জি এলাকায় একের পর এক বাড়ি রাস্তা দখল করে তৈরি হয়েছে। এলাকার বাসিন্দা ভুবন রায় বললেন, 'আমাদের এই এলাকার রাস্তার পরিধি এতটাই ছোট যে, কেউ অসুস্থ হলে অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতে পারে না। সেক্ষেত্রে রোগীকে স্ট্রেচারে করে বেশ কিছুটা আনতে হয়।' এই বিষয়ে কাউন্সিলারকে আগেও জানানো হয়েছে, আগের বিধায়ককেও অবগত করা হয়েছে, কিন্তু সমাধান হয়নি। যদিও এ বিষয়ে আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করের ফোন বন্ধ থাকায় তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ভাইস চেয়ারপার্সন মাম্পি অধিকারী বলেন, 'এই বিষয়ে এখনও কোনও লিখিত অভিযোগ আমরা পাইনি। অভিযোগ পেলে অবশ্যই পুরসভার পক্ষ থেকে বিষয়টি দেখা হবে।'

আবর্জনা সাফাই করল পুলিশ

বীরপাড়া, ১৭ জুন : বীরপাড়ার এলাকার বাসিন্দাদের অনেকেই চৌপথির কাছে ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের দু'পাশজুড়ে আবর্জনা ফেলেন। এতে পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি দৃশ্য দূষণও হচ্ছে। রবিবার হাইওয়ের পাশে জমা আবর্জনার একাংশ সাফাই করেন বীরপাড়া থানার পুলিশ। এরপর সেখানে আবর্জনা ফেলায় নিষেধাজ্ঞা জারি করতে বোর্ড লাগিয়ে দেন তাঁরা।

পুলিশের আবেদন, রাস্তা, নিকাশিনালা, বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে কেউ আবর্জনা ফেলবেন না। এবিষয়ে স্থানীয়দের বক্তব্য, ডাম্পিং গ্রাউন্ড থাকলেও লোকালয়ের আবর্জনা সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় না। কয়েক মাস আগে বীরপাড়া-১ পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের তরফে আবর্জনা সাফাইয়ের কাজ শুরু করার কয়েকদিন পর কাজ বন্ধ করে দেয়। তবে পঞ্চায়েত প্রধান সুচিত্রা মল্লিক ফের আবর্জনা সাফাইয়ের কাজ শুরু করার আশ্বাস দিয়েছেন।

দলগাঁও রেলস্টেশনে ডিআরএম

বীরপাড়া, ১৭ জুন : বুধবার বীরপাড়ার দলগাঁও রেলস্টেশন পরিদর্শন করেন আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং সহ কয়েকজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক। স্টেশনমাস্টারের কক্ষ, প্যানেল কক্ষ, যাত্রীদের নানা সুযোগসুবিধা, পণ্য রাখার জায়গা, রেলওয়ে ট্র্যাকের পরিস্থিতি, সিগন্যালিং ব্যবস্থা সহ নিরাপত্তার নানা দিক খতিয়ে দেখেন তাঁরা।

আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে দলগাঁও যাওয়ার সময় উইন্ডো ট্রেইলিং ইনস্পেকশন করেন আধিকারিকরা। যাত্রী সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা বজায় রাখতে এই পরিদর্শন বলে জানা গিয়েছে।

ক্রিকেট ইজ লাইফ

কঠোর অনুশীলন। আলিপুরদুয়ার শহরে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

টোটো উলটে দুর্ঘটনা

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুন : মালবাহী টোটো উলটে অল্পের জন্য বড়সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল এক টোটোচালক। বুধবার আলিপুরদুয়ার ১৫ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়রা জানান, ওই এলাকার রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে খারাপ।

এদিন সকালে একটি টোটো ওই রাস্তার ওপর দিয়ে আসছিল। হঠাৎ করে টোটোটির চাকা রাস্তাটির গর্তে পড়ামাত্রই উলটে পড়ে। তবে ভাগ্যক্রমে সেই টোটোতে চালক বাদে যাত্রী ছিলেন না। এরপর স্থানীয়দের তৎপরতায় টোটোটি উদ্ধার করা হয়।

জনকল্যাণ শিবির

জয়গাঁ, ১৭ জুন : আলিপুরদুয়ার জেলা ও কালচিনি ব্লক প্রশাসনের তরফে জয়গাঁ ও দলসিংপাড়ায় চলছে জনকল্যাণ শিবির। বুধবার ওই দুই শিবির পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা। দুই শিবিরেই মন্ত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

১১ বছরেও কিষান মান্ডিতে চালু হল না ওয়েব্রিজ

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৭ জুন : ফালাকাটার কিষান মান্ডি নিয়ে স্বপ্ন দেখিয়েছিল বিগত সরকার। কিন্তু এই কিষান মান্ডিকে কেন্দ্র করেই নানা ধরনের দুর্নীতির খবর সামনে আসছে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মান্ডিতে বসানো হয়েছিল ডিজিটাল ওয়েব্রিজ বা ধর্মকাঁটা। কিষান মান্ডি উদ্বোধনের সময়েই ওই ডিজিটাল ওয়েব্রিজ বসানো হয়েছিল। অভিযোগ, প্রায় ১১ বছর কেটে গেলেও আজ পর্যন্ত তা চালু করা হয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে পাইকার, গাড়িচালকরা সবজি কিনেও সরকারিভাবে ওজন করাতে পারছেন না। কিষান মান্ডিতে গাড়িতে সবজি লোড করা খোকন বর্মন নামে এক চালক বলছেন, 'মান্ডি থেকে গাড়িতে সবজি লোড করে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এখানে কোনও ওজনের ব্যবস্থা নেই। ফলে বাধ্য হয়ে আমাদের বাইরে গিয়ে ওজন করাতে হচ্ছে।'

এই ডিজিটাল ওয়েব্রিজ নিয়ে অবশ্য আলিপুরদুয়ার জেলা রেগুলেটেড মার্কেট কর্তৃপক্ষ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। তবে কিষান মান্ডি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হেরম্বকুমার সাহা বলেন, 'ধর্মকাঁটাটি প্রথম থেকেই পড়ে পড়ে ব্যবহার না করার ফলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমরা বহুবার এই ধর্মকাঁটাটি চালুর দাবি জানিয়েছি। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে তা আজও চালু করা হয়নি। কৃষক, পাইকার এবং গাড়িচালক সবার স্বার্থেই এটি চালু করা দরকার।'

জেলা আরএমসি পরিচালিত ফালাকাটা কিষান মান্ডি ইতিমধ্যেই গোটা রাজ্যে নাম করেছে। এখানে ভুটান, অসম সহ অন্য রাজ্যের পাইকাররাও সবজি কিনতে আসেন। রোজ এখানে গড়ে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকার ব্যবসা হয়। স্বাভাবিকভাবেই লাভজনক এই কিষান মান্ডিকে ব্যবসায়িকভাবে আরও উন্নত করতে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে যেমন স্টলের সংখ্যা বাড়ানো হয়, তেমনই মান্ডিতে পড়ে থাকা আবর্জনা দিয়ে সার তৈরির পরিকল্পনার কথাও জানানো হয়েছিল। মান্ডিতে পড়ে থাকা শাকসবজির পাতা, খোসা দিয়ে মান্ডিতেই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। পাশাপাশি, সবজি ওজন করতে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করে বসানো হয়েছিল ডিজিটাল ওয়েব্রিজ বা ধর্মকাঁটা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছিলেন কৃষক থেকে পাইকাররা। কিন্তু ১১ বছর কেটে গেলেও আজ পর্যন্ত ধর্মকাঁটাটি চালু করা হয়নি। কেন চালু করা যায়নি, তারও কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি আরএমসি।

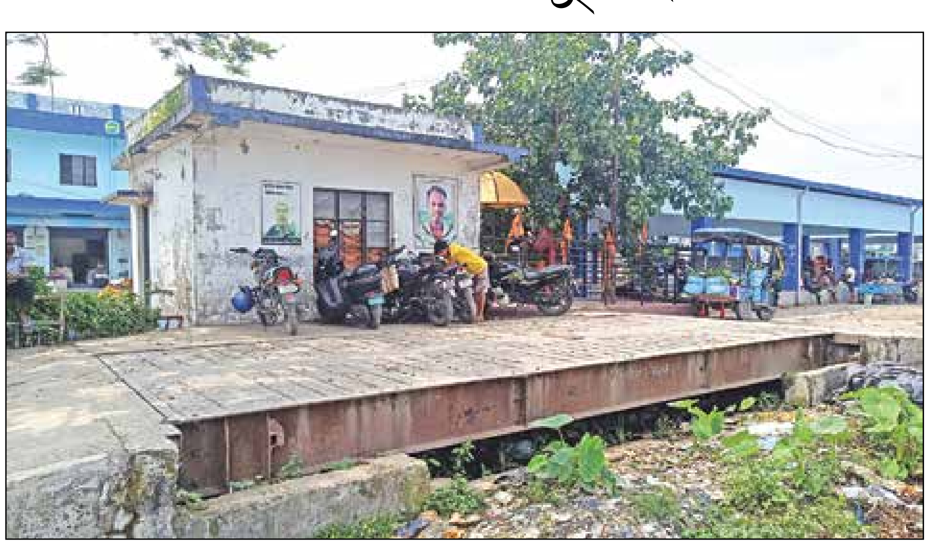

ফালাকাটার কিষান মান্ডিতে ডিজিটাল ওয়েব্রিজ চালু হয়নি।

কিষান মান্ডিতে আসা এক কৃষক ধীরেন বিশ্বাস বলেন, 'ফসল মাপার ডিজিটাল ওয়েব্রিজ, ঘর সহ আরও অনেক কিছুই আছে। কিন্তু আরএমসি তা চালু করার কোনও উদ্যোগ নেয়নি। এতে কৃষক, পাইকার থেকে গাড়িচালকদেরও সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।'

যাঁদের জন্য এই কিষান মান্ডি, এই পরিস্থিতির কারণে সেটি সেইসব কৃষক, পাইকারদের তেমন কোনও কাজে আসছে না বলে অভিযোগ। স্বাভাবিকভাবেই আরএমসির বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত কিষান মান্ডি ব্যবসায়ী সমিতি থেকে সাধারণ কৃষকরা।

> ধর্মকাঁটাটি প্রথম থেকেই পড়ে পড়ে ব্যবহার না করার ফলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমরা বহুবার এই ধর্মকাঁটাটি চালুর দাবি জানিয়েছি। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে তা আজও চালু করা হয়নি। কৃষক, পাইকার এবং গাড়িচালক সবার স্বার্থেই এটি চালু করা দরকার।
>
> **হেরম্বকুমার সাহা** সভাপতি কিষান মান্ডি ব্যবসায়ী সমিতি

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

বুধবার বিকেল ৫টা অবধি

■ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	১০
বি পজিটিভ	১০
ও পজিটিভ	২
এবি পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	১
এবি নেগেটিভ	০

■ বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১
বি পজিটিভ	০
ও পজিটিভ	১
এবি পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	১
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	১
এবি নেগেটিভ	০

রেকর্ডের চূড়ায় মেসি

মেসির বিবর্তন
২০০৬ সাল থেকে ২০২৬ সাল

২০০৬ সালের ১৬ জুন বিশ্বকাপে অভিষেক হয়েছিল মেসির। ২০ বছর পর একই দিনে টুর্নামেন্টের যুগ্ম সর্বাধিক গোলস্কোরার হলেন তিনি।

১৯৩০ সালে পথ চলা শুরু করার পর থেকে ফিফা বিশ্বকাপ বরাবরই ফুটবল বিশ্বের সেরাদের মহামঞ্চ। আর এই বিশ্বমঞ্চে গোল করা যে কোনও ফুটবলারের কাছেই চূড়ান্ত স্বপ্নের মতো। গোলের সেই ইতিহাসেই এবার মিরোস্লাভ ক্লোসের সিংহাসনে সগৌরবে ভাগ বসালেন লিওনেল মেসি। ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে অনবদ্য হ্যাটট্রিক করে নিজের ১৬ নম্বর গোলটি ছিনিয়ে নেন আর্জেন্টিনার জাদুকর। আশ্চর্যের বিষয় হল, টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই জার্মান কিংবদন্তি ক্লোজে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তাঁর এই বহু চর্চিত রেকর্ড এবার মেসি ছুঁয়ে ফেলবেন। আর সেই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচেই। ১৬ গোল নিয়ে ক্লোজের সঙ্গেই এখন যুগ্মভাবে শীর্ষস্থানে রয়েছেন এলএমটেন।

তবে ফুটবলের দুনিয়ায় কোনও রেকর্ডই চিরস্থায়ী নয়। শীর্ষে থাকা দুই মহাতারকার ঘাড়ের কাছেই নিশ্বাস ফেলছেন আরও দুই কিংবদন্তি। ১৫টি গোল নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন ব্রাজিলের আইকন রোনাল্ডো। কিন্তু রেকর্ডের এই দৌড়ে রীতিমতো ঝড় তুলেছেন ফরাসি সেনসেশন কিলিয়ান এমবাপে। মাত্র তিনটি বিশ্বকাপ খেলেই তাঁর গোলসংখ্যা ইতিমধ্যেই ১৪-তে পৌঁছে গিয়েছে। পশ্চিম জার্মানির কিংবদন্তি গার্ড মুলারের (১৪ গোল) পাশেই এখন জ্বলজ্বল করছে এমবাপের নাম।

ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতে, শীর্ষ গোলদাতার এই রেকর্ডের চূড়ান্ত মালিকানা একদিন এমবাপের হাতেই উঠবে। বয়স তাঁর সবচেয়ে বড় সুবিধা। এর পাশাপাশি তাঁর নিখুঁত ধারাবাহিকতা, গতি এবং গোল করার অবিশ্বাস্য ক্ষুধা প্রমাণ করে যে, আগামী দিনে বিশ্বকাপের এই মঞ্চে তিনি একাই রাজত্ব করবেন। এমবাপে যে অবিশ্বাস্য গতিতে এগোচ্ছেন, তাতে অদূর ভবিষ্যতেই সিংহাসন দখল করে নতুন ইতিহাস তৈরি করা তাঁর কাছে শুধুই সময়ের অপেক্ষা।

রেকর্ডে ফুটবলের বরপুত্র

২০০ আন্তর্জাতিক ফুটবলে ২০০তম ম্যাচ খেলার অনন্য নজির গড়েছেন।

১৬ বিশ্বকাপে ১৬টি গোল করে মিরোস্লাভ ক্লোসের সঙ্গে যুগ্মভাবে বিশ্বকাপে সর্বাধিক গোলস্কোরারের তালিকায় শীর্ষে উঠে এলেন।

৩৮ বছর ৩৫৭ দিন প্রবীণতম ফুটবলার হিসেবে ৩৮ বছর ৩৫৭ দিন বয়সে বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক করে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর (৩৩ বছর ১৩০ দিন) রেকর্ড ভাঙলেন।

২৪ বিশ্বকাপে ২৪টি গোল অবদান (১৬ গোল, ৮ অ্যাসিস্ট) নিয়ে পেলেকে (২১) টপকে গিয়েছেন।

৫ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে পাঁচটি বিশ্বকাপে গোল করার নজির গড়লেন।

১৮ বছর ৩৫৭ দিন মেসিই এখন আর্জেন্তিনার ইতিহাসের কনিষ্ঠতম (১৮ বছর ৩৫৭ দিন) এবং প্রবীণতম গোলদাতা।

১ আর্জেন্টিনার প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ৫টি বিশ্বকাপে গোল করেছেন।

১১ বিশ্বকাপে ১১টি ভিন্ন দেশের বিপক্ষে গোল করেছেন, যা প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিক।

মেসির ফাউল ঘিরে বিতর্ক

কানসাস, ১৭ জুন : আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে লিওনেল মেসির একটি বিপজ্জনক ফাউল এবং রেফারির নীরবতা ঘিরে ফুটবল বিশ্বে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কানসাস সিটিতে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচের ৩২ মিনিটে বল দখলের মরিয়া লড়াইয়ে আলজিরিয়ার অধিনায়ক আইসা মান্ডিকে পিছন থেকে আঘাত করেন মেসি। তাঁর বুটের আঘাত সরাসরি মান্ডির কাফ মাসলে লাগে, যার জেরে যন্ত্রণায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ওই ডিফেন্ডার। আশ্চর্যের বিষয় হল, রেফারি এই স্পষ্ট ফাউলটি এড়িয়ে যান। এমনকি ভিএআর-ও কোনও হস্তক্ষেপ করেননি। রেফারির এই বিতর্কিত সিদ্ধান্ত ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

ফুটবল ভক্তদের একাংশের মতে, এই আঘাতের জন্য মেসিকে অন্তত হলুদ কার্ড, এমনকি লাল কার্ড দেখানোও অযৌক্তিক হত না। সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষুব্ধ নেটিজেনরা সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন, 'মেসি এবং আর্জেন্টিনা বলেই কি এই বিপজ্জনক ফাউলের কোনও শাস্তি দেওয়া হল না?' মাঠের মধ্যে রেফারির এই সিদ্ধান্তহীনতা ম্যাচ শেষ হওয়ার পরও চরম বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

আলজিরিয়ার অধিনায়ক আইসা মান্ডিকে ট্যাকল করলেও লাল কার্ড দেখতে হয়নি লিওনেল মেসিকে। যা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

ব্যক্তিগত রেকর্ডের তোয়াক্কা করে না লিও
দাবি ডি পলের

কানসাস, ১৭ জুন : কানসাস সিটি স্টেডিয়ামে আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করে ফুটবল বিশ্বকে ফের মন্ত্রমুগ্ধ করেছেন লিওনেল মেসি। আর এই জাদুকরী পারফরম্যান্সের সঙ্গেই তিনি ছুঁয়ে ফেলেছেন বিশ্বকাপে মিরোস্লাভ ক্লোজের ১৬ গোলের সর্বকালীন রেকর্ড। কিন্তু যাঁর এই অবিস্মরণীয় কীর্তি, সেই ৩৮ বছরের মহাতারকা নাকি এসব রেকর্ড নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামান না! বন্ধু তথা সতীর্থ রডরিগো ডি পলের দাবি অন্তত তেমনটাই।

২০০৬ সালে জার্মানি বিশ্বকাপে ঠিক ২০ বছর আগে অভিষেক হয়েছিল মেসির। আর আজ তিনি বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার হয়ে একইসঙ্গে সর্বকনিষ্ঠ এবং বয়স্কতম গোলস্কোরার। আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচটি ছিল তাঁর ২০০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং বাদের আল-মুতাওয়ার পর তৃতীয় পুরুষ ফুটবলার হিসেবে এই মাইলফলক ছুঁলেন তিনি। পাশাপাশি, বিশ্বের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ছয়টি বিশ্বকাপ খেলার এবং দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে পাঁচটি বিশ্বকাপে গোল করার অনন্য নজিরও গড়েছেন তিনি।

বিশ্বকাপের সর্বকালের সেরা গোলস্কোরাররা

ফুটবলার	দেশ	গোল	ম্যাচ
মিরোস্লাভ ক্লোসে	জার্মানি	১৬	২৪
লিওনেল মেসি	আর্জেন্টিনা	১৬	২৭
রোনাল্ডো	ব্রাজিল	১৫	১৯
গার্ড মুলার	পশ্চিম জার্মানি	১৪	১৩
কিলিয়ান এমবাপে	ফ্রান্স	১৪	১৫

তবে যাঁর নামের পাশে এত মাইলফলক, তিনি নিজে নাকি এই গাণিতিক হিসেব নিয়ে একেবারে নির্লিপ্ত। রডরিগো হাসতে হাসতে বলেছেন, 'আমি শপথ করে বলছি, লিও এসব নিয়ে একটুও ভাবে না। আমরা যখন একসঙ্গে বসে আড্ডা মারি, তখন হয়তো বলি যে রেকর্ড ছুঁতে আর একটা বা দুইটি গোল বাকি। ও অবাক হয়ে শোনে! ও সত্যিই এসব জানে না। ও এক অন্য গ্রহের প্রাণী। তবে সবচেয়ে ভালো লাগে যখন দেখি ও চাপমুক্ত হয়ে নিজের খেলাটা উপভোগ করছে।' ডি পলের মতে, ব্যক্তিগত রেকর্ডের মোহ ত্যাগ করে দলের সাফল্যকেই সবসময় অগ্রাধিকার দেন মেসি, যা গোটা দলকে এক সুতোয় বেঁধে রাখে।

এই জয়ের ফলে ১৯৮২ এবং ১৯৯০ সালের ব্যর্থতা মুছে, এই প্রথম গতবারের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নিজেদের উদ্বোধনী ম্যাচ জিতল আর্জেন্টিনা। দলের প্রাণভোমরার এই দাপট দেখে মুগ্ধ কোচ লিওনেল স্কালোনিও। তাঁর কথায়, 'মেসিকে নিয়ে বলার মতো আর নতুন কোনও শব্দ নেই। ও গত ২০ বছর ধরে ঠিক এটাই করে আসছে। মাঠের একটা বলও ও সহজে ছেড়ে দেয় না, আর এটাই আমাদের দলের আসল শক্তি।'

গোল্ডেন বুটের দৌড়ে সবার আগে মেসি

ফুটবলার	দেশ	গোল	অ্যাসিস্ট
লিওনেল মেসি	আর্জেন্টিনা	৩	০
ফোলারিন বালোগুন	আমেরিকা	২	
ইয়াসিন আয়রি	সুইডেন	২	০
কাই হাভার্জ	জার্মানি	২	০
এলাইজা জাস্ট	নিউজিল্যান্ড	২	০
আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড	নরওয়ে	২	০
কিলিয়ান এমবাপে	ফ্রান্স	২	০

মাদ্রিদ ভুলে নীল জার্সিতেই মধ্যগগনের সূর্য এমবাপে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

ফ্রান্স-৩ (এমবাপে-২, বারকোলা)
সেনেগাল-১ (এমবায়ে)

নিউ জার্সি, ১৭ জুন : নিজের বিদায়ের মঞ্চ সাজাতে লিওনেল মেসি যেখানে হ্যাটট্রিক দিয়ে শুরু করলেন, সেখানে তাঁর ফেলে যাওয়া রাজপ্রাসাদের ব্যাটন যেন নিজের শক্ত হাতে তুলে নিলেন কিলিয়ান এমবাপে। মেসি যেখানে ফুটবলের নিখাদ কবিতা, এমবাপের ফুটবল যেন ধারালো গদ্য-যা প্রতিপক্ষের রক্ষণ চিড়ে জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে বুঝিয়ে দেয়। অঘটনের এই বিশ্বকাপে অনেকেই যখন আরও একটা ফরাসি পতনের আশঙ্কায় কাঁপছিলেন, তখন ফ্রান্স আর আর্জেন্টিনা রোলস রয়েসের মসৃণ গতিতে নিজেদের বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু করল। এই বিশ্বকাপের আকাশে মেসি যদি চাঁদের স্নিগ্ধ আলো ছড়ান, তবে এমবাপে বুঝিয়ে দিলেন তিনি মধ্যগগনের তীব্র সূর্য হতে প্রস্তুত।

লুঝনিকি থেকে মেটলাইফ- এই দীর্ঘ যাত্রায় কিলিয়ান এমবাপের বিবর্তনটা খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। ২০১৮ সালের রাশিয়া বিশ্বকাপে যে কিশোর গতির ঝড়ে বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল, ২০২২-এর কাতারে যে একা লড়েছিল ফাইনালে, ২০২৬ সালের আমেরিকায় সে আজ এক পরিণত, ঋজু সেনাপতি। অথচ সদ্য সমাপ্ত মরশুমে রিয়াল মাদ্রিদের সাদা জার্সিতে তাঁর সময়টা কেটেছে ভীষণ সাধারণ, বড্ড একঘেয়ে। স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুর অন্দরে তিনি নিজেই আক্ষেপ করে জানিয়েছিলেন, সেখানে তিনি গোল করার প্রথম বা দ্বিতীয় পছন্দও নন, একেবারে চার নম্বরে। কিন্তু ফরাসি নীল জার্সিটা গায়ে চাপানো মাত্রই যেন শরীরের সমস্ত ক্লান্তি আর ক্ষোভ ধুয়ে যায়। তিনি হয়ে ওঠেন এক অপ্রতিরোধ্য জাদুকর।

চব্বিশ বছর আগে সিওলের মাঠে নবাগত সেনেগালের কাছে ১-০ গোলে হেরে রক্তাক্ত হয়েছিল ফ্রান্সের সোনালি প্রজন্ম। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামের ৮০,৫৪৫ জন দর্শকের সামনে সেই পুরোনো ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার একটা সুপ্ত বাসনা ছিল দিদিয়ের দেশঁর দলের। প্রথমার্ধে অবশ্য তিন সেরা স্ট্রাইকার নিয়েও যথেষ্ট চাপে ছিল ফ্রান্স। আতোঁয়া গ্রিজম্যানের অভাব মাঝমাঠে স্পষ্ট চোখে পড়ছিল। সেনেগালের নিকোলাস জ্যাকসনের শট পোস্টে লেগে না ফিরলে গল্পটা অন্যরকম হতেই পারত। বিরতিতে মাইকেল ওলিসে আর ওসমানে ডেম্বেলেকে প্রান্ত বদল করিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন দেশঁ। ডেম্বেলেকে কিছুটা বিবর্ণ লাগলেও, ম্যাচের আসল নায়ক কিন্তু ওলিসে। সারা মাঠজুড়ে দৌড়ে প্রতিপক্ষকে ফালাফালা করলেন তিনি।

৫৮ মিনিটে মেটলাইফ স্টেডিয়ামের নাটকের পারদ যখন সপ্তমে, তখন ঘটল সেই বিতর্কিত ঘটনা। সাদিও মানের কড়া চ্যালেঞ্জে বক্সে পড়ে গেলেন এমবাপে। রেফারি আলিরেজা ফাগানি 'ভিএআর' মনিটরের দিকে এগোলেন। হাজার হাজার ফরাসি সমর্থক যখন পেনাল্টির উল্লাসে মাতোয়ারা, তখনই রেফারি এক নজিরবিহীন ভুল সিদ্ধান্তে পেনাল্টির বদলে গোল কিকের নির্দেশ দিয়ে বসলেন! তাঁর অদ্ভুত যুক্তি- এমবাপেই নাকি আগে কনট্যাক্ট তৈরি করেছেন। বিশ্বের তাবড় রেফারিদের স্তব্ধ করে দেওয়া এই সিদ্ধান্তও অবশ্য বেশিক্ষণ ফরাসি গর্জনকে চেপে রাখতে পারেনি।

৬৬ মিনিটে ওলিসের সেই চোখজুড়ানো পাস থেকেই এল কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত। ডান পায়ের নিখুঁত শটে জালে বল জড়িয়ে অলিভিয়ার জিরুর ৫৭ গোলের কীর্তি ছুঁলেন এমবাপে। এরপর ৮২ মিনিটে মাঠে নেমেই ব্যবধান বাড়ালেন বদলি ব্র্যাডলে বার্কোলা। খেলা যখন প্রায় শেষের মুখে, তখনই নাটকের শেষ অঙ্ক। সংযোজিত সময়ে সেনেগালের ইব্রাহিম এমবায়ে এক গোল শোধ করে ফরাসি শিবিরে সাময়িক কাঁপুনি ধরিয়েছিলেন। হ্যাটট্রিকের সুযোগ হাতছাড়া হলেও, তার ঠিক এক মিনিট পরেই বক্সের বাইরে থেকে এমবাপের সেই চেনা বুলেট শট। সেনেগালের জাল ছিঁড়ে ফ্রান্সের ৩-১ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করার পাশাপাশি জিরুকে টপকে এককভাবে দেশের ইতিহাসের সর্বাধিক গোলদাতা (৫৮ গোল) হয়ে গেলেন এমবাপে।

এই জোড়া গোল বিশ্বকাপে এমবাপের মোট গোলসংখ্যাকে নিয়ে গেল ১৪-তে, যা তাঁকে বসিয়ে দিল কিংবদন্তি গার্ড মুলারের পাশে। সামনে এখন শুধু রোনাল্ডো নাজারিও (১৫), মিরোস্লাভ ক্লোসে ও মেসি (১৬ গোল)। ম্যাচ শেষে দেশঁ স্বস্তির সুরে বলেছে, 'এমবাপে অতুলনীয়। যে কোনও মুহূর্তে ম্যাচের রং বদলে জয় এনে দিতে পারে।' ২২ জুন ইরাকের মুখোমুখি হওয়ার আগে, ফরাসি শিবির যে এই জয়ে অনেকটাই নির্ভর, তা বলাই বাহুল্য।

নজিরে ফরাসি তারকা

১৪ বিশ্বকাপে ১৪তম গোল করে টুর্নামেন্টে ফ্রান্সের সর্বাধিক গোলস্কোরার হলেন। ভাঙলেন জাঁ ফতেঁর (১৩) রেকর্ড।

৫ বিশ্বকাপে সর্বাধিক ৫টি ম্যাচে একাধিক গোল করার রেকর্ড গড়লেন।

৩ ফ্রান্সের তৃতীয় ফুটবলার হিসেবে তিনটি বিশ্বকাপে গোল করলেন

১৫ ইউরো কাপ ও বিশ্বকাপ মিলিয়ে মোট ১৫টি গোল করে মিশেল প্লাতিনিকে পেছনে ফেলে ফ্রান্সের হয়ে বড় টুর্নামেন্টে সর্বাধিক গোলস্কোরার হলেন।

১৩ বিশ্বকাপে দ্বিতীয়ার্ধে মোট ১৩টি গোল করার বিরল রেকর্ড এমবাপের দখলে।

ফ্রান্সকে এগিয়ে দেওয়ার পর নতুন সেলিব্রেশন কিলিয়ান এমবাপের।

বিশ্বকাপেও শুরু হাল্যান্ড মহাকাব্য

নরওয়ে-৪ (হাল্যান্ড-২, ওস্টিগার্ড, হুসেইন-আত্মঘাতী)
ইরাক-১ (হুসেইন)

বোস্টন, ১৭ জুন : বিশ্ব ফুটবলের মহাকাব্যে এমন কিছু মঞ্চ থাকে, যা সাধারণের বুক কাঁপিয়ে দেয়। কিন্তু আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের জন্য কি কোনও মঞ্চই অতিরিক্ত বড় হতে পারে? আরবি সলজবার্গের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অভিষেক, বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের জার্সিতে বুন্দেশলিগা কিংবা ম্যাঞ্চেস্টার সিটির হয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ-সব জায়গাতেই প্রথম দিনেই রাজত্ব গড়েছেন এই নরওয়েজিয়ান গোলমেশিন। এবার বিশ্বমঞ্চে পা রেখেই জোড়া গোলে ইরাককে ৪-১ ব্যবধানে চূর্ণ করে জানিয়ে দিলেন, তিনি কোনও রূপকথার অংশ হতে আসেননি, নিজের মহাকাব্য নিজেই লিখতে এসেছেন।

একটু আগেই মেটলাইফ স্টেডিয়ামে কিলিয়ান এমবাপের জোড়া গোলে ফরাসিদের জয় দেখেছে বিশ্ব। তার ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যে বোস্টনের সবুজ গালিচায় নেমে এমবাপের ছুড়ে দেওয়া সেই চ্যালেঞ্জ অবলীলায় লুফে নিলেন হাল্যান্ড। লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো যখন নিজেদের ষষ্ঠ বিশ্বকাপে কেরিয়ারের গোধূলিবেলা উপভোগ করছেন, কিংবা হ্যারি কেন যখন ইংল্যান্ডের আক্রমণভাগের বিশ্বস্ত কান্ডারি-তখন পঁচিশের হাল্যান্ড যেন একাই একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক ফুটবলের নতুন সংজ্ঞা তৈরি করছেন। সিটির জার্সিতে তাঁকে মাঝেমধ্যে একটু নিস্পৃহ দেখাত, কেবল বক্সের ভেতরের সুযোগসন্ধানী এক ঘাতক বলে মনে হত। কিন্তু নরওয়ের নীল-লাল জার্সি গায়ে তিনি আজ এক সম্পূর্ণ নেতা। যিনি শুধু ফিনিশ করেন না, রক্ষণকে তাড়া করেন, মাঝমাঠে নেমে দলকে তাতিয়ে তোলেন।

প্রথমার্ধে মাত্র ১১ বার বল ছুঁয়েছিলেন হাল্যান্ড। কিন্তু ওই সামান্য স্পর্শেই লুকিয়ে ছিল তীব্র বিষ। ২৯ মিনিটে ডেভিড মোলার ওলফের নিখুঁত ক্রস যখন ইরাকের বক্সের পেছনে পৌঁছাল, হাল্যান্ড স্লাইড করে বল জালে জড়ালেন। দীর্ঘ ১০,২২০ দিন পর বিশ্বকাপে গোল পেল নরওয়ে! এর দশ মিনিট পর ইরাকের আইমেন হুসেইন দুর্দান্ত হেডারে সমতা ফেরালেও হাল্যান্ডের জেদ দমাতে পারেননি। ৪৩ মিনিটে ইরাকি রক্ষণের এক মারাত্মক ভুলকে কাজে লাগিয়ে জটলার মধ্য থেকে নিজের দ্বিতীয় গোলটি তুলে নেন এই রাজপুত্র। ৫৬ ম্যাচে ৫৭ আন্তর্জাতিক গোল করে তিনি ইতিমধ্যে পেছনে ফেলে দিয়েছেন গার্ড মুলার বা পুসকাসদের মতো কিংবদন্তিদের গোল গড়কে।

দ্বিতীয়ার্ধে লিও ওস্টিগার্ডের গোল এবং ম্যাচের শেষ মুহূর্তে হাল্যান্ডের তীব্র চাপে ইরাকি ডিফেন্ডার হুসেইনের আত্মঘাতী গোল নরওয়ের জয় নিশ্চিত করে। এমবাপে, মেসি বা হ্যারি কেনদের গোল করার এক চেনা ছন্দ আছে। কিন্তু হাল্যান্ডের খেলায় যে আদিম পাশবিক শক্তি আর গতির মিশেল রয়েছে, তা প্রতিপক্ষের মনে কেবল ত্রাস তৈরি করে। ইরাক কোচ গ্রাহাম আর্নল্ড ম্যাচ শেষে হাল্যান্ডকে জড়িয়ে ধরে কানে কানে বলে গেলেন, 'তুমি আমার দেখা অন্যতম সেরা নম্বর নাইন।' ফুটবলের রাজসিংহাসন কার দখলে যাবে, তা সময় বলবে। তবে বোস্টনের এই বিকেলটা সাক্ষী রইল-মেসি-রোনাল্ডোর পরবর্তী যুগে বিশ্ব ফুটবলের ব্যাটন কার হাতে সুরক্ষিত।

অভিষেকেই চমক

১ বিশ্বকাপ অভিষেকে নরওয়ের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে জোড়া গোল করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

২ দুই গোলেই বিশ্বকাপে নরওয়ের যুগ্মভাবে সর্বাধিক গোলদাতা হলেন তিনি।

১১ নরওয়ের হয়ে টানা ১১টি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে গোল করার ধারা বজায় রাখলেন হাল্যান্ড।

গোলের পর আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

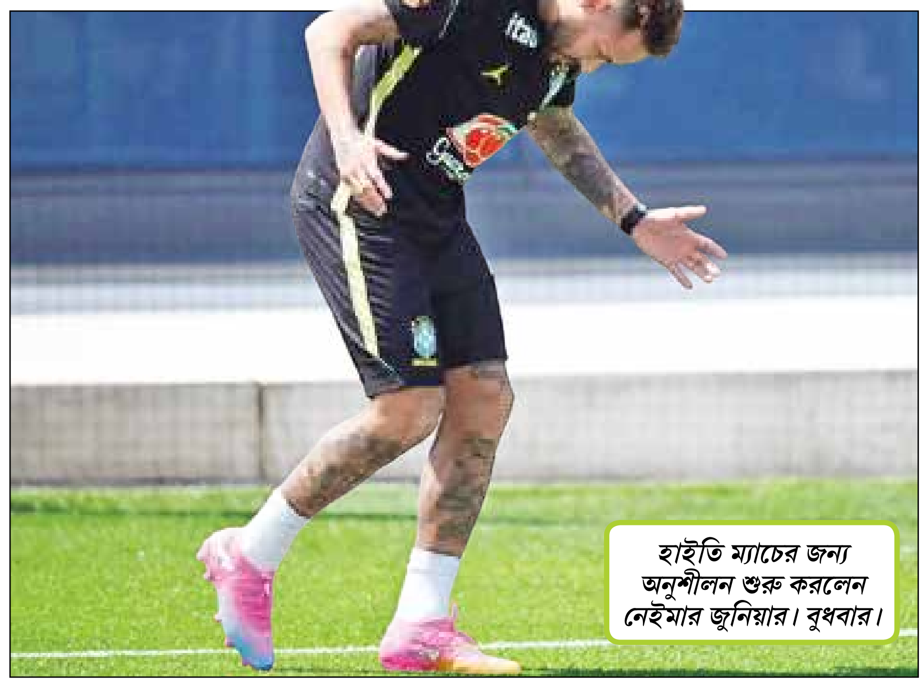
হাইতি ম্যাচের জন্য অনুশীলন শুরু করলেন নেইমার জুনিয়র। বুধবার।

নেইমারের হাসি, ব্রাজিলের দীর্ঘশ্বাস

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

নিউ জার্সি, ১৭ জুন : নিউ জার্সির এনজে ট্রানজিট লাইন ধরে ট্রেন যখন প্রিন্সটনের দিকে এগোয়, তখন কংক্রিটের জঙ্গল ধীরে ধীরে শান্ত সবুজে মিশে যায়। ভোরের আলোয় হরিণের দল যেখানে নিশ্চিন্তে চড়ে বেড়ায়, তা দেখে কে বলবে এই ঠিকানার অদূরেই স্পন্দিত হচ্ছে ম্যানহাটন বা ব্রুকলিনের মতো পৃথিবীর অন্যতম ব্যস্ত শহর! আমেরিকার এই বিচিত্র ক্যানভাসে এখন একটাই রং- ফুটবল। আর সেই ক্যানভাসে সবচেয়ে বেশি জ্বলজ্বল করছে ব্রাজিলের হলুদ আর মেক্সিকোর সবুজ।

এই হলুদ জার্সির সমুদ্রে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে এক অদ্ভুত চেনা স্বর। নিউ জার্সির রাস্তায় বা ট্রেনের কামরায় প্রবাসী বাঙালিদের ভিড় যেন এই টুর্নামেন্টের অলিখিত এক অঙ্গ। দিনদুয়েক আগেই দেখা মিলল অর্ণব মুখোপাধ্যায়ের। উত্তর কলকাতায় শেকড়, কিন্তু বড় হয়ে ওঠা জলপাইগুড়ির স্নিগ্ধতায়। মোহনবাগানের সবুজ-মেরুন আর রোজ সকালে চায়ের কাপে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'- এই দুই নস্টালজিয়ায় মোড়া মানুষটি ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন ব্রাজিলের খেলা দেখতে। বিদেশের মাটিতে এই আলাপের উষ্ণতায় তিনি কখন যেন একেবারে ঘরের মানুষ হয়ে উঠলেন। আর আড্ডার শেষে এক অদ্ভুত শূন্যতা নিয়ে রেখে গেলেন সেই অমোঘ প্রশ্ন, 'নেইমার কবে মাঠে নামবেন বলুন তো?'

অর্ণববাবুর এই দীর্ঘশ্বাস আসলে পেনসিলভেনিয়া স্টেশনের সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া হাজারো ফুটবলপ্রেমীর, গোটা বিশ্বের কোটি কোটি ব্রাজিল সমর্থকের। প্রথম ম্যাচে মরক্কোর সঙ্গে হতাশার ড্র করার পর এই প্রশ্নটা এখন রীতিমতো ক্ষোভের রূপ নিয়েছে। কার্লো আন্সেলোত্তির মতো প্রাজ্ঞ কোচ কেন চোটগ্রস্ত নেইমারকে দলে রাখলেন, তা নিয়ে ফুঁসছে গোটা ব্রাজিল। অধিনায়কের আর্মব্যান্ড কেড়ে নিলেও, তাঁকে দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে রাখার এই জেদ কি শুধুই আবেগের, নাকি এর পেছনে লুকিয়ে আছে স্যান্টোসের কোনও গোপন রিপোর্ট?

তবে এই হতাশার মেঘের মাঝেই এক চিলতে রুপোলি রেখা। মরিসটাউনের রেড বুল ট্রেনিং সেন্টারে মঙ্গলবার থেকে হালকা শারীরিক কন্ডিশনিং শুরু করেছেন ব্রাজিলীয় তারকা। কাফ মাসলের নতুন স্ক্যানের পর মাঠে তাঁর এই পদার্পণ সতীর্থদের মনে সাময়িক স্বস্তি দিলেও, তাঁর নড়াচড়ায় সেই চেনা জাদুকরী ছন্দের বড্ড অভাব। শুক্রবার ফিলাডেলফিয়ায় হাইতি ম্যাচে তিনি যে কোনওভাবেই থাকছেন না, তা একপ্রকার নিশ্চিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, মাঠের বাইরের নেইমারকে দেখে এই সীমাহীন চাপের বিন্দুমাত্র আঁচ পাওয়া যাচ্ছে না! অনুশীলনের বাইরে তিনি দিব্যি খোশমেজাজে। বান্ধবী আর সন্তানদের নিয়ে লেন্সবন্দি হচ্ছেন, সতীর্থদের সঙ্গে হাসিঠাট্টায় মাতছেন।

মাঠের এই বিষাদ আর মাঠের বাইরের এই নির্ভার হাসি- দুইয়ে মিলে এক অদ্ভুত বৈপরীত্য তৈরি করেছে। স্কটল্যান্ড ম্যাচ বা রাউন্ড অফ ৩২ পর্যন্ত হয়তো সমর্থকরা বুকের পাথর সরিয়ে অপেক্ষা করবেন তাঁর সেই চেনা দৌড় দেখার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি এই রূপকথার রাজপুত্র মাঠে না নামেন, তবে দেশের মানুষের কাছে তাঁর ট্র্যাজিক ভিলেন হতে যে এক মুহূর্তও সময় লাগবে না, তা বলাই বাহুল্য।

বিশ্বকাপে

চেক প্রজাতন্ত্র বনাম **দক্ষিণ আফ্রিকা**
রাত ৯.৩০ মিনিট

সুইৎজারল্যান্ড বনাম **বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা**
রাত ১২.৩০ মিনিট

কানাডা বনাম **কাতার**
রাত ৩.৩০ মিনিট

মেক্সিকো বনাম **দক্ষিণ কোরিয়া**
ভোর ৬.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : ইউনাইটচ৮ স্পোর্টস চ্যানেল ও জি৫ অ্যাপ

সাইবার হানায় বিশ্বকাপ

নিউ ইয়র্ক, ১৭ জুন : বিশ্বকাপের উন্মাদনার মাঝেই এবার সাইবার প্রতারকদের রমরমা কারবার! সাইবার সিকিউরিটি ফার্ম ফোর্টিনেটের রিপোর্ট বলছে, জানুয়ারি থেকে তৈরি হওয়া

প্রায় ১৩ হাজার ফিফা-সম্পর্কিত ওয়েবসাইটের মধ্যে ১,১৫০টি ওয়েবসাইটই নাকি জাল। শুধু তাই নয়, ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে ফিফার নাম ভাঁড়িয়ে প্রায় ১,৭০০টি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়েছে। টিকিট বিক্রি, ভুয়া মার্চেন্ডাইজ থেকে শুরু করে ক্রিপ্টো এয়ারড্রপ- সব মিলিয়ে প্রতারকদের ফাঁদে পড়ে কোটি কোটি টাকা খোয়াচ্ছেন সাধারণ সমর্থকরা। সাইবার বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, আবেগের বশে ভুয়ো লিংকে ক্লিক করলেই কিন্তু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খালি হতে বেশি সময় লাগবে না! তাই বিশ্বকাপের আনন্দ উপভোগ করুন, তবে একটু সাবধানে।

বিরিয়ার গন্ধে আর ফুটবলের ছন্দে
গ্রুপ শীর্ষের মহারণ

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
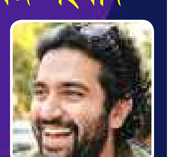
বাপ্পাদিত্য সাহা

গুয়াদালাহারা, ১৭ জুন : মেক্সিকো সিটির কংক্রিটের অরণ্য আর অ্যাজটেকার উন্মাদনা পেরিয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচশো কিলোমিটার দূরে গুয়াদালাহারা শহরে যখন পা রাখলাম, তখন বিকেলের নরম আলো এসে পড়েছে শহরের প্রাচীন স্থাপত্যগুলোর গায়ে। এই শহর মেক্সিকান সংস্কৃতির আসল হৃৎপিণ্ড-এখান থেকেই জন্ম নিয়েছে মারিয়াচি ব্যান্ডের সুর আর বিশ্বখ্যাত টাকিলা পানীয়। আর এই সাংস্কৃতিক পীঠস্থানেই আজ বসেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি মহাদেশের ফুটবল-দর্শনের আসর। একদিকে আয়োজক মেক্সিকো, অন্যদিকে এশিয়ার পরাশক্তি দক্ষিণ কোরিয়া।

শহরের প্রান্তে অবস্থিত এস্তাদিও আকরন বা গুয়াদালাহারা স্টেডিয়ামের দিকে যখন এগোচ্ছি, রাস্তার দুই ধারে স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী 'বিরিয়া' মাংসের ঝোলের গন্ধ আর কোরিয়ান সমর্থকদের ড্রামের আওয়াজ মিলেমিশে এক অদ্ভুত মায়াজাল তৈরি করেছে। বাইরে থেকে দেখলে এই স্টেডিয়ামকে একটা সুপ্ত সবুজ আগ্নেয়গিরির মতো মনে হয়, যার স্থাপত্য চারপাশের প্রাকৃতিক ল্যান্ডস্কেপের সঙ্গে নিখুঁত জ্যামিতিতে মিশে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে সেই আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখেই ফুটবে গ্রুপ 'এ'-র শীর্ষস্থান দখলের লড়াই।

উদ্বোধনী ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারানোর পর মেক্সিকানদের আত্মবিশ্বাস এখন আকাশছোঁয়া। রাউল জিমেনেজ আর জুলিয়ান কুইনোনেসরা গত ম্যাচে যে আবেগ আর গতির বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন, আজ ঘরের মাঠে তার পুনরাবৃত্তি করতে মরিয়া। কিন্তু এই আবেগ আর উচ্ছ্বাসের মাঝেও কোচ জাভিয়ের আগুইরের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে একটা লাল কার্ড। গত ম্যাচে সিজার মন্তেসের সেই অবাঞ্ছিত ফাউলের কারণে আজ মেক্সিকোর রক্ষণের মূল স্তম্ভটি নেই। শোনা যাচ্ছে, দলের ভারসাম্য বজায় রাখতে অধিনায়ক এডসন আলভারেজকে হয়তো আজ মাঝমাঠ ছেড়ে রক্ষণের দায়িত্ব সামলাতে হবে।

অন্যদিকে, দক্ষিণ কোরিয়া যেন নিস্তব্ধ এক দাবাড়ুর মতো ঘুঁটি সাজাচ্ছে। প্রথম ম্যাচে চেক প্রজাতন্ত্রের কাছে পিছিয়ে পড়েও যে অদম্য মানসিকতা দেখিয়ে তারা ২-১ গোলে ফিরে এসেছে, তা এখানকার ফুটবল পণ্ডিতদের রীতিমতো সমীহ আদায় করে নিয়েছে। হোয়াং ইন-বেওমের মতো একজন ফুটবলার যখন মাঝমাঠ থেকে খেলা নিয়ন্ত্রণ করেন আর সামনে সন হিউং-মিন বা লি কাং-ইনের মতো গতিশীল স্ট্রাইকাররা বিপক্ষের রক্ষণে হানা দেন, তখন যে কোনও দলের জন্যই তা এক বিরাট অশনিসংকেত।

যেমন হাওড়া ব্রিজের নীচ দিয়ে বয়ে চলা গঙ্গার শান্ত স্রোতের ওপর দিয়ে তুমুল ব্যস্ততা আর কোলাহল চলে, গুয়াদালাহারার এই ম্যাচটাও অনেকটা তেমনই হতে চলেছে। মেক্সিকোর লাগামছাড়া ল্যাটিন আবেগ আর ক্রমাগত আক্রমণের ঢেউ আছড়ে পড়বে কোরিয়ার সুশৃঙ্খল, ঠান্ডা মাথার ডিফেন্স আর ক্ষিপ্র প্রতি-আক্রমণের ওপর। কোরিয়ান কোচ হং মিউং-বো জানেন, এই চড়া রোদ আর হাজার হাজার মারিয়াচি সুরের চাপের মধ্যে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারলেই মেক্সিকোর ভাঙাচোরা রক্ষণে ফাটল ধরানো সম্ভব।

মেক্সিকোকে ফের ভরসা দিতে তৈরি হচ্ছেন রাউল জিমেনেজ। বুধবার।

অনুশীলনে সন হিউং-মিন।

সংবাদমাধ্যমকে বয়কট দক্ষিণ কোরিয়ার

মেক্সিকো সিটি, ১৭ জুন : বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে জয়। আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে থাকার কথা দক্ষিণ কোরিয়ার। কিন্তু তার বদলে মাঠের বাইরের বিতর্কে জেরবার সন হিউং-মিনরা। ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে খোদ কোরিয়ান অধিনায়ক সন। কয়েকদিন আগে অনুশীলনের সময় মাইক্রোফোনে এক কোরিয়ান সাংবাদিকের কিছু মন্তব্য ধরা পড়ে। দলের অধিনায়ক সনকে কটাক্ষ করে তিনি বলেছিলেন, 'ও ঠিকমতো নিজের সামরিক দায়িত্ব পালন করেনি।'

দক্ষিণ কোরিয়ার নিয়ম অনুযায়ী, কোনও ক্রীড়াবিদ আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য আনলে তাঁকে সামরিক ডিউটি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী ২০১৮ এশিয়ান গেমসে দক্ষিণ কোরিয়া সোনা জেতার পর সনকে সামরিক ডিউটি করতে হয়নি। তাই কোরিয়ান সাংবাদিকের মন্তব্যের জেরে উত্তাল সেদেশের ফুটবল মহল। এই বিতর্কের জেরে ইতিমধ্যে কোরিয়ান ফিফা বিশ্বকাপ প্রেস কর্পসের সেক্রেটারি পদত্যাগ করেছেন। খোদ সন প্রথম ম্যাচের পর মিক্সড জোনে সংবাদমাধ্যমকে এড়িয়ে গিয়েছেন। বেশ কিছু খেলোয়াড়ের পূর্ব নির্ধারিত সাক্ষাৎকার বাতিল করা হয়েছে। কারণ হিসেবে সময়ের অভাবের কথা বলা হলেও, আদপে সংবাদমাধ্যমকে বয়কট করার লক্ষণ সুস্পষ্ট। এমনকি ফিফার অনুষ্ঠান ছাড়া খেলোয়াড়রা সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কোনও কথা বলছেন না।

৩৬ বছর পর অস্ট্রিয়ার জয়

অস্ট্রিয়া-৩ (স্মিদ, ইয়াজান-আত্মঘাতী, আর্নাউতোভিচ-পেনাল্টি)
জর্ডন-১ (ওলওয়ান)

সান ফ্রান্সিসকো, ১৭ জুন : দীর্ঘ ৩৬ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ফুটবলের বিশ্বমঞ্চে জয়ে ফিরল অস্ট্রিয়া। মঙ্গলবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর নবাগত জর্ডনকে ৩-১ গোলে হারায় তারা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, চলতি বিশ্বকাপে এই প্রথম কোনও এশীয় দেশ হারের মুখ দেখল।

সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়া স্টেডিয়ামে ম্যাচের ২০ মিনিটেই রোমানো স্মিদের দূরপাল্লার রকেট শটে লিড নেয় অস্ট্রিয়া। তবে বিরতির পর নবাগত জর্ডন মরিয়া হয়ে ওঠে। ৫০ মিনিটে একক দক্ষতায় মাঝমাঠ থেকে বল টেনে ইতিহাস গড়ে জর্ডনের হয়ে বিশ্বকাপের প্রথম গোলটি করেন আলি ওলওয়ান। সমতা ফিরে পেয়ে জর্ডন যখন অঘটনের স্বপ্ন দেখছে, ঠিক তখনই ভাগ্য সহায় হয় অস্ট্রিয়ার। ভিএআরের সিদ্ধান্তে মার্কো আর্নাউতোভিচের একটি গোল বাতিল হলেও, ৭৬ মিনিটে দুর্ভাগ্যজনকভাবে জর্ডন ডিফেন্ডার ইয়াজান আল-আরবের আত্মঘাতী গোল অস্ট্রিয়াকে ফের লিড এনে দেয়। এরপর সংযোজিত সময়ের শেষলগ্নে পেনাল্টি থেকে নিখুঁত শটে জর্ডনের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন অভিজ্ঞ আর্নাউতোভিচ। ম্যাচ হারলেও নবাগত জর্ডনের এই বুক চিতিয়ে লড়াই ফুটবলপ্রেমীদের মনে আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। গ্রুপ 'জে'-র এই রুদ্ধশ্বাস ম্যাচের পর সোমবার শক্তিশালী আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে অস্ট্রিয়া। অন্যদিকে জর্ডন নামবে আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে।

অস্ট্রিয়াকে জিতিয়ে উল্লাস মার্কো আর্নাউতোভিচের।

বিশ্বকাপ আনকাট

বর্ণবাদকে হারালেন সুজুকি

নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ২-২ ড্র করে জাপান বুঝিয়ে দিয়েছে যে তারাও কম যায় না। আর এই ড্রয়ের অন্যতম কারিগর ২৩ বছরের গোলকিপার জিওন সুজুকি। আমেরিকার নিউ জার্সিতে জন্ম নেওয়া এই তারকার বাবা ঘানার এবং মা জাপানের। কিন্তু গায়ের রং ও মিশ্র পরিচয়ের কারণে তাঁকে বারবার বর্ণবাদী মন্তব্যের শিকার হতে হয়েছে। এশিয়ান কাপের সময় তো তাঁকে রীতিমতো সোশ্যাল মিডিয়ায় নিশানা করা হয়েছিল। তবে সব সমালোচনাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইতালির পারমা ক্লাবে খেলা এই গোলকিপার এখন জাপানের এক নম্বর ভরসা। শুধু তাই নয়, এমিলিয়ানো মার্টিনেজের পরিবর্ত হিসেবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দল অ্যাস্টন ভিলাতেও তাঁর ডাক পড়ার সম্ভাবনা প্রবল।

ট্র্যাজেডি পেরিয়ে বিশ্বকাপে

আমেরিকায় ঢুকতেই শিকাগো বিমানবন্দরে ৭ ঘণ্টার জেরা। তবুও মুখে হাসি নিয়ে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ইরাকের স্ট্রাইকার আইমেন হুসেইন। কারণ, জীবনে এর চেয়েও অনেক কঠিন সময় পার করেছেন তিনি। ছোটবেলায় চোখের সামনে বাবাকে আল-কায়দার গুলিতে মরতে দেখেছেন, নিখোঁজ হয়েছেন বড় দাদা। কিন্তু মায়ের জেদেই ফুটবল চালিয়ে গিয়েছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ, বোমাবর্ষণ, আর ২৮ ঘণ্টার সড়কপথ পেরিয়ে মেক্সিকোতে প্লে-অফ জিতে ৪০ বছর পর ইরাককে বিশ্বকাপে তুলেছেন তিনিই। দলে ভাষাগত সমস্যা থাকলেও, অস্ট্রেলিয়ান কোচ গ্রাহাম আর্নল্ডের মাস্টারস্ট্রোকে সেটাই আজ ইরাকের সবচেয়ে বড় শক্তি। নরওয়ের বিরুদ্ধে হারের দিনও গোল করে আইমেন প্রমাণ করেছেন, তিনি শুধু একজন ফুটবলার নন, এক লড়াকু যোদ্ধা। এটি ছিল বিশ্বকাপের মঞ্চে ইরাকের ইতিহাসে দ্বিতীয় গোল। আইমেনের এই গোল শুধু একটি সংখ্যা নয়, এটি ইরাকের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প।

সাপের আতঙ্কে জার্মানরা

জার্মান শিবিরের এখন প্রতিপক্ষের চেয়ে সাপের ভয়ই বেশি! নর্থ ক্যারোলিনায় নিজেদের বেস ক্যাম্পের কাছে বিষধর 'কপারহেড' সাপ দেখে রীতিমতো আতঙ্কে ভুগছেন জোশুয়া কিমিচরা। জার্মান অধিনায়কের কথায়, 'এমনিতে তো আমরা ট্যাকটিক্স নিয়েই ভাবি, কিন্তু এখানে তো পা ফেলার আগে ভাবতে হচ্ছে, ঘাসের নীচে কিছু লুকিয়ে নেই তো!' শুধু জার্মানি নয়, সুইস ও নরওয়ে দলও এই সাপের উপদ্রব নিয়ে চিন্তিত। নরওয়ের অধিনায়ক তো বিরক্তি প্রকাশ করেই ফেলেছেন। যদিও প্রথম ম্যাচে কুরাসাওকে ৭-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে জার্মানি, তবুও সাপের আতঙ্কে ফুটবলারদের অনুশীলনে এখন বাড়তি সতর্কতা নিতে হচ্ছে।

হতাশ তারকা অনুরাগী

বিশ্বকাপের মঞ্চে নিজের প্রথম হ্যাটট্রিকের সঙ্গে সঙ্গেই মিরোস্লাভ ক্লোসের সর্বাধিক ১৬ গোলের রেকর্ড স্পর্শ করেছেন লিওনেল মেসি। জিতেছে আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টাইন মহাতারকার এই অনন্য অর্জনে উচ্ছ্বসিত তাঁর অনুরাগীরা। এরইমধ্যে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর অনুরাগী ও জনপ্রিয় স্ট্রিমিং তারকা 'আইশোস্পিড' সামাজমাধ্যমে নিজের হতাশা প্রকাশ করেছেন। আলজিরিয়াকে সমর্থন করে তাঁর বার্তা রীতিমতো ভাইরাল।

আন্তোনেল্লার বার্তা

বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করেছেন লিওনেল মেসি। গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন তাঁর স্ত্রী আন্তোনেল্লা রোকুজ্জো এবং তিন সন্তান। ম্যাচ শেষে সমাজমাধ্যমে আবেগঘন বার্তায় আন্তোনেল্লা লিখেছেন, মেসির এই অর্জনে পুরো পরিবার গর্বিত। জীবনের প্রতিটি চড়াই-উতরাইয়ে তারা চিরকাল মেসির পাশে থাকবেন। স্ত্রীর এই সমর্থন মেসি অনুরাগীদের হৃদয় জিতে নিয়েছে।

বাবা-ছেলেদের বিরল যুগলবন্দি

১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত বিশ্বকাপ। নিশীথ সূর্যের দেশ নরওয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বমঞ্চে খেলতে নেমেছিল। সেই দলের তিন সদস্য আলফ ইঙ্গে হাল্যান্ড, গোরান সোরলথ ও এরিক থর্স্টভেস্ট। চলতি বিশ্বকাপে ইরাকের বিরুদ্ধে তাঁদের ছেলে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড, আলেকজান্ডার সোরলথ ও ক্রিস্টান থর্স্টভেস্ট মাঠে নেমেছিলেন। ফুটবল বিশ্বে ভাইরাল বাবা-ছেলেদের বিরল কৃতিত্ব।

গিল-ঈশান জুটিতে সিরিজ দখল

ভারত-৪০২
আফগানিস্তান-২৩২
(ভারত ১৭০ রানে জয়ী)

লখনউ, ১৭ জুন : একদিকে ফুটবল বিশ্বকাপ, লিওনেল মেসি ম্যানিয়া।

অপরদিকে টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের সোনার মেয়েদের দুরন্ত শুরু। দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝে ভারত-আফগানিস্তান ওডিআই সিরিজ। জোড়া বিশ্বকাপ ঘিরে ক্রীড়ামহলের উন্মাদনাকে এদিন আরও একধাপ বাড়িয়ে দিলেন শুভমান গিল, ঈশান কিষান।

ধরমশালায় বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম ম্যাচে জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। আজ ঐতিহাসিক লখনউ শহরে সিরিজে কবজা মেন ইন ব্লু-র। শুভমান-ঈশানের জোড়া সেঞ্চুরি, দ্বিশতরানের যুগলবন্দি, ভারতের পাহাড়প্রমাণ ৪০২ রানের স্কোরে ম্যাচের ভাগ্য তৈরি হয়ে যায়। আফগানিস্তান যে স্ক্রিপ্ট বদলাতে পারেনি।

প্রচণ্ড গরমে শুভমান-ঈশানের বেধড়ক ঠ্যাঙানিতে ক্লান্ত আফগানরা থমকে যায় ২৩২ রানেই। ফলস্বরূপ, ১৭০ রানের বিশাল জয়ে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জয় ভারতের। রহমানুল্লাহ গুরবাজ (৪১), সেদিকুল্লা অটলের (৪২) পাশে রহমত শা-র (৭৯) উইকেট না দেওয়ার ধনুক ভাঙা পণ। তবে শুভমানদের ন্যূনতম চাপে ফেলার জন্য যা যথেষ্ট ছিল না। লাল-কালো মাটির মিশেলে তৈরি লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামের বাইশ গজে সেই সুযোগ দেননি অর্শদীপ সিং (৪৫/৩), প্রিন্স যাদব (৫৬/২), গুরনুর ব্রাররা (৬০/৩)।

এর আগে টসে জিতে ফিল্ডিং নেন হাশমাতুল্লাহ শাহিদি। ভারতীয় দলে এদিন একাধিক পরিবর্তন। নীতীশকুমার রেড্ডি (চোট), প্রসিধ কৃষ্ণ নেই। নেই প্রথম ম্যাচে অভিষেকে চমক দেওয়া হর্ষ দুবে। বদলে অভিষেকের সুযোগ প্রিন্সের। প্রত্যাবর্তন যশস্বী জয়সওয়ালের। অধিনায়ক শুভমান ওপেনিংয়ের জায়গা ছেড়েও দেন তাঁর জন্য।

কিন্তু যশস্বী (৪) সুযোগ কাজে ব্যর্থ। এরপর শুভমান-রোহিত শর্মার যুগলবন্দি। প্রথম থেকেই হিটম্যানসুলভ মেজাজে রোহিত। যখন মনে হচ্ছিল আজ তাঁকে ঘিরে তৈরি হওয়া অনেক 'যদি', 'কিন্তু' ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে ফিরবেন, তখনই প্রচণ্ড গরমে মাঠে হাজির তেরো হাজার দর্শক- আউট রোহিত (৩৯ বলে ৬টি চার ও ২টি ছক্কায় ৪৮)।

আক্ষেপ দূর শুভমান-ঈশানের ১৪১ বলে ২২৪ রানের জুটিতে। ভিন্নধর্মী ব্যাটিং, ফল এক। শুভমান বেছে নিলেন স্বভাবসিদ্ধ মাটিঘেঁষা শটকে। চোখধাঁধানো কভার ড্রাইভে তপ্তদুপুরে স্নিগ্ধতা ছড়ালেন। ঈশান উত্তাপ ছড়ালেন হাওয়াই শটে। একটা সময় লড়াই কার্যত ঈশান বনাম শুভমানের, একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার! রশিদ খান সহ আফগান বোলিং দর্শক মাত্র।

৩৩তম ওভারে দুজনেই তিন অঙ্কের ঘরে। প্রথমে শুভমান। ৭৭ বলে নবম ওডিআই শতরান। ঈশান নেন ৭১ বল, ২০২২ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিশতরানের পর প্রথম তিনঅঙ্কের স্কোর। প্রথম পঞ্চাশ ৫২ বলে। ৫০ থেকে ১০০-য় পৌঁছোতে ঈশানের লাগে ১৯ বল। যার সুবাদে পূরণ ১০০০ ওডিআই রানও।

৪০ ওভারে ৩৪০। মনে হচ্ছিল, ভারতের সর্বাধিক ৪১৮ (২০১১, ওয়েস্ট ইন্ডিজ) স্কোরের নজির ভেঙে যাবে আজ। কিন্তু ঈশান (৭৯ বলে ১২৫, ১৪টি চার, ৭টি ছক্কা) ফিরতেই পরিস্থিতি বদল। শেষ ১৩.২ ওভারে ৮২ রানে আট খুইয়ে ৪০২-এ থমকে যায় ভারতের ইনিংস। প্রচণ্ড গরমে পায়ের ক্র্যাম্প, পিঠের সমস্যা (বার দুয়েক মাঠেই শুশ্রূষা চলে) নিয়েই শুভমানের অধিনায়কোচিত ইনিংস (১১০ বলে ১৫৪, ২২টি চার ও ২টি ছক্কা) থামে রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে।

লোকেশ রাহুল ফেরেন প্রথম বলেই। সহ অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার (২৬) শুভমানের পর ভারতীয় হিসেবে দ্বিতীয় দ্রুততম তিন হাজার রানের মাইলস্টোনে পা রাখলে এদিন প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ। শেষপর্যন্ত ৩২০/২ থেকে অষ্টমবার চারশো প্লাস স্কোর করে দক্ষিণ আফ্রিকার নজির স্পর্শ করে ভারত, একপেশে জয়ে যা যথেষ্ট ছিল। নানগিয়ালাই খারোটে ও রশিদ যথাক্রমে ৪টি ও ৩টি উইকেট নেন।

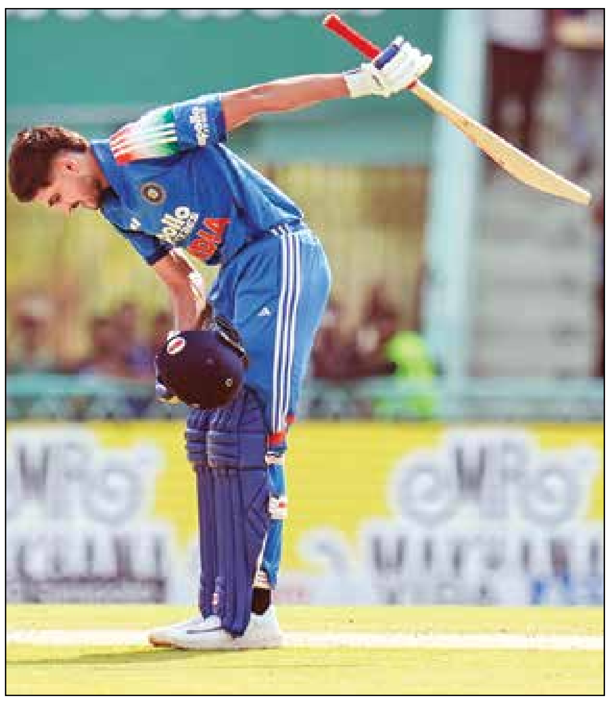
ওডিআই কেরিয়ারের ৯ নম্বর শতরানের পর শুভমান গিল। বুধবার।

ফাইনালে ভারত 'এ'

অর্ধশতরানের ভারতের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেন অধিনায়ক তিলক ভার্মা।

ডাম্বুলা, ১৭ জুন : মেজাজ হারাননি। হাতাহাতিতেও জড়াননি। কিন্তু তারপরও ব্যাটে রান নেই ভারতীয় ক্রিকেটের বিস্ময় বালক বৈভব সূর্যবংশীর। রাতের দিকের খবর, বড় অঘটন না হলে চলতি ত্রিদেশীয় সিরিজ শেষের পর বিসিসিআইয়ের শাস্তির মুখে পড়তে চলেছেন বৈভব। বৈভবের ব্যর্থতার দিনে অবশ্য জিততে সমস্যা হয়নি ভারতীয় 'এ' দলের। আজ আফগানিস্তান 'এ' দলের বিরুদ্ধে ১০১ রানে জিতে ভারতীয় 'এ' দল ফাইনালে উঠল। টসে হেরে প্রথমে ভারতীয় 'এ' দল করেছিল ৩১৯/৯। জবাবে নিশান্ত সিন্ধুর (৩১/৪) দাপটে ২১৮ রানে শেষ আফগানিস্তান ইনিংস। নিশান্তই ম্যাচের সেরা। বল হাতে চার উইকেটের আগে ব্যাটিংয়ে অপরাজিত ২১ রানের ইনিংসও খেলেছেন তিনি। শেষ দুইটি ম্যাচে হারের পর রীতিমতো চাপে ছিল ভারতীয় 'এ' দল। আজ ব্যাটিংয়ের শুরু থেকেই প্রিয়াংশ আর্য (৪২ বলে ৫৮), বৈভব (২৮ বলে ৩৮), অধিনায়ক তিলক ভার্মার (৭৫ বলে ৫৯) ঝড় তোলেন ব্যাটে। তাঁদের দাপটে ৩১৯-এর বড় স্কোর করেছিল ভারতীয় দল। শেষ ম্যাচে মেজাজ হারিয়ে হাতাহাতিতে জড়ানো বৈভবের শুরুটাও ভালো হয়েছিল। যদিও তিনি বড় রান করে দলকে ভরসা দিতে ব্যর্থ। মোট চারবার 'জীবন' পেয়ে ৩৮ রান করে ফিরে যান বৈভব। ফারিজুন দাউদজাইয়ের বলে আউট হওয়ার পর আফগান বোলার বৈভবকে ইশারায় কিছু একটা ইঙ্গিত করেন। যা পছন্দ হয়নি ভারতের বিস্ময় বালকের। তবে শেষ ম্যাচের মতো ঘটনাও ঘটাননি তিনি।

ফের ব্যর্থ বৈভব

৬ মিনিটে জোয়াও নেভেসের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর উল্লাস পর্তুগালের (উপরে)। যদিও প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে ইওয়ানে ইউসার গোলে সমতা ফিরিয়ে ম্যাচ জমিয়ে দিয়েছে প্রথমবার বিশ্বকাপে আসা কঙ্গো।

স্মৃতিদের দাপটে টানা দ্বিতীয় জয় ভারতের

ভারত-২০৯/৫ নেদারল্যান্ডস-১১৪ (১৭.৩ ওভারে)

লিডস, ১৭ জুন : টি২০ বিশ্বকাপের আসরে ফের একবার স্মৃতি মান্ধানা শো। রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৬৪ রানের জয়ে বড় ভূমিকা ছিল বাঁহাতি ওপেনারের। বুধবার নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধেও জ্বলে উঠলেন তিনি। সঙ্গে সাহায্য পেলেন আর এক ওপেনার শেফালি ভার্মারও। তাঁদের অর্ধশতরানের সৌজন্যে ভারত ২০৯/৫ স্কোর তুলল।

টসে জিতে ভারতকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন নেদারল্যান্ডস অধিনায়ক ব্যাবিটি ডি লিডস। তবে তাঁর পরিকল্পনায় জল ঢেলে দেন ভারতের দুই ওপেনার স্মৃতি ও শেফালি ভার্মা। ৪৭ বলে ৭৪ রানে শুরুতে দলকে টানলেন স্মৃতি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে মাত্র ৬ রানে ফিরতে হয়েছিল শেফালিকে। অর্ধশতরান করে সেই ক্ষতে প্রলেপ দিলেন তিনি। তাঁর ৩৮ বলে ৫৫ রানের ইনিংস সাজানো ১০টি বাউন্ডারিতে। শেফালি-স্মৃতি ওপেনিং জুটিতে ৭১ বলে ১১৫ রান যোগ করেন। তবে আগের ম্যাচের মতোই এদিনও ব্যর্থ জেমিমা রডরিগজ (১৯)। ভারতী ফুলমালির বদলে দলে জায়গা পাওয়া ইয়াস্তিকা ভাটিয়াও (৩) রান পাননি। অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরও ফিরে যান ১২ রানে। ডেথ ওভারে রিচা ঘোষ (৮ বলে ২০) ও দীপ্তি শর্মার (২ বলে ১০) ইনিংসে দুশো পার করে ভারত।

রানতাড়ায় নেমে নেদারল্যান্ডস স্বাভাবিকভাবে কখনোই স্বস্তিতে ছিল না। নাল্লাপুরেড্ডি শ্রীচরণি (১৯/৪) ও শেফালির (২০/৩) স্পিন ছোবলে ডাচরা ১৭.৩ ওভারে ১১৪ রানে অলআউট হয়ে যায়। শেফালিদের যোগ্য সংগত করেন পেসার নন্দনী শর্মা (২২/২)।

৪৭ বলে ৭৪ রানের ইনিংসের পথে স্মৃতি মান্ধানা। বুধবার।

বিশ্বকাপের আড়ালে ফিক্সিংয়ের কালো ছায়া

কাঠগড়ায় আইভরি কোস্টের ওয়াহি

নিউ জার্সি, ১৭ জুন : বিশ্ব ফুটবলের বর্ণময় চাকচিক্যের আড়ালে যে দুর্নীতির গভীর পচন লুকিয়ে থাকে, তারই এক জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে উঠলেন আইভরি কোস্টের তরুণ স্ট্রাইকার এলি ওয়াহি। আমেরিকার চোখধাঁধানো স্টেডিয়ামে তিনি যখন ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে দলের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামলেন, দর্শকরা তাঁর স্কিলে মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের অনেকেই জানতেন না, এই স্বপ্নের আসরে নামার মাত্র দুই সপ্তাহ আগেই স্পট ফিক্সিংয়ের অভিযোগে ফরাসি পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ২৩ বছরের এই ফুটবলার!

অভিযোগ, গত ১৭ মে ফরাসি লিগে মেৎজের বিরুদ্ধে নিসের হয়ে খেলার সময় বেটিং চক্রের সুবিধার্থে ইচ্ছে করে হলুদ কার্ড দেখেছিলেন ওয়াহি। এই অস্বাভাবিক বেটিংয়ের খবর ফরাসি লিগ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছোতেই তদন্ত শুরু হয়। অদ্ভুত ব্যাপার হল, গত ২৯ মে সেন্ট এতিয়েনেকে হারিয়ে জোড়া গোল করে যখন তিনি দলকে প্রথম ডিভিশনে টিকিয়ে রাখার নায়ক, ঠিক সেদিনই সংগঠিত স্পোর্টস করাপশন ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে মার্সেইঁ পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

জেরা শেষে আপাতত মুক্তি পেলেও, ওয়াহির মাথার ওপর তদন্তের খাঁড়া সর্বক্ষণ ঝুলছে। আর এই চরম বিতর্কের মাঝেই তিনি আটলান্টিক পেরিয়ে আইভরি কোস্টের হয়ে বিশ্বকাপ খেলছেন। আগামী শনিবার টরন্টোতে জার্মানির বিরুদ্ধে দল যখন মাঠে নামবে, তখন ওয়াহির দিকে গোটা বিশ্বের নজর থাকবে। ফুটবলের এই বিশাল মঞ্চে যেমন বিশুদ্ধ সৃষ্টির উল্লাস আছে, তেমনই আছে স্বার্থ ও টাকার নোংরা অঙ্ক। ওয়াহির এই ঘটনা আরও একবার প্রমাণ করল, মাঠের বর্ণময় আলোর নীচেই লুকিয়ে থাকে সবচেয়ে গাঢ় অন্ধকার।

ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে নজর কেড়েছিলেন এলি ওয়াহি।

মেসি-জ্বরে কাঁপছে গোটা আমেরিকা

নিউ জার্সি, ১৭ জুন : আমেরিকায় পা রাখার পর থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট- এখানকার স্থানীয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ফুটবল নিয়ে খুব একটা হেলদোল নেই। তাঁরা নিজেদের কাজ, ব্যস্ততা আর দূরপাল্লার রাস্তায় গাড়ির স্টিয়ারিংয়েই বেশি স্বচ্ছন্দ। ট্রেন বা মেট্রোর কামরায় কান পাতলে মূলত আমাদের মতো ভিনদেশি বা পর্যটকদেরই কোলাহল শোনা যায়। কিন্তু নিস্পৃহতার এই শক্ত বরফটাও এবার গলতে শুরু করেছে। লিওনেল মেসি, আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড বা কিলিয়ান এমবাপেদের জাদুতে এখন আর শুধু ফুটবলপ্রেমীরা নয়, মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা থেকে শুরু করে টেলর ফ্রিটজরাও রীতিমতো ফুটবল-জ্বরে আচ্ছন্ন!

বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর টেনিস তারকা নাভ্রাতিলোভা নিজের আবেগ ধরে রাখতে না পেরে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'এমবাপে দুর্দান্ত, হাল্যান্ড ঝলমলে, আর মেসি- তাঁকে নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই।' চারদিকে এখন শুধু এই আর্জেন্টাইন জাদুকরকে নিয়েই আলোচনা। ধারাভাষ্যকারদের বক্সেও সেই একই রেশ। জলাটান ইব্রাহিমোভিচ আর থিয়েরি অঁরির আড্ডায় ইনফ্লুয়েন্সার স্পিড বারবার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর নাম তুলে বিরক্তি তৈরি করায়, দুই কিংবদন্তি তাঁকে মজা করে ঘর থেকেই বের করে দেন! এরপর জলাটান সেই নিজস্ব ভঙ্গিমায় রসিকতা, 'মেসি হ্যাটট্রিক করে রোনাল্ডোর রেকর্ড ভাঙল। হ্যাঁ, আমি রোনাল্ডো নাজারিওর কথা বলছি। কারণ অন্য রোনাল্ডো তো এই তালিকাতেই আসে না!'

প্রথম ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করে মেসি যেন টুর্নামেন্টকে এক ধাক্কায় পাঁচ নম্বর গিয়ারে ফেলে দিয়েছেন। আমেরিকান ফুটবল তারকা ডেরেক কার অভিভূত হয়ে লিখেছেন, 'মেসি ইজ ইনসেন!' কানসাস সিটির বিখ্যাত প্যাট্রিক মাহোমস স্রেফ ছাগলের (গোট) ইমোজি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, কে আসল রাজা। ডেভিড বেকহ্যাম তো সপরিবারে গ্যালারিতে হাজির নিজের ক্লাবের মহাতারকার শিল্পের সাক্ষী থাকতে। অ্যালান শিয়েরারও মুগ্ধতায় মজেছেন। বিশ্ব ক্রমপর্যায়ের ৮ নম্বর টেনিস তারকা টেলর ফ্রিটজও এখন ফুটবল-জ্বরে কাঁপছেন। তবে খেলার পাশাপাশি তিনি মজেছেন সংস্কৃতির এই অভাবনীয় মহামিলনে। হাজার হাজার ইউরোপীয়দের আমেরিকার সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যেতে দেখে তিনি রীতিমতো রোমাঞ্চিত। তাঁর বান্ধবী আয়ান ব্রুমফিল্ড তো চাইছেন, কানসাস সিটিতে জড়ো হওয়া আর্জেন্টাইন, তিউনিশীয় বা ডাচ সমর্থকদের এই অপূর্ব সহাবস্থান নিয়ে কেউ গোটা শহরের একটা বাস্তব চিত্র তুলে ধরুক। ডালাসে জাপানি সমর্থকদের গ্যালারি পরিষ্কার করার দৃশ্য তাঁর কাছে এক বড় অনুপ্রেরণা।

আসলে ফুটবল শুধু তো ২২ জনের বল দখলের লড়াই নয়, এটি একটি বৈশ্বিক ভাষা। যে ভাষা হলিউডের জাঁকজমক আর গাড়ি-পাগল আমেরিকানদের এক মুহূর্তে এক সুতোয় বেঁধে ফেলেছে।

ম্যাচ শেষে দর্শকদের অভিবাদন কুড়োচ্ছেন এমিলিয়ানো মার্টিনেজরা।

প্রাক্তন বনাম বর্তমান সভাপতির 'যুদ্ধ' শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুন : গতকালই দুর্নীতিমুক্ত ক্রীড়ার ডাক দিয়েছিলেন রাজ্যের নয়া ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ। জানিয়েছিলেন, বাংলার ক্রীড়াকে দুর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্যে তিনি দ্রুত সিএবি-র প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক ডালমিয়ার সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। কারণ, গত ১৩ জুন সিএবি-র প্রাক্তন সভাপতি ক্রীড়ামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি চিঠি দিয়েছিলেন তাঁকে।

বাংলার ক্রীড়ামন্ত্রীর এমন মন্তব্যের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আজ বিকেলে আচমকাই কলকাতার নবমহাকরণে ক্রীড়ামন্ত্রীর দপ্তরে হাজির হন সিএবি-র বর্তমান সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সঙ্গে কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস। অন্তত আধ ঘণ্টা তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয় নানা বিষয়ে। আগামী রবিবার চলতি বেঙ্গল টি২০ লিগের ফাইনালে হাজির থাকার জন্যও নয়া ক্রীড়ামন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সৌরভ।

ক্রীড়ামন্ত্রীর দরবারে হাজিরা দিয়ে সৌরভ বেরিয়ে যাওয়ার পরই শুরু হয় ময়দানের নয়া 'যুদ্ধ'। প্রাক্তন বনাম বর্তমান সিএবি সভাপতির লড়াই এতদিন আড়ালেই ছিল। গত বছর সিএবি-র বার্ষিক সাধারণ সভার সময় প্রবল 'চাপের' কারণে চাপা ছিল বিষয়টি। আজ সেটাই সামনে এসেছে। ক্রীড়ামন্ত্রীর দপ্তর থেকে সৌরভ বেরিয়ে যাওয়ার পরই সংবাদমাধ্যমের জন্য নির্দিষ্ট সিএবি-র সরকারি হোয়াসটঅ্যাপ গ্রুপে একটি চিঠি পোস্ট করা হয়। সেই চিঠিতে কীভাবে সিএবি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অংশ হিসেবে কাজ করে, সেকথা যেমন রয়েছে। তেমনই প্রাক্তন সভাপতি অভিষেকের দেওয়া চিঠি কেন তিনি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন সেই প্রশ্নও তোলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, শেষ ৩০ বছরে প্রয়াত বিশ্বনাথ দত্ত, জগমোহন ডালমিয়া, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অভিষেক ডালমিয়া, স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়রা যখন সিএবি চালিয়েছেন, তখন দুর্নীতি নিয়ে কোনও অভিযোগ ওঠেনি। অভিষেক পরবর্তী সময়েই সিএবি-র দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে অভিযোগের আঙুল তোলা হচ্ছে বলে সরাসরি অভিযোগ রয়েছে সিএবি-র চিঠিতে। এমন অনিয়মের অভিযোগকে সত্যের বিকৃতি বলে দাবি করেছেন বর্তমান সিএবি কর্তারা। সমাজমাধ্যমে নানা অভিযোগ তুলে প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক পালটা জনমত গঠন করতে চাইছেন বলে দাবি তুলেছে সিএবি। এমন অভিযোগের পালটা হিসেবে রাত পর্যন্ত অভিষেকের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি।

নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ-এর সঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ছবি : ডি মণ্ডল

মোহনবাগানে মিগুয়েল!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুন : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের পথে ইস্টবেঙ্গলের আইএসএল জয়ের অন্যতম কারিগর মিগুয়েল ফিগুয়েরা।

বুধবারই আনুষ্ঠানিকভাবে লাল-হলুদকে বিদায় জানালেন মিগুয়েল। সমাজমাধ্যমে ব্রাজিলিয়ান তারকা লিখেছেন, 'যাত্রাটা এখানেই শেষ হল। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ও সমর্থকদের ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা।' গত ৪ জুন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর পাঠকদের জানানো হয়েছিল, আইএসএলে গোল্ডেন বলজয়ী মিগুয়েল সবুজ-মেরুনের নজরে রয়েছেন। সূত্রের খবর, মোহনবাগানে খেলার বিষয়ে ইতিমধ্যেই মৌখিক সম্মতি দিয়ে দিয়েছেন তিনি। মেডিকেল পরীক্ষার পরই আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে চুক্তিবদ্ধ করবে মোহনবাগান।

বিকল্পও চূড়ান্ত ইস্টবেঙ্গলে

শোনা যাচ্ছে, মিগুয়েলের বিকল্প খুঁজতে শুরু করে রিয়াল মাদ্রিদের যুব দল থেকে উঠে আসা পাঞ্জাব এফসির মিডফিল্ডার ড্যানি র‍্যামিরেজকে ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত করে ফেলেছে ইস্টবেঙ্গল। ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে সাউল ক্রেসপোকেও। তাঁর পরিবর্ত হতে পারেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রাক্তনী নিকোলা স্টোজানোভিচ। এদিকে বরিস সিংকে তিন বছরের চুক্তিতে সই করিয়েছে লাল-হলুদ।

কোয়ার্টারে জামালদহ

জামালদহ, ১৭ জুন : মেখলিগঞ্জের জামালদহ ফুটবল লিগের বুধবার অশোকবাড়ি সংগ্রামী সংঘকে ২-০ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। জামালদহ তুলসীদেবী হাইস্কুল মাঠে জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা অভিজিৎ দাস। বৃহস্পতিবার একই মাঠে সাকাতিরহাট জাগ্রত সংঘ ক্লাব ও পাঠাগারের বিরুদ্ধে খেলবে জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন অভিজিৎ দাস। ছবি : স্বপন রায় বীর

ডিংকুর দাপট

ফালাকাটা, ১৭ জুন : টাউন ক্লাব স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত জাফা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে বুধবার দ্য ফ্যালকন্স ৪৮ রানে হারিয়েছে টেরিফিক হিটার্সকে। প্রথমে ফ্যালকন্স ২২ ওভারে ১৮৯ রান তোলে। গৌরাঙ্গ সরকার ৪৭ রান ও অধিনায়ক ডিংকু রায় ৩০ রান করেন। শচীন কার্জির শিকার ৩২ রানে ৪ উইকেট। জবাবে হিটার্স ২২ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪১ রানে আটকে যায়। মৈনাক দেবনাথ অপরাজিত ৪৪ রান এবং অর্ণব সরকার ৪১ রান করেন। জ্যোতির্ময় ঘোষ ১৪ ও ডিংকু ২ উইকেট পেয়েছেন।

উত্তরের খেলা

জিতল ইউবিআর

ময়নাগুড়ি, ১৭ জুন : সাপ্টিবাড়ি-২ প্লেয়ার্স ইউনিটের ফুটবল লিগে ইউবিআর গ্রুপ ময়নাগুড়ি রোড ২-০ গোলে হারিয়েছে বৌরাগীপাড়া এফসি-কে। গোল করেন তুষার রায় ও শুভম রায়। ম্যাচের সেরা হয়েছেন জয়ী দলের তন্ময় রায়। বৃহস্পতিবার খেলবে আয়োজক ক্লাব সাপ্টিবাড়ি-২ প্লেয়ার্স ইউনিট ও সাদার্ন সমিতি আরসিসি।